NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

৪ বেলডাঙা বেনিয়াপাড়া এলাকার আবেগ বুড়িমাতা

জ্বালাও আলো, আপন আলো, জয় করো এই তামসীরে ১০

কলকাতা ১১ নভেম্বর ২০২৩ ২৪ কার্তিক ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ১৪৯ সংখ্যা ১২ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 11.11.2023, Vol.17, Issue No. 149, 12 Pages, Price 3.00

ডায়মন্ড হারবার মডেলে ৭০ হাজার মহিলাকে ভাতা

লোকসভা ভোটের আগে মাস্টারস্ট্রোক অভিষেকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডায়মন্ড হারবার: ডায়মন্ড হারবার লোকসভায় প্রায় ৭০ হাজার বয়স্ক মহিলা ভাতার জন্য আবেদন করেছেন। সরকার নয়, তৃণমূল কংগ্রেস চাঁদা তুলে ৭০ হাজার মানুষকে সাহায্য করবে। লোকসভা ভোটের আগে মাস্টারস্ট্রোক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

শুক্রবার ডায়মন্ড হারবার লোকসভার ফলতার ফতেপুর হাইস্কুলে বিজয়া সম্মেলনী ও বস্ত্রবিতরণের আয়োজন করেছিল তৃণমূল। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনটাই ঘোষণা করলেন সাংসদ অভিষেক। মঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও বিজেপিকে একযোগে নিশানা করে তিনি বলেন, 'বিজেপি রাজনৈতিকভাবে পেরে না উঠে বারে বারে কেন্দ্রীয় সংস্থা দিয়ে হেনস্থা করছে। ধর্নার সময়ও আমাকে সমন করা হয়। আবার দুর্গাপুজোর পর সমন করা হয়। ৬ হাজার পাতার নথি দিয়েছি। ২০২০ সালে আমি যে কথা বলেছিলাম, এখনও সেই কথা বলেছি। কয়লা কেলেঙ্কারিতে যেহেতু কিছু করা যায়নি বলে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে পরিবারকে জড়ানো হয়েছে। কুৎসা করা হয়েছে। কিন্তু আমি অন্য ধাতুকে গড়া। আমাকে দিয়ে জয়বাংলা ছাড়া অন্য কিছু বলানো যাবেনা। বিজেপির ডায়মন্ড হারবারে কোনও পার্টি অফিস পর্যন্ত নেই।'

অভিষেক আরও বলেন, 'গত ৯ বছরে সাংসদ হিসেবে উন্নয়নের খতিয়ান তুলে দিয়েছি। ২০১৭ সালে ১৪০০ কোটি টাকা জলপ্রকল্পের কাজ চলছে। ৫০০ কোটি দিয়ে ফেস টু চালু হয়েছে। রাস্তাশ্রী প্রকল্পে ১৭০টি ফলতায় করেছি। ৬০০ কোটি টাকার রাস্তা ৯ বছরে করেছি। কোভিডের সময় ২১টি কমিউনিটি কিচেন করে খাবার দিয়েছি লোকসভা এলাকায়। আমাদের প্রতিনিধিদের কোনও মূল্য নেই। মাথা নিচু করলে জনতা জনার্দনের কাছে করব। কিন্তু কোনও বহিরাগতর কাছা মাথা নত করব না। এটাই বস্ত্র বিতরণের শেষ অনুষ্ঠান। সামনের বছর থেকে আপনার বাড়িতে পৌঁছে দেবে দলের কর্মীরা। জনপ্রতিনিধির কাজ জুমলা নয়। ধর্মে ধর্মে যারা বিভাজন করতে চায় তাঁদের চিহ্নিত করুন। আমি সবধর্মের মানুষের জন্য কাজ করে চলেছি। আমি যতদিন আছি ডায়মন্ড হারবারে ধর্মের বিভাজন করতে দেব না। বিজেপি অনেক চেষ্টা করেছে। ফলতায় সাম্প্রদায়িক হানাহানির চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে থেকে তা রুখেছি।'

বহুল চর্চিত ডায়মন্ড হারবার মডেলের কথা স্মরণ করিয়ে অভিষেক বলেন, 'এবার পয়লা জানুয়ারি থেকে ৭০ হাজার মহিলাকে আমরা ভাতা তুলে দেব সরকারি সাহায্য ছাড়া। এটাই ডায়মন্ড হারবার মডেল। ভোট ও কেন্দ্রীয় ২০১৯ সালে ডায়মন্ড হারবার লোকসভায় তিন দফায় ভোট হয়েছে। কেন্দ্র হাজার চেষ্টা করলেও ভাতে মারতে পারবে না।'

সম্প্রতি, ডায়মন্ড হারবার থেকে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। আর যা নিজে জোর চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে রাজ্য রাজ্যনীতিতে। সেই ইস্যুতেই এবার সাংসদ অভিষেক বলেন, 'অনেকে ডায়মন্ড হারবার থেকে দাঁড়ানোর ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। দাঁড়াক, এটাই গণতন্ত্র। এটাই গণতন্ত্রের রীতিনীতি। ইচ্ছে করলে গুজরাত, উত্তরপ্রদেশের নেতারা ইচ্ছে করলে দাঁড়াতে পারেন। এতো উড়ে যাবে ভোকাট্টা হয়ে যাবে। আমি এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করতে দেব না। বড়ফুলের থেকে টাকা নেবেন, আর ছোট ফুলে ভোট দেবেন। ২০১৯ সালে সিপিএম সাম্প্রদায়িক তাস খেলেছে। বালিগঞ্জ থেকে প্রার্থী ধরে এনেছিল। বিজেপি দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে প্রার্থী এনেছিল। ৩ লক্ষ ২১ হাজারের ব্যবধান ৪ লক্ষ করতে হবে।'

২৫৩ বিএড কলেজের অনুমোদন বাতিল করল শিক্ষা দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: পর্যাপ্ত পরিকাঠামো না থাকার অভিযোগে একধাক্কায় রাজ্যের ২৫৩টি বিএড কলেজের অনুমোদন বাতিল হল। রাজ্যে মোট ৬২৪টি বিএড কলেজ ছিল। তার মধ্যে ২৫৩টি কলেজের অনুমোদন বাতিল করল শিক্ষা দপ্তর।

প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, এই বিএড কলেজগুলির অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে। ২৫৩টি বিএড কলেজের অনুমোদন যে বাতিল হতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথা আগেই জানা গিয়েছিল। এবার শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের একটি নির্দেশিকার সাপেক্ষে রাজ্যের বিএড বিশ্ববিদ্যালয় ৩৭১টি বিএড কলেজকে অনুমোদন দিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। বাকি ২৫৩টি বিএড কলেজ কোনও অনুমোদন পায়নি বলেই খবর। অর্থাৎ, এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের একাধিক বিএড কলেজ এক ধাক্কায় অনুমোদন হারাল।

জানা যাচ্ছে, যে বিএড কলেজগুলিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষক ছিলেন না কিংবা অন্যান্য পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ছিল না, সেই বিএড কলেজগুলির অনুমোদন এবার বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, এর আগেও একাধিক বিএড কলেজের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। প্রশ্ন উঠেছিল সেখানকার পরিকাঠামো নিয়ে। এমন প্রায় ২০০-র বেশি বিএড কলেজ ঘিরে প্রশ্ন উঠেছিল বলে সূত্রের খবর। এমন অবস্থায় বিএড বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে আগেই সতর্ক বার্তা দিয়ে রাখা হয়েছিল।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলা জামিন 'মিডলম্যান' প্রসন্নর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন পেলেন আরও ১ অভিযুক্ত। শুক্রবার প্রসন্ন রায়ের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন শীর্ষ আদালত। উত্তর ২৪ পরগনা-সহ রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকার চাকরিপ্রার্থীদের থেকে টাকা তুলে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে পাঠাতেন এই প্রসন্ন রায়। দেশে ও দেশের বাইরে তাঁর বিপুল সম্পত্তির খোঁজ পেয়েছে ইডি ও সিবিআই।

এদিকে সূত্রে খবর, এদিন প্রসন্ন রায়ের হয়ে সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করেন মুকুল রোহতগি। এরপরই তাঁকে জামিন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় আদালত। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের অগস্ট মাসে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন প্রসন্ন রায়। এসএসসি দুর্নীতিতে সিবিআই তাঁকে গ্রেপ্তার করলেও পরে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতেও তাঁকে হেপাজতে নেন তদন্তকারীরা।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের দাবি, প্রসন্ন রায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। উত্তর ২৪ পরগনা ও লাগোয়া এলাকার চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা তুলে তা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে পাঠাতেন তিনি। সেজন্য বিধাননগরে একটি পরিবহণ সংস্থার দপ্তর খুলেছিলেন তিনি। সেই দপ্তর থেকেই চলত জালিয়াতির কারবার। প্রসন্নের পাঠানো তালিকা মিলিয়ে অযোগ্যদের চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন পার্থ। নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় এই নিয়ে তৃতীয় কোনও ব্যক্তি জামিন পেলেন। এর আগে মানিক ভট্টাচার্যের স্ত্রী শতরূপা এবং ওএমআর শিট পরীক্ষার দায়িত্বে থাকা সংস্থা নাইসার কর্তা নীলাদ্রি দাস জামিন পেয়েছেন।

এদিন প্রসন্ন রায়ের জামিন মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। কেন এখনও 'রাঘব বোয়াল'দের ছুঁয়ে দেখা হল না, এদিন কার্যত সে প্রশ্নের মুখেই পড়ে সিবিআই। দেশের শীর্ষ আদালত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এই সংস্থাকে এদিন এ প্রশ্নও করে, যাঁদের জন্য টাকা নিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কেন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি তা নিয়েও। সিবিআইয়ের বক্তব্য, কয়েকজন রাজ্য সরকারি কর্মচারীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্তের অনুমতি রাজ্য সরকারের থেকে এখনও পাওয়া যায়নি।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে জামিন পান প্রসন্ন রায়। নিয়োগ দুর্নীতিতে তিনি তদন্তকারীদের খাতায় 'মিডলম্যান' হিসাবেই পরিচিত। গত বছর তাঁকে গ্রেফতার করে সিবিআই। এই প্রসন্নের কর্মজীবন শুরু হয়েছিল একজন রঙের মিস্ত্রি হিসাবে। তাঁকে সিবিআই যখন শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার করে, তখন তিনি কয়েক কোটি টাকার মালিক বলে দাবি করেছিল তদন্তকারী সংস্থা। এমনও শোনা গিয়েছিল, তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ।

এজি পদ ছাড়লেন সৌমেন্দ্রনাথ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল বা এজির পদ ছাড়লেন সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। শুক্রবার মেল মারফত নিজের ইস্তফা ঘোষণা করলেন তিনি। রাজ্যপালকে ইতিমধ্যে মেল করেছেন সৌমেন্দ্রনাথ। বস্তুত, নতুন অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) নিয়োগ করতে পারে রাজ্য, এ নিয়ে জল্পনা চলছিলই। এজি পদে আইনজীবী কিশোর দত্তকে নিয়োগ করা হতে পারে, এমন জল্পনাও চলছিল। তার মধ্যে বিদেশ থেকে আচমকা পদত্যাগের কথা জানালেন আইনজীবী সৌমেন্দ্রনাথ। হাইকোর্টের একটি সূত্রে খবর, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। পরে রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী এবং আইনমন্ত্রী মলয় ঘটককে পদত্যাগপত্র পাঠাবেন তিনি।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

জোড়-বিজোড় চালু হচ্ছে না দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর: এখনই চালু করা হচ্ছে না গাড়ির জোড়-বিজোড় নীতি। জানিয়ে দিল দিল্লি সরকার। দূষণ পরিস্থিতির কথা ভেবেই জোড়-বিজোড় নীতি চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সরকার। আগামী ১৩ নভেম্বর থেকে এই নিয়ম চালু করার কথা ছিল। কিন্তু দিল্লি সরকার জানিয়েছে, রাজধানীতে বাতাসের গুণগত মানের উন্নতি হয়েছে। তাই এখনই এই পথে হাঁটছে না তারা। দীপাবলির পর অবস্থা বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

স্পিকারের কটাক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে লোকসভার এথিক্স কমিটির গৃহীত পদক্ষেপ এক্তিয়ার বহির্ভূত বলে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন। বিধানসভা ভবনে শুক্রবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ওই সংসদের বিরুদ্ধে লোকসভার এথিক্স কমিটি যে পদ্ধতিতে তদন্ত ও শাস্তির সুপারিশ করেছে তাতে প্রাকৃতিক ন্যায় বিচারের নীতি ব্যাহত হয়েছে। অভিযোগের কোনও যথাযথ তদন্ত হয়নি। অভিযুক্তকে যথাযথভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও দেওয়া হয়নি। যেভাবে শুধুমাত্র শাস্তির প্রস্তাব না দিয়ে সরাসরি বহিষ্কারের সুপারিশ করা হয়েছে তাও কমিটির এখতিয়ার বহির্ভূত বলে বিমান বাবুর দাবি।

মা আসছেন ঘরে...

রাত পোহালেই কালীপুজো। তার আগে কুমোরটুলি থেকে বাড়ির পথে। ছবি: অদিতি সাহা

ভালো নেই: জ্যোতিপ্রিয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিনি যে নির্দোষ, তাঁর মুক্তি যে শুধুই সময়ে অপেক্ষা, একথা সংবাদমাধ্যমের সামনে বারবার বলেছেন বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য যখনই তাঁকে সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বের করা হয়, তখনই নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করার জন্য গলা ফাটান তিনি। তবে শুক্রবার আর সে সব বিষয়ে কথা বলতে শোনা গেল না রেশন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীকে। শুধু নিজের স্বাস্থ্যের অবস্থার কথা জানালেন সংবাদমাধ্যমকে। জানালেন, শরীর ভালো নেই। প্রায় প্যারালিসিস হওয়ার পথে তাঁর বাঁ হাত ও বাঁ পা। অন্য কোনও প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই এদিন গাড়িতে উঠে পড়েন তিনি।

কাশ্মীরের বহু জায়গায় তুষারপাতে বন্ধ রাস্তা

শ্রীনগর, ১০ নভেম্বর: আবহাওয়া দপ্তর আগেই জানিয়েছিল কাশ্মীরের উঁচু এলাকাগুলিতে। সেই পূর্বাভাস অনুযায়ী বৃহস্পতিবার রাত থেকেই কাশ্মীরের একাধিক জায়গায় তুষারপাত শুরু হয়েছে। কোথাও ভারী, কোথাও আবার হালকা তুষারপাত হচ্ছে। রাতভর তুষারপাতের জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে বেশ কয়েকটি রাস্তাও। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, রাজ দান পাস, পীর কি গলি, জোজিলা পাস, সিস্থান টপ, সোনমার্গ এবং গুলমার্গে তুষারপাত হচ্ছে। তবে এই মরশুমের প্রথম তুষারপাত হল গুলমার্গে। কাশ্মীরের উঁচু এলাকায় ভারী তুষারপাত হলেও, সমতলে বৃষ্টি হচ্ছে। আর এই বৃষ্টির জেরে তাপমাত্রা হু হু করে নামতে শুরু করে। ফলে বৃহস্পতি রাত থেকেই তুষারপাত শুরু হয়। তুষারপাতের বেশ কয়েকটি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টা আবহাওয়া একই রকম থাকবে কাশ্মীরে। ভারী তুষারপাতের জেরে গুরুত্বপূর্ণ মুঘল রোড বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কাশ্মীরের সঙ্গে জম্মুর রাজৌরি এবং পুঞ্চের সংযোগস্থানপনকারী রাস্তা এটি। এ ছাড়াও রাজদান, জোজিলা, কিস্তওয়াড়-অনন্তনাগ রাস্তাও তুষারপাতের কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে, বৃষ্টি হচ্ছে শ্রীনগর, কাজিগুন্দ, পহেলগাঁও, কুপওয়ারা, কোকেরনাগে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, একটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা অবস্থান করছে কাশ্মীরের উপর। তার জেরেই সমতলে বৃষ্টি হচ্ছে এবং কাশ্মীরের উঁচু এলাকায় তুষারপাত হচ্ছে।

বরফে ঢাকল গুলমার্গ

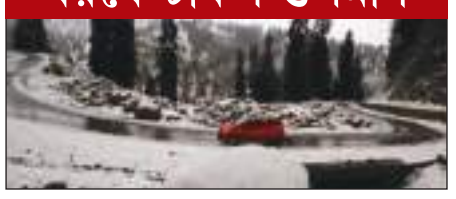

এনআই অ্যাক্ট মেনে আগামী বছরের ছুটির তালিকা প্রকাশ করল নবান্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় সরকারের নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট (এনআই) অ্যাক্ট অনুযায়ী, নতুন বছরে ক'দিন ছুটি, তার তালিকা প্রকাশ করল নবান্ন। অর্থ (অডিট) দপ্তরের প্রকাশিত নির্দেশিকায় দেখা গেল, আগামী বছর দুর্গাপুজোর ছুটি একটু হতাশ করতে পারে কর্মীদের। পুজোর ছুটি তিন দিন। একই দিনে পড়েছে অষ্টমী এবং নবমী। মহালয়ার ছুটিও পড়েছে গান্ধিজয়ন্তীর দিনেই। অর্থাৎ, ২ অক্টোবর। আর পাঁচটি ছুটি পড়েছে রবিবার। তবে রাজ্য সরকারের কর্মীরা বেশ কিছু বাড়তি ছুটি পাবেন। সরস্বতী পুজোর আগের দিন, দোলযাত্রার পরের দিন ছুটি পাবেন তাঁরা।

এনআই অ্যাক্টের ২৫ নম্বর ধারা মেনে ছুটি হবে রাজ্য সরকারের অধীনে থাকা সব দপ্তরেই। একমাত্র কলকাতায় কালেক্টরের দপ্তর এবং রেজিস্ট্রারের দপ্তরে এই তালিকা মেনে ছুটি হবে না। তালিকা মেনে জানুয়ারি মাসের ১২ তারিখ বিবেকানন্দের জন্মদিন, ২৩ তারিখ নেতাজি জন্মজয়ন্তী, ২৬ তারিখ প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ছুটি থাকবে সরকারি দপ্তর। পরের বছর সরস্বতী পুজো পড়েছে ১৪ ফেব্রুয়ারি। এর পর ২৫ মার্চ দোলযাত্রা উপলক্ষে ছুটি। ২৯ মার্চ গুড ফ্রাইডে। এপ্রিলে এক দিনই ছুটি। ইদ-উল-ফিতর উপলক্ষে ১১ এপ্রিল ছুটি।

মে মাসে তিন দিন ছুটি থাকবে রাজ্য সরকারি দপ্তরে। ১, ৮ এবং ২৩ তারিখ রয়েছে যথাক্রমে মে দিবস, রবীন্দ্রজয়ন্তী, বুদ্ধপূর্ণিমা। জুন, জুলাই, অগস্টে এক দিন করে ছুটি। ১৭ জুন বকরি ইদ। ১৭ জুলাই মহরমের ছুটি। ১৫ অগস্ট স্বাধীনতা দিবস। ২ অক্টোবর গান্ধিজয়ন্তী উপলক্ষে ছুটি থাকবে। ওই দিনই পড়েছে মহালয়া। দুর্গাপুজোর ছুটি থাকবে ১০ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার থেকে ১২ অক্টোবর শনিবার। ১১ অক্টোবর অষ্টমী এবং নবমী পড়েছে। ১৬ অক্টোবর লদীপুজোর ছুটি। ৩১ কালীপুজোর ছুটি। ১৫ নভেম্বর গুরু নানকের জন্মদিবস উপলক্ষে ছুটি। ওই দিনই রয়েছে বিরসা মুণ্ডার জন্মদিন। ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের ছুটি। এ ছাড়াও রাজ্য সরকারের নির্দেশে ২০২৪ সালে কিছু বাড়তি ছুটি পাবেন সরকারি কর্মীরা। ১ জানুয়ারি নতুন বছরের ছুটি। সরস্বতী পুজোর আগের দিন ১৩ ফেব্রুয়ারি থাকবে ছুটি। ১৪ ফেব্রুয়ারি, সরস্বতী পুজোর দিনই পড়েছে পঞ্চানন বর্মার জন্মদিনের ছুটি। ২৬ ফেব্রুয়ারি সব-এ-বরাতের ছুটি। ৮ মার্চ শিবরাত্রির ছুটি। দোলের পরের দিন ২৬ মার্চ ছুটি পাবেন রাজ্য সরকারের কর্মীরা। ৬ এপ্রিল হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষে ছুটি। তবে সে দিন শনিবার। ১০ এপ্রিল ইদ-উল-ফিতরের আগের দিনও থাকবে ছুটি। কবি ভানু ভক্তের জন্মদিন উপলক্ষে ১৩ জুলাই দার্জিলিং, কালিম্পং জেলায় ছুটি থাকবে। রথযাত্রা, ১৯ অগস্ট রাখি, ২৬ অগস্ট জন্মাষ্টমী, ১৬ সেপ্টেম্বর ফতেয়া দোয়াজে থাকছে ছুটি। সরকারি কর্মীরা দুর্গাপুজো উপলক্ষে চতুর্থী থেকে ষষ্ঠী (৭-৯ অক্টোবর) এবং দশমীর পর ১৪ এবং ১৫ অক্টোবর অতিরিক্ত ছুটি পাবেন। লদীপুজোর পরেও দু'দিন, ১৭ এবং ১৮ অক্টোবর ছুটি পাবেন তাঁরা। পরের বছর কালীপুজোর পরের দিন, ১ নভেম্বর থাকবে ছুটি। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পড়েছে রবিবার, ৩ নভেম্বর। তার পরের দিন ৪ নভেম্বর ছুটি থাকবে রাজ্য সরকারের কর্মীদের। ৭ নভেম্বর ছট পুজো এবং তার পরের দিন ৮ নভেম্বরও ছুটি থাকবে। করম পুজো উপলক্ষে ছুটি থাকবে দপ্তর। দিনটি পরে জানানো হবে।

এ ছাড়াও ২৪ ফেব্রুয়ারি গুরু রবিদাসের জন্মদিন উপলক্ষে ছুটি পাবেন তাঁর ভক্তেরা। ৩০ মার্চ ইস্টার স্যাটার্ডে উপলক্ষে ছুটি পাবেন খ্রিস্টানেরা। ১৪ এপ্রিল নববর্ষ, বিআর অম্বেডকর জয়ন্তী, ২১ এপ্রিল মহাবীর জয়ন্তী, ৭ জুলাই রথযাত্রা, ৩ নভেম্বর ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পড়েছে রবিবার।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৭/১০/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৯০ নং এফিডেভিট বলে আমি Akbar Ali (old name) S/o. Sk. Abdul Rahaman at Gazipur, Malia, Haripal, Hooghly-712405, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Ekbar Ali (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Akbar Ali & Sk Ekbar Ali S/o. Sk. Abdul Rahaman উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Mansura Khatun.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

গত ১০/১১/২৩ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ২০২ নং এফিডেভিট বলে আমি Sheikh Gulam Mustafa (old name) S/o. Md. Samsuddin at Ilchhoba, Mondalai, Pandua, Hooghly-712146, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Golam Mostafa (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sheikh Gulam Mustafa & Sk Golam Mostafa S/o. Md. Samsuddin উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sheikh Josimuddin.

নাম-পদবী

গত ১০/১১/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Probir Kumar Mondal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Hem Chandra Mondal ও Lt. H. C. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১০/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৯১০ নং এফিডেভিট বলে আমি Sujit Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Dilip Ghosh ও Dilip Kr. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১০/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৯০৮ নং এফিডেভিট বলে Debasish Paul S/o. Paresh Chandra Paul ও Dr. Debasish Paul S/o. Dr. Paresh Chandra Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৭৪৫ নং এফিডেভিট বলে Suvrajit Banerjee S/o. Surendra Nath Banerjee ও Shuvrajit Banerjee S/o. S. N. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

NAME CHANGE

I, **Prabhat Bose,** S/o. Late Nirmal Bose, resident of 1 No. Mohishilla Colony, Battala Bazar, Asansol near Aurobinda Sangha, Ushagram, P.O. Asansol, P.S. Asansol (S), Dist. Paschim Bardhaman, Pin-713303 (W.B), do hereby declare that somewhere my name has been recorded as **Prabhat Kumar Basu** and also recorded **Prabhat Basu** and in other relevant documents i.e. Aadhaar Card, Voter Card & Pan Card my name has been recorded as **Prabhat Bose** i.e. my correct name. **Prabhat Bose, Prabhat Kumar Basu and Prabhat Basu** are the same name and one identical person i.e. myself vide an affidavit made before the Executive Magistrate on 07/11/2023 at Asansol Court.

Change of Name

I, **T. Rajeshbari**, W/o T. Eshwar Rao, residing at Ward No. - 13, Rly Area, Post : Nimpura, PS : Kharagpur, Dist. : Paschim Medinipur have changed my name from **M. RAJESWARAMMA** to **T. RAJESHBARI** for all purpose vide an affidavit no.- 20721 dated 06/12/2022 in the Court of the Ld. Judicial Magistrate (1st Class), Paschim Medinipur. That **M. RAJESWARAMMA** D/o Late M. Lakshmayya and **T. RAJESHBARI** W/o T. Eshwar Rao is one and same identical person i.e. myself & henceforth my actual / correct name with surname is **T. RAJESHBARI** for all purpose.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা নদীয়া মোকাম নবদ্বীপের অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত।

ম্যাট সুট নং - ৬৫ / ২০২১

দরখাস্তকারী - পায়েল দে (বিশ্বাস), স্বামী- অমিত কুমার দে, বর্তমান সাং- প্রযত্নে- পিতা নীলমনি বিশ্বাস, রামসীতা পাড়া, শ্রীনাথ ব্যানার্জ্জী লেন, স্মৃতিকণ্ঠ বাচস্পতি রোড, ওয়ার্ড নং-১৪, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২।

- বনাম -

রেসপনডেন্ট - অমিত কুমার দে, পিতা- বাবুল চন্দ্র দে, সাং- এইচ.বি.টাউন ১/এ, পি-৩৪, পোঃ সোদপুর, থানা- খরদহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। বর্তমান সাং- প্রযত্নে- প্রসেনজিৎ সাহা, পূর্বায়ন জগজ্যোতি ক্লাব, পোঃ সোদপুর, থানা- খরদহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা।

প্রতি ঃ- রেসপনডেন্ট - অমিত কুমার দে

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী আপনার বিরুদ্ধে মহামান্য হুজুরাদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের নিমিত্তে উপরোক্ত ম্যাট সুট নং - ৬৫ / ২০২১ দাখিল করিয়াছেন। এক্ষনে আপনার কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে উপরোক্ত আদালতে আপনি স্বয়ং অথবা আপনার নিযুক্ত উকিল দ্বারা হাজির হইয়া আপত্তি জানাইবেন, নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে

আদেশানুসারে-
Pratim Chowdhury
সেরেস্তাদার,
নবদ্বীপ অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া, গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।

রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জী, আসানসোল, এন.পি.আর. সরণি, এইচ বি রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১, মোঃ ৮০০১৫৮২৭৫০।

দূরভাষিনী
গান্ধী মার্কেট, কাটোয়া, বর্ধমান-৭১৩১৩০
ফোন: ৯৩৩২০০১৮৯৯, ৯৭৩২১৫৬৭১৪

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১১ ই নভেম্বর, শনিবার, ২৪ শে কার্তিক । ত্রয়োদশী যুক্ত চতুর্দশী তিথী। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধে র মহাদশা। বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল । মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে-- তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দূর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালী র নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ- প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল- রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যয় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই সুবস্ত তৈরি হবে।

(আজ ভুতচতুর্দশী কৃত্যম দ্বীপ দান।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মধ্যপ্রদেশেও ‘বিহার মডেলে’র বার্তা দিলেন রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর: বিহারের জাতভিত্তিক সমীক্ষা এবং তার রিপোর্টের নিরিখে সরকারি চাকরি এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্য অনগ্রসর সম্প্রদায় (ওবিসি) এবং তপসিলিদের কোটা বৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে ‘বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত’ বললেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। শুক্রবার মধ্যপ্রদেশের সাতনায় কংগ্রেসের প্রচারসভায় তিনি বলেন, ‘বিহারের মহাগঠনবন্ধন সরকারের এই পদক্ষেপ জীবনধারায় পরিবর্তন আনবে। মধ্যপ্রদেশে ক্ষমতায় এলে কংগ্রেসও জাতগণনার নীতি অনুসরণ করবে।’

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ আগেই জানিয়েছিলেন, পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোট এবং আগামী বছরের লোকসভা নির্বাচনে ওবিসি ভোটব্যাংকে ‘পাখির চোখ’ করতে চাইছে কংগ্রেস। বিহারে জেডিইউ-আরজেডি-কংগ্রেস-বামেদের মহাগঠবন্ধন সরকার গত ২ অক্টোবর জাতসমীক্ষা সংক্রান্ত প্রথম দফার রিপোর্ট প্রকাশ করার পরেই রাহুল ‘জিতনি আবাদি, উতনা হক’ (যে জনগোষ্ঠীর যত সংখ্যা, সংরক্ষণে তার তত অধিকার) স্লোগান দিয়েছিলেন।

মঙ্গলবার বিহার বিধানসভায় জাতসমীক্ষার দ্বিতীয় রিপোর্ট পেশ করা হয়। এর পর বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সরকার বিহার বিধানসভায় বিল পাশ করিয়ে সে রাজ্যে অনগ্রসর (ওবিসি) এবং অতি অনগ্রসরদের (ইবিসি) জন্য সংরক্ষণ ২৭ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪৩ শতাংশ করার জন্য পদক্ষেপ করেছে। পাশাপাশি, তপসিলি জাতির (এসসি) সংরক্ষণ ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০ শতাংশ করার প্রস্তাব রয়েছে ওই বিলে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানে তপসিলি জনজাতিভুক্তদের জন্য সাত শতাংশ সংরক্ষণ থাকলেও এক শতাংশ থেকে বাড়িয়ে দুই শতাংশেই সীমাবদ্ধ রেখেছে বিহার সরকার।

জাত সমীক্ষার বিরোধীদের অভিযোগ, বিহার সরকারের এই পদক্ষেপ ‘বৈষম্যমূলক এবং অসাংবিধানিক’। এই পদক্ষেপ সংবিধানের মৌলিক অধিকার এবং ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদের (সমতা ও সাম্যের অধিকার) পরিপন্থী। কিন্তু বিহার সরকারের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে পাটনা হাইকোর্টে আবেদন জানানো হলেও স্থগিতাদেশ মেলেনি। মামলাটি এখন সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। এই পরিস্থিতিতে ছত্তিশগড়, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশে বিধানসভা ভোটের প্রচারে ধারাবাহিক ভাবে জাতগণনার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে কংগ্রেস।

রাতারাতি কোটিপতি পাকিস্তানি মৎস্যজীবী

করাচি, ১০ নভেম্বর: অর্থনৈতিক সঙ্কটে ধুঁকছে পাকিস্তান। সে দেশে গত কয়েক মাসে দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাতে নাভিশ্বাস উঠছে সাধারণ মানুষের। এই পরিস্থিতিতেই প্রায় রাতারাতি কোটিপতি হয়ে গেলেন এক মৎস্যজীবী। সৌজন্যে বিরল প্রজাতির মাছ। ওই মৎস্যজীবী সম্প্রতি সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর জালে যে সমস্ত সামুদ্রিক মাছ উঠেছে, সেই সব মাছের প্রচুর ঔষধি গুণ রয়েছে। সে জন্য বিপুল অঙ্কের টাকায় বিক্রি হয়েছে সেই মাছ। এর জেরেই রাতারাতি কোটিপতি হয়েছেন ওই মৎস্যজীবী।

পাক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মৎস্যজীবীর নাম হাজি বালোচ। তিনি ইব্রাহিম হায়দারি ফিসিং গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর কর্মীরাও সম্প্রতি মাছ ধরতে গিয়েছিলেন আরব সাগরে। সেখানে তাঁদের জালে জড়ায় গোল্ডেন ফিস। সেখানকার স্থানীয় ভাষায় এই মাছকে বলা হয় সওয়া। এই মাছই বিক্রি হয়েছে প্রায় ৭ কোটি টাকায়। এ বিষয়ে পাকিস্তান ফিসারম্যান ফোক ফোরামের সদস্য মুবারক খান বলেছেন, ‘যে পরিমাণ গোল্ডেন ফিস পাওয়া গিয়েছিল, তা বিক্রি হয়েছে ৭ কোটি টাকায়। করাচি হারবারে ওই মাছের নিলাম হয়েছে।’

ওই গোল্ডেন ফিসের পেটের ভিতরে থাকা অংশ খুবই মূল্যবান। ওই পদার্থের বিবিধ ঔষধি গুণ রয়েছে। ওই পদার্থ বিভিন্ন রকমের ওষুধ তৈরিতে কাজে লাগে। এই মাছের ওজন হয় ২০ থেকে ৪০ কেজি। বড় হলে তা দেড় মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। তবে এই বিপুল অঙ্কের টাকা একা নেবেন না হাজি। তাঁর দলের সাত সদস্যের মধ্যে এই টাকা ভাগ করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। জানা গিয়েছে, এই ধরনের মাছ গভীর সমুদ্রে থাকে। তবে ব্রিডিং মরশুমেই তা উপকূলের কাছে আসে।

বিধানসভায় পাশ হওয়া বিলে সই না করায় উদ্বেগ

দুই রাজ্যের রাজ্যপালকে বার্তা সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর: রাজ্য বিধানসভায় পাশ হওয়া বিলে সই না-করে ঝুলিয়ে রাখার বিতর্কে পঞ্জাব এবং তামিলনাড়ুর রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বধীন শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ শুক্রবার বলেছে, ‘অনুগ্রহ করে যথাযথ ভাবে নির্বাচিত আইনসভায় পাশ করা বিলের গতিপথকে এড়িয়ে যাবেন না। এটা খুবই গুরুতর উদ্বেগের বিষয়।’

পঞ্জাবে আম আদমি পার্টি (আপ)-র মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিং মান সরকারের সঙ্গে রাজ্যপাল তথা প্রাক্তন বিজেপি নেতা বানোয়ারীলাল পুরোহিতের সংঘাত তীব্র। রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করে, বিধানসভায় পাশ হওয়া বেশ কয়েকটি বিল সিদ্ধান্ত না নিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছেন। শুক্রবার পঞ্জাবের রাজ্যপালের উদ্দেশে প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, ‘আপনি আগুন নিয়ে খেলছেন। এক জন রাজ্যপাল কী ভাবে এমন করতে পারেন? পঞ্জাবে যা হচ্ছে তাতে আমরা খুশি নই। আমরা কি সংসদীয় গণতন্ত্র বজায় রাখব?’

গত ৭ নভেম্বর মামলাটি ওঠার পরে প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় জানিয়েছিলেন, একই অভিযোগে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মামলা করেছে কেরল এবং তামিলনাড়ুর সরকারও। সেখানেও রাজ্য সরকারের সঙ্গে রাজ্যপালের সংঘাত চরমে উঠেছে। সরকারের পাশ করা বিল ঝুলিয়ে রেখেছেন রাজ্যপালেরা। বস্তুত মামলার প্রথম শুনানির দিনই প্রধান বিচারপতি বলেছিলেন, ‘রাজ্যপালদের সামান্য একটু আত্মানুসন্ধান করা জরুরি। তাঁদের মনে রাখতে হবে, রাজ্যপাল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নন। বিধানসভা কোনও সিদ্ধান্ত নিলে তাকে গুরুত্ব দেওয়াটা জরুরি।’

রাজ্যপালদের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানিয়েছিলেন, মানের সরকার মোট ২৭টি বিল বিধানসভায় পাশ করিয়েছে। তার মধ্যে ২২টিতে রাজ্যপাল বানোয়ারীলাল ছাড়পত্র দিলেও পাঁচটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত ঝুলিয়ে রেখেছেন। শুক্রবার সওয়াল-পর্বে মান সরকারের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি বলেন, ‘ওই সাতটি বিল গত জুলাই এবং তার আরও আগে রাজ্যপালের কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এখনও তিনি কোনও সিদ্ধান্ত নেননি।’

তামিলনাড়ুতেও রাজ্যপাল আরএস রবির সঙ্গে সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা ডিএমকে নেতা স্ট্যালিনের সংঘাত তীব্র হয়েছে। রাজ্যপাল একাধিক বিলে সই না করায় প্রতিবাদ জানিয়ে গত ১৫ অগস্ট স্বাধীনতা দিবসে চেন্নাইয়ের রাজভবনে আয়োজিত চা চক্রের অনুষ্ঠান বয়কট করেছিলেন স্ট্যালিন এবং তাঁর মন্ত্রীরা।

হাইকোর্টে সাময়িক স্বস্তি বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাইকোর্টে সাময়িক স্বস্তি পেলেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর। শুক্রবার আদালতের অবকাশকালীন বেঞ্চের স্পষ্ট নির্দেশ, আপাতত থানায় হাজিরা দিতে হবে না তাঁকে। এর পাশাপাশি গ্রেপ্তারির মতো কড়া পদক্ষেপও করতে পারবে না পুলিশ। তবে বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে বলেই জানিয়েছে আদালত।

প্রসঙ্গত, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ৬ টি এফআইআর করা হয়েছিল। এরপর তাঁকে শান্তিনিকেতন থানায় হাজিরা দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়। এফআইআর খারিজের আবেদন নিয়ে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। এরপরই কলকাতা হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চের তরফ থেকে যে নির্দেশিকা জারি হয় তাতে স্বস্তি মেলে বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর। সঙ্গে আদালতের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, আপাতত হাজিরা দিতে হবে না বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্যকে। এদিকে অবসর নেওয়ার পরই পুলিশের এই সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিদ্যুৎবাবু। সঙ্গে আদালতের তরফ থেকে এও জানানো হয়, ১৪ নভেম্বরের পরিবর্তে ২০ এবং ২২ নভেম্বর বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে তাঁর বাড়িতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে পুলিশ। ২০ নভেম্বর ৩ টি মামলা এবং ২২ নভেম্বর ২ টি মামলায় বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে। প্রতিটি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে ১ ঘণ্টা করে। মামলার পরবর্তী শুনানি ২৯ নভেম্বর। এদিকে সূত্রে খবর, শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লির যে সরকারি বাসভবন, সেই পূর্বিতাতে রয়েছেন বিদ্যুৎ।

তারাপীঠে প্রথমবার গিয়েই মা তারার দর্শন পান ঠাকুর সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ দেব

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুণ্য তীর্থ তারাপীঠে বহু বড় বড় সাধক সাধনা করে তারা মায়ের দর্শন লাভ করেছিলেন। কবি কাজী নজরুল ইসলাম তারাপীঠ মহাশ্মশানে বসে সাধনা করে কালি কীর্তন রচনা করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য গানটি হল, ‘বলরে জবা বল কোন সাধনায় পেলি রে তুই মায়ের চরণ তল।’

একবার ঠাকুর সীতারাম ওঙ্কারনাথ নাম সংকীর্তন করতে করতে চলেছেন তারা-মা দর্শনে, ঠিক সেই সময় এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল! একটি শ্যামবর্মা ছোট্ট বাচ্চা মেয়ে পরনে লাল শাড়ি, গলায় জবা ফুলের মালা ও মাথা ভর্তি সিঁদুর নিয়ে দৌড়ে এসে ঠাকুর সীতারাম দাসের কোলে উঠে পরে নিজের গলার জবার মালা খুলে ঠাকুরের গলায় পরিয়ে দিলেন ও মাথার সিঁদুর ঠাকুরের কপালে ঘষে দিলেন। ঠাকুরের কপাল সিঁদুঁরময় হয়ে উঠলো। এই ঘটনায় ঠাকুর আত্মহারা হয়ে উঠলেন, মেয়েটি কোল থেকে নেমে সোজা মন্দিরে ঢুকে গেল। এরপর ঠাকুর হরিনাম করতে করতে চললেন দেবী দর্শনে। মন্দিরের পুরোহিতরা সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ দেবকে দেখে মন্দির চত্বর ফাঁকা করে দিলেন। মন্দিরে ঢুকে ঠাকুর মাকে জড়িয়ে ধরে প্রণাম করলেন, যখন তিনি প্রণাম করছিলেন ঠিক সেই সময় ওই বাচ্চা মেয়েটি তারা মায়ের পাশেই দাঁড়িয়েছিল কিন্তু অন্য নামকারীরা এই দৃশ্য দেখতে পেলেন না। এবার নাম করতে করতে ঠাকুর যখন মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন তখন মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রধান পুরোহিত শম্ভু কিংকর ভট্টাচার্য। তার হাতটা ধরে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন তুই এখানে কি করিস রে? তিনি বললেন, ‘বাবা আমি মায়ের পুজো করি আমিই প্রধান পুরোহিত।’ তখন ঠাকুর বললেন তোর তো গুরু মন্ত্র হয়নি তুই কি করে মায়ের পুজো করছিস, এই নির্দেশ তোকে কে দিয়েছে? তখন শম্ভু বাবু বললেন, ‘বাবা কৃপা করে যদি আপনি আমাকে গুরু মন্ত্র দেন তাহলে আমি ধন্য হব।’ তখন ঠাকুর নিজের দেহটাকে দেখিয়ে বললেন একে কি তোর পছন্দ? শম্ভু বাবু বললেন, হ্যাঁ বাবা। ঠাকুর বললেন, তুই মহাশ্মশানে বামদেব বাবার সমাধির ওপর গিয়ে বস, সীতারাম ওখানে গিয়ে তোকে মন্ত্র দেবে। এরপর ঠাকুর নাম করতে করতে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন এবং মহাশ্মশানে গিয়ে প্রধান পুরোহিতকে মন্ত্র দিয়ে বললেন এবার তুই যথারীতি মায়ের পূজার্চনা কর আর তোর কোন চিন্তা নেই। এইভাবে তারাপীঠকে নামে মুখরিত করে তিনি বেরিয়ে পড়লেন আরো নাম প্রচারে। (তথ্যসূত্র ঠাকুর সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথের সেবক উত্তম দে)।

রাজ্যজুড়ে মিলছে শীতের আমেজ, কমছে তাপমাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যজুড়ে ধীরে ধীরে মিলছে শীতের আমেজ। কমছে তাপমাত্রা। এদিকে, পূর্ব-মধ্য আরব সাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত পরিণত হচ্ছে নিম্নচাপে। যদিও আপাতত দক্ষিণবঙ্গে বা উত্তরবঙ্গে বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই বলে জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

শুক্রবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। যা স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রি কম এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। আগামী সপ্তাহ থেকে তাপমাত্রা ক্রমাগত কমতে থাকবে এবং পশ্চিমবঙ্গেও ঠান্ডার আমেজ বাড়বে। শীতের আমেজের মধ্যেই কাটবে কালীপুজো। ভাইফোঁটাতেও আবহাওয়ার একই রকম থাকতে পারে। আপাতত মনোরম পরিবেশ থাকবে। আকাশ থাকবে পরিষ্কার। তবে নতুন করে তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা আপাতত নেই। কলকাতা ছাড়াও হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, বর্ধমান ইত্যাদি সহ রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে। তবে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে হালকা ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে।

এদিকে, পূর্ব মধ্য আরব সাগরে থাকা ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এদিন নিম্নচাপ ওই এলাকাতেই শক্তি হারাবে। এর কোনও প্রভাব বাংলার উপর পড়ার কোনও আশঙ্কা নেই। সকাল এবং সন্ধ্যায় হালকা শীতের আমেজ থাকবে। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকা ছাড়া অন্যান্য কোনও জেলায় আপাতত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রার বিশেষ বদল না হলেও শীতের আমেজ বাড়বে।

ধান বিক্রি মামলার তদন্ত এবার হাতে নিল ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চাষিদের ঠকিয়ে ধান কেনার অভিযোগ সামনে আসছে। ধান কেনায় অনিয়ম অভিযোগে ভবানীপুর ও বালিগঞ্জ থানায় দায়ের হওয়া মামলায় এবার তদন্তে নামল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এবার সেই তদন্তই হাতে নিল ইডি। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের অগাস্ট মাসে ভবানীপুর ও ২০১৯ সালে বালিগঞ্জ থানায় দায়ের হওয়া দু'টি মামলার ভিত্তিতে মামলা দায়ের করে ইডি। দুই ক্ষেত্রেই অভিযুক্ত হিতেশ চান্ডক ও দীপেশ চান্ডক। দু'জনই অঙ্কিত ইন্ডিয়া রাইস মিলের মালিকপক্ষের লোকজন। অভিযোগ, এই সংস্থার সঙ্গে যোগ রয়েছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের। ইতিমধ্যেই ইডি ম্যারাথন তল্লাশি চালিয়েছে 'অঙ্কিত' মিলে। এই সংস্থার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই নানা অভিযোগ সামনে এনেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

প্রসঙ্গত, চাষিদের কাছ থেকে ধান কেনায় বেনিয়মের এই অভিযোগ উঠেছিল প্রায় ৬ বছর আগে। সূত্রে খবর, ২০১৮ সালের অগস্ট মাসে ভবানীপুর থানা ও বালিগঞ্জ থানায় দু'টি মামলা রুজু হয়। হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের বাসিন্দা স্বপন সাঁতরা। তিনিই বালিগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।

ডিসেম্বরের শুরুতেই উত্তরবঙ্গ সফরের পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একটু সুস্থ হতেই পুরোদমে প্রশাসনিক কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার তিনি যাচ্ছেন উত্তরবঙ্গ সফরে। সূত্রের খবর, ডিসেম্বরের শুরুতেই উত্তরবঙ্গ সফরের পরিকল্পনা রয়েছে মমতার। ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের পর এটাই মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম উত্তরবঙ্গ সফর।

পায়ের চোটে দীর্ঘদিন ঘরবন্দি ছিলেন। নবান্ন সূত্রের খবর, দিনক্ষণ স্থির না হলেও মোটামুটিভাবে জানা গিয়েছে ডিসেম্বরের ৫ তারিখের পর যে কোনওদিন পাহাড়ে যেতে পারেন মমতা। এই দফায় উত্তরবঙ্গে দুটি প্রশাসনিক বৈঠক করার পাশাপাশি চা বাগানের শ্রমিকদের সঙ্গেও দেখা করতে পারেন মমতা। রয়েছে আরও একগুচ্ছ কর্মসূচি।

ধূপগুড়ি উপনির্বাচনে জয়ের পর এটাই মমতার প্রথম উত্তরবঙ্গ সফর।

নিয়োগ দুর্নীতি, পুকুর ভরাট-সহ একাধিক ইস্যুতে হালিশহর পুরসভায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পুর নিয়োগে দুর্নীতি, পুকুর ভরাট-সহ একাধিক ইস্যুতে শুক্রবার বেলায় হালিশহর পুরসভায় বিক্ষোভ দেখালো বিজেপি। বিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘিরে অশান্তি এড়াতে পুরসভা চত্বরে মোতায়ন ছিল র‍্যাফ-সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। বিক্ষোভকারীদের দাবি, নিয়োগ দুর্নীতিতে দুর্নীতি হয়েছে বলেই পুরসভা ও পূর্বতন পুরপ্রধানের বাড়িতে ইডির অধিকারিকরা তদন্তে এসেছিলেন। বিক্ষোভে যোগ দিয়ে বিজেপির কাঁচড়াপাড়া মণ্ডল-১ সভাপতি অমিত জানার অভিযোগ, যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি না দিয়ে টাকার বিনিময়ে পূর্বতন পুরপ্রধান চাকরি বিক্রি করেছেন। অথচ পুরসভার অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণ করা হয়নি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

পাঞ্জাব এণ্ড সিংধ বৈংক / Punjab & Sind Bank

ঘিদহ ব্রাঞ্চ, মুদি বাড়ি বাসস্টপ, বারাসত-ব্যারাকপুর রোড, পো. নীলগঞ্জ বাজার, কলকাতা - ৭০০১২১, ফোন : ০৩৩-২৫৩৫৪৪৪৪

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]

যেহেতু :

নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, ঘিদহ ব্রাঞ্চ** ২০০২ সালের (২০০২ এর অর্ডার নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৬.০৬.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা শ্রী বিজয় দাস** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১৫,১৬,৮১৫.০০ টাকা** (পনের লাখ ষোলো হাজার আটশো পনের টাকা) টাকা ০১.০৬.২০২৩ থেকে মাসিক/তিন মাস অন্তর সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৭ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে**।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে কোনওরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক,** নিকট বকেয়া **১৫,১৬,৮১৫.০০ টাকা** (পনের লাখ ষোলো হাজার আটশো পনের টাকা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি বসবাসের ফ্ল্যাট নং সি অবস্থিত দ্বিতীয় তলে, ৮৮ (১০৮), সিবাচল রোড, পো- বিরাটি, থানা- নিমতা, কলকাতা- ৭০০০৫১, উত্তর দমদম পুরসভা ওয়ার্ড নং ২৪, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং তারিখ ২৭.০৩.২০১৯, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর অফিস-বেলঘড়িয়া এবং নথিভুক্ত /তালিকাভুক্ত বুক নং ১, দলিল নং ১৩৭৪, ভল্যুম নং ১৫২৬-২০১৯, পৃষ্ঠা ৪৫১৭৬ থেকে ৪৫২১১, দলিল নং ১৫২৬০১৩৭৪ - ২০১৯ সালের। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১৪ বর্গফুট শিবাচল রোড, পূর্বে: একতলা বসবাসের ভবন, পশ্চিমে : দোতলা বসবাসের ভবন, দক্ষিণে : একতলা বসবাসের ভবন সমন্বিত।

তারিখ : ০৭.১১.২০২৩
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

COSMIC CRF LIMITED

CIN:L27100WB2021PLC250447
Registered Office:19, Monohar Pukur Road, 2nd Floor, Kolkata - 700029
email :cs@cosmiccrf.com, Phone :- +91 33796 47499 website: www.cosmiccrf.com

UNAUDITED STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2023

(₹ in lakhs)

Sr. No.	Particulars	Half Year Ended			Year Ended
		30.09.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)
1	Total Income from Operations	12349.77	10890.73	1258.58	12149.31
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra ordinary items)	773.30	787.49	80.49	867.97
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extra ordinary items)	773.30	787.49	80.49	867.97
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (Exceptional and/or Extra ordinary items)	679.46	560.71	80.49	641.19
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	-	-	-	-
6	Equity Share Capital	692.20	510.00	510.00	510.00
7	Earning per Equity Share (Basic)	11.28	11.67	1.83	13.50
	Earning per Equity Share (Diluted)	11.28	11.67	1.83	13.50

Notes on Standalone Financials Results:

1. The above results published in accordance with Reg. 33 of SEBI (LODR), 2015 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on November 10, 2023. The Financial results have been prepared in accordance with the Accounting Standards ("AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of Companies (Accounts) Rules 2014 by the Ministry of Corporate Affairs and ammendments thereof.
2. As per Ministry of Corporate Affairs Notification dated February 16, 2015, Companies whose securities are Listed on SME Exchange as referred to in Chapter XB of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 are exempted from the compulsory requirement of adoption of Ind AS.
3. The Company's operating segment based on the company's products include Iron & Steel based railway wagon parts & components etc under one segment, therefore separate segment reporting is not applicable.
4. The Company is implementing its Expansion Project (CAPEX) as stated in Prospectus and planning to complete the expansion project within the scheduled time.
5. Earning per share have been calculated on the weighted average of the share capital outstanding during the end of the half year i.e. 30th September/ or at the end of the year. Half Yearly EPS is not annualised.
6. Pursuant to an order by Hon'ble High Court at Calcutta (Division Bench) dated 30th August,2023 has appointed an Ex Supreme Court Judge as the Sole Arbitrator to adjudicate the issues and differences between the parties pertaining to the Business Transfer Agreement dated January 19, 2022 involving the Contingent Liability amounting to Rs.1034.33 Lakhs. The instant matter is pending for adjudication and financial effect if any will be provided on settlement of the issue.
7. The Company has revalued the Property, Plant & Equipment based on valuation report dated 14th June, 2023 issued by the Registered Valuer and adopted its value resulting in Revaluation Reserve of Rs. 4473.95 Lakhs and corresponding increase in Property, Plant & Equipment. In view of the same increamental depreciation of Rs.110.07 Lakhs has been adjusted against Revaluation Reserve and transfer to Retained Earning.
8. During the current period the company has successfully won a bid through CIRP under price challenge mechanism dated 11th October, 2023 for acquisition of a Company with Shed /Structure, Building and Plant & Machinery etc situated at Domjur, District- Howrah, WB having similar line of activities. The approval from CoC/ NCLT is awaited in this respect. The Company is anticipating the production capacity of the company will increase substantially on completion of the acquistion.

For and on behalf of the Board of Directors
Cosmic CRF Limited
SD/-
Aditya Vikram Birla
Managing Director
DIN:06613927

Place : Kolkata
Date : 10th November, 2023

KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ
বাগনান শাখা
ও.টি. রোড, খাদিনান, বাগনান, হাওড়া জেলা
বেতাল অয়েল মিলের নিকট, বাগনান, পব ৭১১৩০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী, **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট নং ২০০২-এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **০৭.০৭.২০২৩** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **১) মেসার্স গরাই ফার্নিচার (ঋণগ্রহীতা)** স্বত্বা. শ্রী প্রসেনজিৎ গরাই, ০১ সুজাতা সিনেমা কমপ্লেক্স, এনএইচ-৬, বাগনান, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১৩০৩ **এবং আরও প্রসেনজিৎ গরাই, পিতা প্রদীপ কুমার গরাই,** ৯০ খাদিনান, অভিরামপুর, হাওড়া, বাগনান, হাওড়া - ৭১১৩০৩ **২. শ্রী প্রদীপ গরাই (জামিনদাতা),** ওটি রোড, খাদিনান, বাগনান, হাওড়া - ৭১১৩০৩ -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ **৩৬,৩৬,৬৭৩.১৩ টাকা (ছত্রিশ লাখ ছত্রিশ হাজার ছশো তিয়াত্তর টাকা এবং তেরো পয়সা) টাকা** তৎসহ আরও সুদ পরিশোধ করতে বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত অর্থ পরিশোধে অপারগ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাকে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০২০ -এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **৬ নভেম্বর, ২০২৩** তারিখ অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেনে **৩৬,৩৬,৬৭৩.১৩ টাকা (ছত্রিশ লাখ ছত্রিশ হাজার ছশো তিয়াত্তর টাকা এবং তেরো পয়সা) টাকা** এবং তদুপরি সুদ, মূল্য এবং অন্যান্য খরচ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ২বি, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৪৭৫ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত তৃতীয় তলে, কালিন্দি বাটিকা ভবনের ব্লক নং 'এ' অবস্থিত জমির প্লট নং ৯৮, ১০০, ১০২, ১০৩, ১৪১, ১৪২, ১৪৩ এবং ১৪৪, জেএল নং ২৩, মৌজা-কালীদহ সাতগাছি, থানা- লেক টাউন, উত্তর ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং উক্ত ব্লক 'এ' কমপ্লেক্সে যাবতীয় সুবিধা এবং পরিষেবাদি ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। ফ্ল্যাট শ্রী প্রদীপ গড়াই এর নামে, চৌহদ্দি :
উত্তরে : সিঁড়ি, লবি এবং লিফট — দক্ষিণে : খোলা জায়গা,
পূর্বে : খোলা জায়গা — পশ্চিমে : ফ্ল্যাট নং ২এ সমন্বিত।

স্থান: বাগনান
তারিখ: ০৬.১১.২০২৩

অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

SBI

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ইন্দা ব্রাঞ্চ (০৫১৫৫)
ও.টি. রোড, পো. ইন্দা, খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০৫ ইমেল : sbi.05155@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : শ্রী হীরক কুমার, মো. ৮৩৭৩০৫৩৬৪০ ই-মেল : sbi.05155@sbi.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।

নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৪.১২.২০২৩ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১৪.১২.২০২৩** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১৯,২৬,৫৩৫ টাকা (উনিশ লাখ ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো পঁয়ত্রিশ টাকা) টাকা ০৬.০৮.২০১৮** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া **ঋণগ্রহীতা - শ্রী অজয় কুমার ঘোষ এবং শ্রীমতি সোমা ঘোষ,** পিতা প্রয়াত নির্মল কুমার ঘোষ, ফ্ল্যাট 'এফ', ৩য় তল, মা সারদা অ্যাপার্টমেন্ট (তারা মা মন্দিরের পাশে), আমডাঙা, পিন - ৭২১৩০৫, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, আদায় করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য - **১৮,৩১,০০০ টাকা,** বায়না জমা - **১,৮৩,১০০ টাকা** এবং বর্ধিতকরণ মূল্য - **১০,০০০ টাকা।**

স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত, জমি এবং ভবন

মালিক শ্রী অজয় কুমার ঘোষ, পিতা প্রয়াত নির্মল কুমার ঘোষ এবং শ্রীমতি সোমা ঘোষ, স্বামী শ্রী অজয় কুমার ঘোষ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট -'এফ', ৩য়তল, (উত্তর-পূর্ব দিকে ভবনের),মা সারদা অ্যাপার্টমেন্ট চারতলা ভবন (জি-৩) আরসিসি কাঠামো বসবাসের অ্যাপার্টমেন্ট, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৮৫.০০ বর্গফুট কমবেশি এবং ৩ বর্গফুট দ্বিচক্র যান পার্কিং স্পেস অবস্থিত মৌজা-ইন্দা, জেএল নং ২৩২, আরএস খতিয়ান নং ৫৯৯, ১০৬ সংশোধিত খতিয়ান নং ৪১১/১, ৯২, আরএস প্লট নং ২১৮৯, ২১৭৪, হোল্ডিং নং ৮৪২/৮/এ, ওয়ার্ড নং ২৩ (নতুন) ১ (পুরানো) খড়গপুর পুরসভা টাউন অধীন, থানা- খড়গপুর টাউন, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর (আমডাঙ্গা তারা মা মন্দিরের পাশে), দলিল নং ১-১০১০০২৮৯-২০১৬ সালের, বুক নং ১, ভল্যু নং ১০১০-২০১৬, পৃষ্ঠা ৪০৮৬৩ থেকে ৪০৮৯২, এডিএসআর খড়গপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৭.১২.২০২৩ — **দখলের ধরণ : স্বত্ব দখলীকৃত**

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন **www.sbi.co.in** এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক **https://mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: **https://ibapi.in** দেখুন।

তারিখ : ১১.১১.২০২৩
স্থান : ইন্দা, পশ্চিম মেদিনীপুর

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / Central Bank of India

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, মামড়া বাজার
জেলা - বর্ধমান, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২০৬, ফোন : ৩৬৯৫৬ ২৪২০৬,
ই-মেল আইডি : cmdurgro@centralbank co in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১), সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২

নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ সালের সারফেসি আইন) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের সংস্থান অধীন ১৩(২) ধারা তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ঋণগ্রহীতাগণের উদ্দেশ্যে নোটিশ(গুলিতে) উল্লিখিত পরিমাণ সংশ্লিষ্ট নোটিশগুলি পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-এর উদ্দেশ্যে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত ২০০২ সালের আইনের ১৩(৪) ধারার সংস্থান অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্তদের নামে থাকা সম্পত্তি নিম্নোক্ত তারিখ মতে স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)কে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** নিম্নোক্ত উল্লিখিত মতে বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ (জামিনদত্ত সম্পত্তি) উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	এ/সি-র নাম ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং শাখার নাম	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ আদায় দাবি	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**১. শ্রীমতি আমিনা বিবি** স্বামী লিয়াকত আলি, বিশ্বনাথপুর, পো এবং থানা-লালগোলা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৪৮ **২. শ্রী লিয়াকত আলি,** পিতা হজরত, বিশ্বনাথপুর, পো এবং থানা-লালগোলা, জেলা-মুর্শিদাবাদ,পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৪৮ **৩. মহ সৈফুদ্দিন (জামিনদাতা),** পিতা হাজিএরফান আলি, গাবতলা, পো এবং থানা-লালগোলা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৪৮ **লালগোলা শাখা**	ক) ২২.০৫.২০২৩ খ) ০৬.১১.২০২৩ গ) ৩,৪০,৭২৬.৯০ টাকা (তিন লাখ চল্লিশ হাজার সাতশো ছাব্বিশ টাকা এবং নব্বই পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত	**সম্পত্তি আমিনা বিবি,** স্বামী লিয়াকত আলি, বিশ্বনাথপুর, পো এবং থানা- লালগোলা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৪৮, এলআর খতিয়ান নং ১৬৪/১, মৌজা- লালগোলা, থানা- লালগোলা, জেএল নং ৮০, আরএস প্লট নং ২৯৬২, এলআর প্লট নং ৪৪০১ টাইপ- বাড়ি। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন (বসবাসের ভবন) দলিল নং ১-২২৪৫/১২, ৮৭৮৪/২০০৭, অবস্থিত বিশ্বনাথপুর,পো এবং থানা - লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৪৮, এলআর খতিয়ান নং ১৬৪/১, মৌজা - লালগোলা, থানা- লালগোলা, জেএল নং ৮০, আরএস প্লট নং ২৯৬২, এলআর প্লট নং ৪৪০১, ধরণ-বাড়ি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : সড়ক, দক্ষিণে : আমিনা বিবি, পূর্বে : জাহিঙ্গির পশ্চিমে : নবাব আলি সমন্বিত।
২.	**১. অমিত কুমার দাস** পিতা অমরনাথ দাস, ফ্ল্যাট নং ৪এ, পঞ্চমতল, ভালবাসা অ্যাপার্টমেন্ট, ২৯ জয়চাঁদ রোড, পো-খাগড়া,বহরমপুর, পিন- ৭৪২১০৩, মুর্শিদাবাদ **২. শুভ্রা চক্রবর্তী (জামিনদাতা),** পিতা তাপস চক্রবর্তী, ফ্ল্যাট নং ৪এ, পঞ্চমতল, ভালবাসা অ্যাপার্টমেন্ট, ২৯ জয়চাঁদ রোড, পো-খাগড়া,বহরমপুর, পিন- ৭৪২১০৩, মুর্শিদাবাদ **বহরমপুর শাখা**	ক) ০৫.০৭.২০২৩ খ) ০৭.১১.২০২৩ গ) ১৩,৬৭,২৩৬.০০ টাকা (তেরো লাখ সাতষট্টি হাজার দুশো ছত্রিশ টাকা) টাকা পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত	**সম্পত্তি অমিত কুমার দাস,** পিতা অমর নাথ দাস, ফ্ল্যাট নং ৪এ, পঞ্চম তল, ভালবাসা অ্যাপার্টমেন্ট, ২৯ জয়চাঁদ রোড, পো-খাগড়া, বহরমপুর, পিন - ৭৪২১০৩, মুর্শিদাবাদ। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন (বসবাসের ভবন) ভালবাসা অ্যাপার্টমেন্ট,ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৫ম তল, বহরমপুর পুরসভা অধীন, ২৯, জয় চাঁদ রোড, পো-খাগড়া, থানা-বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০৩, মৌজা- খাগড়া জয়চাঁদ, প্লট নং আরএস ১৫৪ এবং এলআর ৭২৯, খতিয়ান নং আরএস ৪৯, এলআর ২০২, ৩৩৩, ৩৩৪৪, ৮১, ৩৬৮১৩৭, ৮১৩৮, জেএল নং ৯৫। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ভোলা দে এর ভবন, দক্ষিণে : অন্যান্যর জমি, পূর্বে : মৃগাঙ্ক ভবন, পশ্চিমে : পুর সড়ক সমন্বিত।

তারিখ - ১১.১১.২০২৩
স্থান - দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI — Relationship beyond banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অগ্রসাঁই স্ট্রিট ব্রাঞ্চ
জোনাল অফিস : হাওড়া, "ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বিল্ডিং", ৫, বি.টি.এম. সরণি (৫ম তল), কলকাতা - ৭০০ ০০১

রেফা নং : AGST/SARFAESI/22 23/1 — তারিখ : ২৮.০৭.২০২৩

হইতে,
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া :
অগ্রসাঁই স্ট্রিট ব্রাঞ্চ,
১ অগ্রসাঁই স্ট্রিট, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪

প্রতি :
শ্রী সায়ন সাহা পিতা শ্রী সিদ্ধার্থ সাহা
১৮ এসএন ব্যানার্জি লেন, পো. দমদম, নিমতা, উত্তর দমদম, উত্তর ২৪ পরগনা, কোল - ৭০০০৪৯

মহাশয়া/মহাশয়

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

আপনাদের অনুরোধক্রমে ব্যাঙ্ক **অগ্রসাঁই স্ট্রিট শাখা** কর্তৃক ঋণসুবিধাদি প্রদান করা হয়েছে **৩২,৩৩,০০০ টাকা**। আমরা প্রদত্ত ঋণসুবিধাদি, সময়ে সময়ে এবং বকেয়া পরিমাণ, সংশ্লিষ্ট তারিখের নোটিশ অনুযায়ী প্রকাশিত নিম্নমতে :-

প্রাপ্ত সুবিধাদি	গৃহীত ঋণ পরিমাণ	বকেয়া পরিমাণ
টার্ম লোন	৩২,৩৩,০০০ টাকা	৩৭,৩০,১২৫.৩৬ টাকা (৩০.০৪.২০২৩ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে বকেয়া) ৩০.০৪.২০২৩ থেকে ৯.৫৫ শতাংশ বার্ষিক হারে অধার্য পরবর্তী সুদ মাস অন্তর এবং সমুদয় অর্থাঙ্কের উপর ২.০০ শতাংশ বার্ষিক হারে জরিমানা সুদ

ব্যাঙ্ক কর্তৃক উক্ত ঋণ সুবিধাদি মঞ্জুর করা হয় নিম্নোক্ত সম্পদ/জামিন অধীনে :

জামিনের ধরন

প্রাথমিক : ফ্ল্যাট নং ৯, ৫ম তল, মৌজা - রাইগাছি, জেএল নং ১২, এলআর খতিয়ান নং ৮২৮/১, ৭৩৩/১, আরএস খতিয়ান নং ৪৫৩, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৬৫, থানা - রাজারহাট, কলকাতা - ৭০০১৩৫ রাজারহাট বিষ্ণুপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন।

৩. আপনারা ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্ট **নন পারফর্মিং অ্যাসেট শ্রেণিভুক্ত হয়েছে ২৮.০২.২০২৩** তারিখে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলি/পরিচালন নীতি অনুযায়ী।

৪. সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত কারণে আপনাদের নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে উক্ত আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে সংশ্লিষ্ট সম্পূর্ণ দায় ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া পরিমাণ **৩৭,৩০,১২৫.৩৬ (৩০.০৪.২০২৩ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে বকেয়া) এবং ৯.৫৫ শতাংশ বার্ষিক হারে পুঞ্জীভূত মাস অন্তর সুদ এবং সমুদয় শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক কৃত, এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে** সমুদয় বকেয়া পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত আদায় দিতে, ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আপনাদের সম্পূর্ণ ঝুঁকি, এবং ব্যয়ে এবং যাবতীয় অন্যান্য অবস্থা প্রেক্ষিতে উক্ত জামিনদত্ত সম্পদের বিনিময়ে বকেয়া আদায়ে উদ্যোগী হবে।

৫. ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া সমুদয় প্রযোজ্য সুদ,সমুদয় শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য আদায় দিতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এবং আপনারা আপনাদের জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে সমুদয় বকেয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে এবং বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি লিজ, বিক্রয়, হস্তান্তর ইত্যাদির মাধ্যমে হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা হয়েছে, তা প্রথমে আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচ এবং/অথবা আনুষঙ্গিক যেকোন খরচ এবং দ্বিতীয়ত উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ এবং অর্থের অবশিষ্টাংশ, যদি থাকে, ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ বকেয়া (ব্যাঙ্কের কাছে আপনার অন্য যে কোনও পাওনা সহ, ঋণগ্রহীতা বা গ্যারান্টার হিসাবে) সম্পূর্ণরূপে আদায় হয়ে যাওয়ার পরে, আপনাকে অর্থ প্রদান করা হবে।

৭. যদি উল্লিখিত বকেয়াগুলি সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত অর্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা না হয়, তাহলে আমরা ঋণ পুনরুদ্ধারের আগে আইনি/পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপগুলি দায়ের সহ আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার আমাদের অধিকার সংরক্ষণ করি। ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল/আদালত, আপনার কাছ থেকে আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ ইত্যাদির সাথে বকেয়া অবশিষ্ট পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য।

৮. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উপরোক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুযায়ী, এই নোটিশটি প্রাপ্তির পরে, আপনি বিক্রয়, ইজারা, লাইসেন্স, উপহারের মাধ্যমে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি হস্তান্তর বা কোনও দায়বদ্ধতা তৈরি করা থেকে বিরত থাকবেন বন্ধক বা অন্যথায়।

৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত আইনের ১৩ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

১০. উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে।

স্থান : অগ্রসাঁই স্ট্রিট শাখা
তারিখ : ২৮.০৭.২০২৩

স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI — Relationship beyond banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অগ্রসাঁই স্ট্রিট ব্রাঞ্চ
জোনাল অফিস : হাওড়া, "ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বিল্ডিং", ৫, বি.টি.এম. সরণি (৫ম তল), কলকাতা - ৭০০ ০০১

রেফা নং : AGST/SARFAESI/22 23/1 — তারিখ : ২৮.০৭.২০২৩

হইতে,
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া :
অগ্রসাঁই স্ট্রিট ব্রাঞ্চ,
১ অগ্রসাঁই স্ট্রিট, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪

প্রতি :
শ্রী ইন্দ্র বরাল পিতা গৌরাঙ্গ বরাল
শ্রীমতি কবিতা বরাল স্বামী ইন্দ্র বরাল
গ্রাম - জয়গাছি পো. এবং থানা - হাবরা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পব-৭৪৩২৬৩

মহাশয়া/মহাশয়

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

আপনাদের অনুরোধক্রমে ব্যাঙ্ক **অগ্রসাঁই স্ট্রিট শাখা** কর্তৃক ঋণসুবিধাদি প্রদান করা হয়েছে **১৫,৭৮,০০০ টাকা**। আমরা প্রদত্ত ঋণসুবিধাদি, সময়ে সময়ে এবং বকেয়া পরিমাণ, সংশ্লিষ্ট তারিখের নোটিশ অনুযায়ী প্রকাশিত নিম্নমতে :-

প্রাপ্ত সুবিধাদি	গৃহীত ঋণ পরিমাণ	বকেয়া পরিমাণ
টার্ম লোন	১৫,৭৮,০০০ টাকা	১৭,৯৮,৮২৯ টাকা (৩০.০৪.২০২৩ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে বকেয়া) ৩০.০৪.২০২৩ থেকে ৯.৩৫ শতাংশ বার্ষিক হারে অধার্য পরবর্তী সুদ মাস অন্তর এবং সমুদয় অর্থাঙ্কের উপর ২.০০ শতাংশ বার্ষিক হারে জরিমানা সুদ

ব্যাঙ্ক কর্তৃক উক্ত ঋণ সুবিধাদি মঞ্জুর করা হয় নিম্নোক্ত সম্পদ/জামিন অধীনে :

জামিনের ধরন

প্রাথমিক : ফ্ল্যাট নং ১জি, ১ম তল জি-৩ তলা বসবাসের ভবন "সুশীল ভবন" নামে অবস্থিত হোল্ডিং নং ২৮, পানসীলা গভ. কলোনি, ওয়ার্ড নং ১৯, থানা - খড়দহ, কোল - ৭০০১১২ পানিহাটি পুরসভা অধীন।

৩. আপনারা ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্ট **নন পারফর্মিং অ্যাসেট শ্রেণিভুক্ত হয়েছে ২৯.০১.২০২৩** তারিখে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলি/পরিচালন নীতি অনুযায়ী।

৪. সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত কারণে আমরা আপনাদের নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে উক্ত আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে সংশ্লিষ্ট সম্পূর্ণ দায় ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া পরিমাণ **১৭,৯৮,৮২৯ (৩০.০৪.২০২৩ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে বকেয়া) এবং পরবর্তী ৯.৩৫ শতাংশ বার্ষিক হারে পুঞ্জীভূত সুদ মাস অন্তর এবং সমুদয় শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক কৃত, এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে** সমুদয় বকেয়া পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত আদায় দিতে, ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অবসিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে আপনাদের সম্পূর্ণ ঝুঁকি,এবং ব্যয়ে এবং যাবতীয় অন্যান্য অবস্থা প্রেক্ষিতে উক্ত জামিনদত্ত সম্পদের বিনিময়ে বকেয়া আদায়ে উদ্যোগী হবে।

৫. ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া সমুদয় প্রযোজ্য সুদ,সমুদয় শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য আদায় দিতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এবং আপনারা আপনাদের জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে সমুদয় বকেয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে এবং বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি লিজ, বিক্রয়, হস্তান্তর ইত্যাদির মাধ্যমে হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা হয়েছে, তা প্রথমে আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচ এবং/অথবা আনুষঙ্গিক যেকোন খরচ এবং দ্বিতীয়ত উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ এবং অর্থের অবশিষ্টাংশ, যদি থাকে, ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ বকেয়া (ব্যাঙ্কের কাছে আপনার অন্য যে কোনও পাওনা সহ, ঋণগ্রহীতা বা গ্যারান্টার হিসাবে) সম্পূর্ণরূপে আদায় হয়ে যাওয়ার পরে, আপনাকে অর্থ প্রদান করা হবে।

৭. যদি উল্লিখিত বকেয়াগুলি সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত অর্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা না হয়, তাহলে আমরা ঋণ পুনরুদ্ধারের আগে আইনি/পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপগুলি দায়ের সহ আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার আমাদের অধিকার সংরক্ষণ করি। ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল/আদালত, আপনার কাছ থেকে আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ ইত্যাদির সাথে বকেয়া অবশিষ্ট পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য।

৮. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উপরোক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুযায়ী, এই নোটিশটি প্রাপ্তির পরে, আপনি বিক্রয়, ইজারা, লাইসেন্স, উপহারের মাধ্যমে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি হস্তান্তর বা কোনও দায়বদ্ধতা তৈরি করা থেকে বিরত থাকবেন বন্ধক বা অন্যথায়।

৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত আইনের ১৩ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

১০. উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে।

স্থান : অগ্রসাঁই স্ট্রিট শাখা
তারিখ : ২৮.০৭.২০২৩

স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সম্পাদকীয়

উত্তর ঔপনিবেশিক ভারতে দলিত নিগ্রহ এখনও বহমান

রাজস্থানে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য স্থান থেকে জল পান করার অপরাধে নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হল এক দলিতকে। এর পূর্বেও রাজস্থানের জনৈক এক বিদ্যালয়ে উচ্চবর্ণের জন্য সংরক্ষিত জলের পাত্র ছোঁয়ার অপরাধে এক ছাত্রকে সংহার করেন তথাকথিত উচ্চবর্ণের এক শিক্ষক। ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ সরকার নিজ সাম্রাজ্য সুরক্ষিত ও নিষ্কণ্টক করার উদ্দশ্যে ভারতে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করেছিল। তবে এক্ষেত্রে ভারতীয় রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার রীতিনীতি ও সংস্কার দায়ী ছিল। মধ্য ভারতের মধ্যপ্রদেশে মাহার নামে এক অস্পৃশ্য ও অনগ্রসর শ্রেণীর বসবাস ছিল। গান্ধীজি এদের হরিজন বলে সম্বোধন করতেন। এই অনগ্রসর শ্রেণী বর্ণ হিন্দুগণের দ্বারা নানাপ্রকার সামাজিক বৈষম্যের সম্মুখীন হত। তার মধ্যে অন্যতম ছিল, সর্বসাধারণের ব্যবহার্য জলাশয় বা কুপ থেকে পানীয় জল সংগ্রহে নিষেধাজ্ঞা। মাহার সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা ছিলেন ভীম রাও রামজি আম্বেদকর। সামাজিক বৈষম্যের প্রতিবাদে নিম্নবর্ণের হরিজনদের নিয়ে তিনি আন্দোলন শুরু করেন। তৎকালীন সময়ে নিম্নবর্ণের জনসাধারণের ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের ব্যবহৃত জলাশয় থেকে জল নেবার অধিকার ছিল না। এর প্রতিবাদে আম্বেদকর বোম্বের কোবালায় চৌদার জলাশয় থেকে বিখ্যাত ' মাহাদ মার্চ ' এর সূচনা করেন ১৯২৭ সালে। সেই সময়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মন্দির প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। আম্বেদকরের আহ্বানে মাহার সম্প্রদায়ের জনগণ আন্দোলনে দলে দলে সামিল হয়ে মন্দিরের জলাশয় থেকে জলপান করেন। ফলে পুরোহিতগন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে নাসিকের কলারাম মন্দিরে একই ঘটনা ঘটে আম্বেদকরের নেতৃত্বে এবং প্রায় মাসখানেক ধরে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেন সত্যাগ্রহীগণ মন্দিরের সামনে। আন্দোলনের তীব্রতা ও দলিতদের সঙ্গে বর্নহিন্দুদের সংঘর্ষের ফলে উত্তেজনা চরমে ওঠে এবং এই সংবাদ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ায় প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকার Temple entry bill 1933 এ পাশ করলে বর্নহিন্দুরা জয়যুক্ত হয়। দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে ভারতবর্ষ কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ করল। ভারত সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারি ভারতের সংবিধান কার্যকরী হয়। সংবিধানে জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও স্বাধীনতা পরবর্তী বর্তমান ভারতে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও জাতপাতের বেড়াজালের বৈষম্য এখনো তীব্র। সংবিধানের ১৫ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, এই দেশ ধর্ম-জাতি-লিঙ্গ-জন্মস্থান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কোন নাগরিকের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। এমনকি কোন প্রকাশ্য স্থানে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য এলাকায় ভেদাভেদ বাঞ্ছনীয় নয়। অথচ, সংবিধানের মূলধারাকে অবজ্ঞা ও অমান্য করে অচ্ছুত, অস্পৃশ্যতার বেড়াজালে বিদ্ধ হয়ে আমরা উচ্চবর্গ এবং নিম্নবর্গ এই ধারণা পোষণ করি। স্বাধীনতা উত্তর ভারতে একবিংশ শতকে রাজস্থানে দলিতের প্রতি আক্রমণ আরও একবার আমাদের বোধগম্য করিয়ে দিল যে, ব্রাহ্মণ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত ঔপনিবেশিক ভারতে যে ভাবে তারা পদদলিত হত, উত্তর ঔপনিবেশিক ভারতে সেই ধারা এখনো বহমান।

শাশ্বত বাণী

জীব এবং ঈশ্বর

এই জগতে একজন ঈশ্বর আছেন। ইহা সত্য নয় যে, এই জগৎ স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে এবং তোমার বা আমার সাহায্যের অপেক্ষায় রহিয়াছে। ঈশ্বর জগতে সর্বদাই বর্তমান। তিনি অবিনাশী, নিয়ত-ক্রিয়াশীল, তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। যখন সমগ্র জগৎ নিদ্রা যায়, তখনও তিনি জাগিয়া থাকেন। তিনি অবিরত কাজ করিতেছেন। জগতে যাহা কিছু পরিবর্তন ও বিকাশ দেখা যায়,সবই তাঁহার কাজ। শত শত যুক্তি দ্বারা ধর্ম ও ঈশ্বর কে প্রমাণ করা যায় না। যুক্তিবলে ধর্ম ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্ভব বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে, কিন্তু ওইখানেই শেষ। সত্যকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে হইবে,আর ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতে গেলে অনুভূতি আবশ্যক। ঈশ্বর আছেন, এইটি নিশ্চয় করিয়া বুঝিতে হইলে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে হইবে। সাক্ষাৎ উপলব্ধি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে আমাদের নিকট ধর্মের সত্যতা প্রমাণিত হইতে পারে না।

— স্বামী বিবেকানন্দ

জন্মদিন

আজকের দিন

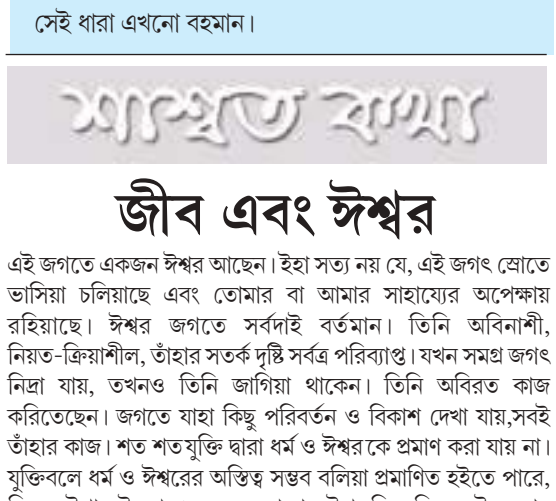

জে বি কৃপালিনী

১৮৮৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জে বি কৃপালিনীর জন্মদিন।*
১৮৮৮ *বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আবুল কলাম আজাদের জন্মদিন।*
১৯৮৪ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রবীন উত্থাপার জন্মদিন।*

রবির বেলা: মাধুরীলতা

তন্ময় কবিরাজ

মাধুরীলতা। রবীন্দ্রনাথের বড়ো মেয়ে। জন্ম ১৮৮৬। বাবার আদরের বেলা। বাবা রবীন্দ্রনাথ তখন সদ্য পঁচিশের গন্ডি অতিক্রম করেছে। বন্ধু শিশিরচন্দ্র মজুমদারকে বলেছিলেন, কালকে মেয়ের নাম দিলাম মাধুরীলতা। ছেলে রথীর মত রবির বেলাও বিরল প্রতিভার অধিকারিণী। ছেলে মেয়ে দুজনই বাবার পরম অনুগত। ইন্দিরা দেবী লিখেছিলেন,'রবি কাকার সব ছেলে মেয়েদের মধ্যে কেবল বেলাই তার সৌন্দর্য্য পেয়েছে।' বেলা খুব মিষ্টি ও দয়ালু স্বভাবের। ছিন্নপত্রাবলীতে রবীন্দ্রনাথ সেকথার উল্লেখ করেছেন, 'খোকা (রথীন্দ্রনাথ) সেদিন একটি পিপড়ে মারতে যাচ্ছিল দেখে বেলা নিষেধ করার কতো চেষ্টা করলো.... আমার ছোটবেলায় ঠিক এরকম ভাব ছিল।' বাবা মেয়ের সুখের সম্পর্কের ভাবের বিনিময় ঘটেছে চিঠিতে। চার বছর বয়স থেকেই চিঠি লিখছে বাবাকে। বাবার সব আদেশ পালন করত। 'যেতে নাহি দেবো'তে লেখা আছে, 'কন্যা মোর চারি বছরের।' কাবুলিওয়ালা' গল্পের মিনি আসলে বেলার প্রতিচ্ছবি। হেমন্তবালা দেবীকে কবি লিখছেন, 'কাবুলিওয়ালা গল্পের মিনি আমার বড়ো মেয়ের আদর্শে রচিত।'

বেলার পড়াশোনা নিয়ে বাবার চিন্তার শেষ ছিল না। মেয়ের পাশে জেগে থাকতেন সাড়া রাত। দার্জিলিংয়ের বাড়িতে রাতে দুধ গরম করে খাওয়াতেন বেলাকে। ছোটো বেলায় মায়ের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াত। মায়ের প্রতি টান ছিল খুব। জ্ঞানদাদি তাদের ভালো পরিচর্যার জন্য পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে নিয়ে আসেন। ২৫ জুলাই, ১৮৮৭বেলার মুখে ভাত। খরচ হয়েছিল ৩৭১ টাকা। বাবা মেয়ের উদ্দেশ্যে লেখেন, 'ওহে নবীন অতিথি, তুমি নতুন কি তুমি চিরন্তন'। বাবা হিসাবে তিনি মেয়েকে সব থেকে ভালো জিনিসটাই দিতেন। বেলা বাবা রবীন্দ্রনাথের কাছে যেমন আদরের, তেমনিই মায়াবী। তাই মেয়ের ক্ষেত্রে তিনি কোনো কার্পন্য করতেন না। লন্ডনে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ স্কট আদর্শে অনুপ্রাণিত হন তাই বেলাকে সেই ভাবেই বড়ো করতে চেয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়ির স্কুলে বেলা পড়ত। ১৫ জন ছিল তখন। বাড়িতে পড়াতে আসতেন মিস পাসনস, লরেন্স, অ্যালজিরোর। পরে জমিদারির কাজে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে চলে আসেন। বেলা শিলাইদহের স্কুলে পড়াশোনা শুরু করে। পড়াশোনায় যেমন ভাল ছিল বেলা, তেমনি দুষ্টুমিতেও কম যেত না। মাষ্টারমশাই বেশি বোকাঝোকা করল মায়ের কাছ থেকে পান এনে খুশি করতেন মাষ্টারমশাইকে। ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭ সালে বাবাকে লেখা চিঠিতে বেলা লিখেছে, কবে আসবে কলকাতায়? মিশ লিনকন আর পড়বেন না শরীর খারাপ। তবে শিলাইদহে রথীন্দ্রনাথের কাছে স্বাধীনতার প্রতিশব্দ হলেও বেলা ও তার মায়ের কাছে ছিল যন্ত্রণার। শিলাইদহে নির্জনতা তাদের ভাল লাগত না। তাই মা মৃণালিনী দেবীও মনস্থির করেছিলেন, বেলার বিয়ে হলে হয়ত এই নির্জনতা থেকে মুক্তি মিলবে।

রথীর মত ভাল হাতের কাজ জানত মাধুরীলতা। সেলাই জানত, ইংরেজিতে কবিতা লিখত। গল্পের বই পড়ার শখ ছিল। প্রশান্তচন্দ্র মহালনবীশ তাই বেলার মৃত্যুর পর লিখেছিলেন, 'ওর ক্ষমতা ছিল কিন্তু লিখত না।' বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তার লেখা, যেমন সবুজপত্র, ভারতী পত্রিকায়। তার গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোত্ত সুরো, সৎপাত্র, মামা ভাগ্নে। সাহিত্যের প্রতি বেলার অনুরাগ ছিল গভীর। কিন্তু দাদা বৌদির মত কাব্য প্রতিভার বিকাশের চেস্টা করেননি সেভাবে। শখের জন্য যেটুকু করা দরকার, সেটুকু করেই নিজেকে খুশি রাখার চেষ্টা করছে বেলা। ভাই রথীন্দ্রনাথের ১২তম জন্মদিনে ইংরেজি কবিতা উপহার দিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল, 'থিন হার্ট মাস্ট বি/অ্যাস পিউর অ্যাস দা লিলি দ্যাট।' বিয়ের পরেও সাহিত্যকে ভুলে যায়নি। তখন সাহিত্যকে সামাজিক সংস্কারে ব্যবহার করেছেন। শরতকে বিয়ে করে যখন পাকাপাকি ভাবে বিহারের মোজফরপুরে থাকতে শুরু করলেন তখন আলাপ হয় প্রখ্যাত লেখিকা অনুরূপা দেবির সঙ্গে। কিছুদিনের মধ্যেই দুজনের গভীর বন্ধুত্ব হয়। তারা চালু করে লেডিজ কমিটি। পরে সেখানে মেয়েদের জন্য স্থাপন করেন চ্যাপম্যান বলিকা বিদ্যালয়। মেয়েদের স্কুলে আসতে উৎসাহী করতে বেলা বাড়িবাড়ি ঘুরত। বলা বাহুল্য, সময় যখন তাকে যেখানে নিয়ে গেছে বেলা নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। কখন প্রতিবাদ করেনি। রবীন্দ্রনাথের নারী চরিত্রদের জটিল অভিমানের জীবন্ত ছায়াছবি তাঁর বেলাই। বাবার অনুগত বেলা। ২৯মে, ১৮৯৯সালে, বেলা তাঁর বাবাকে লেখা চিঠিতে লিখছেন, 'আমি রথীকে ক্ষীর খাইয়েছি আর বোম্বাই আম। কিন্তু রথী আমার কথা শোনে না...।'

বন্ধুর মেয়ের বিয়ের কথা শুনে বিচলিত বাবা রবীন্দ্রনাথ। শিশিরচন্দ্রকে বলেন, 'আমার মেয়েও বড়ো হয়ে গেল।' প্রিয়নাথ সেন শরতের সঙ্গে বিয়ের সমন্ধ আনেন। শরত বেলার থেকে ষোলো বছরের বড়ো। প্রিয়নাথ প্রথমে বিয়ের কথা শরতের মা আর বড়দা অবিনাশকে বলেন। বিয়ে দিতে গিয়ে কবিকে আর্থিক সমস্যায় পড়তে হয়। পাত্রপক্ষ কুড়ি হাজার টাকা দাবি করে। শেষে দশ হাজারে থামে। রবীন্দ্রনাথ অনেকবার অনুরোধ করেন প্রিয়নাথকে। শরত বলে, 'সে শুধু নিজের সুখ চায় না।' ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে পনের টাকা দিতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। অভিযোগ ওঠে, ভুল পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে। দেবেন্দ্রনাথ রেগে গিয়েছিলেন। তিনি আশির্বাদস্বরূপ যা দিয়েছিলেন তা যৌতুকের থেকে অনেক বেশি। বিয়েতে তাই অনেকেই আসেনি। যদিও কবি লিখেছিলেন, 'এমন সম্পূর্ন নির্ভরযোগ্য জামাই তুমি হাজার খুঁজলেও পেতে না।' কবি শরতের মধ্যে কি এমন দেখেছিলেন যে পরিবারের অমতে গিয়ে বিয়ে দিতে হল? তবে সম্ভাব্য কারণ হিসাবে, কবি একজন ভাল শিক্ষিত ছেলে চাইছিলেন যাকে তিনি তাঁর মনের মত করে গড়ে নিতে পারেন এবং অবশ্যই বেলাকে ভালোবাসবে। শরত মেধাবী। দর্শনে গ্রাজুয়েট। কেশব সেন স্বর্নপদক লাভ করে। বেলা শরতের সম্পর্ক প্রথমদিকে ভালই ছিল। বিহারে আইন ব্যবসা করত শরত। বিয়ের আগে ব্রহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ১৫ই জুন, ১৯০১সালে বিয়ে হয়। ইন্দিরা দেবী লিখেছিলেন, 'বেলাকে যখন দেখতে আসে রবিকাকার লালবাড়ির বারান্দায় আমরা খড়খড়ি তুলে দেখেছিলাম।'

রবীন্দ্রনাথ শরৎকে বিলেত পাঠান। মাসে ১৫০ টাকা করে দিতেন। স্বামীর বন্ধুরা এলে রান্না করত বেলা। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, বেলা দিনের শেষে কুমারসম্ভব শোনাবে। কবিও যেতেন বিহারে মেয়েকে আনতে। বিহারের মুখার্জি সম্মেলনে কবিকে সম্মানিত করা হয়। শরত যখন বিলেতে, রবীন্দ্রনাথ বেলাকে নিজের কাছে রেখেছিলেন। বেলা তখন শান্তিনিকেতনে বাচ্ছাদের পড়াতো। বিহারে শরতের ব্যবসা ভালো যাচ্ছিল না। তাই রবীন্দ্রনাথ তাদের কলকাতায় থাকার ব্যবস্থা করে দেন। বিলেত থেকে ফিরে শরত ও বেলা আর ঠাকুরবাড়ি যায়নি। কারন ছোটো বোন মীরা সপরিবারে তখন সেখানে বাস করছে। ছোটবোন আর তার স্বামীর ব্যবহারে অখুশি ছিল বেলা ও শরত। বেলা মনে করতো, মীরার খারাপ ব্যবহারে বাবার সমর্থন আছে। রবীন্দ্রনাথ বুঝতেন সে অভিমান। তাই লিখেছিলেন, 'কিছুদিন থেকে অনুভব করতে পারছি যে তোমরা কোনও কারনে আমার উপরে রাগ করেছো।' কিন্তু তিনি মেয়ের রাগ ভাঙাতে ব্যর্থ। অভিমান এতো গভীর যে, নোবেল পাবার পর সবাই শুভেচ্ছা জানাতে এলেও বেলা ও শরত আসেনি। কলকাতার এন্টালিতে থাকতে শুরু করে। পরে শরত শ্রীরামপুরে পৈতৃক বাড়িতে চলে যায়। তখন তার অবস্থা ঘুরতে শুরু করেছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কথায় জানা যায়, পরিবারের সবার সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক হলেও বাবার সঙ্গে বেলার সম্পর্ক আর ঠিক হয়নি।

১৯১৭ সালে যক্ষ্মা ধরা পড়ল বেলার। শরত সে সময় পাশে ছিল না। মেয়ের পাশে থেকে সব কাজ করতেন বাবা। গান শোনাতেন, কবিতা আবৃত্তি করতেন। মীরা দেবীকে লিখেছিলেন, 'বেলা আজ ভাল আছে...। কবিরাজ গনানাথ সেন বলেছেন, চিন্তা না করতে।' চেষ্টা করেও বাবা বাঁচাতে পারেনি তার প্রিয় বেলাকে। চোখের সামনে দেখেছে মেয়ের মৃত্যু। সাল ১৬ মে, ১৯১৮, মাত্র ৩১ বছর বয়সে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে মাধুরীলতা বৃত্তি চালু করেন। পলাতক গ্রন্থে প্রিয় বেলাকে নিয়ে কবি লিখেছিলেন —

'তবু রাখি বলে/বলো না সে নেই
সে কথাটাই মিথ্যা তাই।'

বেলডাঙা বেনিয়াপাড়া এলাকার আবেগ বুড়িমাতা

সুখময় সাহা

মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা শহরে বেনিয়াপাড়ায় 'বুড়িমাতা' মন্দিরের অবস্থান। ইতিহাস প্রায় দু'শ থেকে আড়াই'শ বছরের পুরনো। জনশ্রুতি, ত্রৈলোক্য পাল ও তার স্ত্রী ভগবতীদেবী ছিলেন এই বেনিয়াপাড়ার বাসিন্দা। তারা ছিলেন ধর্মপ্রাণ, ঈশ্বরের প্রতি ছিল অগাধ বিশ্বাস, ভক্তি, নিষ্ঠা। ত্রৈলোক্য পাল পশমের ব্যবসা করতেন, পশমের সেই সমস্ত সামগ্রী নিয়ে গঙ্গা পার হয়ে আলুগ্রাম, ভরতপুর অঞ্চলে বিক্রির জন্য যেতেন। একদিন বাড়ি ফেরার পথে আলুগ্রামের জনশূন্য মাঠে তার সঙ্গ নেয় একটি ১০-১২ বৎসরের কিশোরী। ত্রৈলোক্য পাল কৌতূহলী হয়ে তার নাম, ঠিকানা, কোথায় সে যাবে ইত্যাদি জানতে চান। তখন জানতে পারেন মেয়েটির নাম 'বুড়ি', এই ভব সংসারে তার কেউ নেই এবং সে ত্রৈলোক্যের সাথে যাওয়ার ইচ্ছেও প্রকাশ করে। ত্রৈলোক্যে বেশ চিন্তায় পড়ে যান, দুজনের অনেক বাক্যালাপের পর ত্রৈলোক্যে ঠিক করলেন তাকে বাড়ি নিয়ে আসবেন এবং মেয়ের মতন রাখবেন। এরপর বুড়িকে সঙ্গে নিয়ে ত্রৈলোক্য হাঁটতে থাকেন। কিছুদুর আসার পর ত্রৈলোক্যে লক্ষ্য করলেন মেয়েটি তার সঙ্গে নেই। খোঁজাখুঁজির পর তাকে দেখতে না পেয়ে দুশ্চিন্তা নিয়ে গঙ্গা পার হয়ে বাড়ি ফিরলেন। রাত্রে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখলেন ঐ 'বুড়ি' নামের মেয়েটি স্বয়ং 'কালী মাতা' এবং তিনি ত্রৈলোক্যের মেয়ে হয়ে বাড়ির নিকটস্থ ক্ষ্যাপাকালীর গাছে অধিষ্ঠিতা হয়েছেন, ত্রৈলোক্যকে স্বপ্নাদেশ দিলেন তাঁকে নিত্যপূজা করতে হবে। প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করে ক্ষ্যাপাকালীর পূজারী কমললোচন চট্টোপাধ্যায়কে সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দিলেন। সব শুনে কমললোচন বললেন- তোমার মেয়ের নিত্যপূজার দায়িত্ব আমি নিলাম, কিন্তু মূর্তিপুজো আমি করতে পারব না, এ বড় কঠিন কাজ। তখন অনেক পুরোহিত ও পন্ডিতের সাথে আলোচনার মধ্য দিয়ে এবং একজন পুরোহিত এই পূজা সম্পাদনা করার গুরু দায়িত্ব নিলে স্থির হয় আগামী দীপান্বিতার রাত্রে মা মৃন্ময়ী রূপে পূজিতা হবেন। সেই থেকেই দীপান্বিতার রাত্রে শুরু হয় মায়ের মৃন্ময়ী মূর্তির পুজো। আগে পশু বলি প্রথা চালু থাকলেও এখন পুজো কমিটির সিদ্ধান্তে তা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। দূরদূরান্ত থেকে ভক্তবৃন্দরা মায়ের পুজো দিতে আসেন। ভক্তি ভরে ডাকলে মা সন্তানদের সকল মনস্কামনা পূর্ণ করেন এমন বিশ্বাস মানুষের মনে রয়েছে। দীপান্বিতা কালীপুজোর দিন অন্য ধর্মাবলম্বীদেরও মায়ের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য প্রদান করতে দেখা যায়। এখানে মান্-সিক পুজো দেওয়ার রীতি চলে আসছে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে। বিশেষ তিথিগুলি বাদ দিয়ে বছরে ১১৫ থেকে ১২০ দিন মান্-সিক পুজোর দিন ধার্য থাকে। পুজো বুকিং করার জন্য প্রতিবছর একই নিয়মে জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় দিন থেকে কুড়ি তারিখ পর্যন্ত ফর্ম দেওয়া হয় এবং তা জমা নেওয়া হয়। যে সংখ্যক ফর্ম জমা পড়ে তা সারা বছরের পুজোর দিন সংখ্যার থেকে অনেক বেশি। তাই 'বুড়ি মাতা মন্দির কমিটি'র পক্ষ থেকে প্রতিবছর ২৩শে জানুয়ারি লটারির আয়োজন করে থাকে, লটারিতে ওঠা নম্বর ধরে ভক্তবৃন্দদের জানুয়ারির ২৬ তারিখ মন্দির প্রাঙ্গণে ডাকা হয় এবং কে কোন দিন কে পুজোর দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন তা নির্ধারণ করা হয়। দায়িত্বভার যিনি নেবেন সেদিনের পুজোর ব্যয়ভার তাকেই বহন করতে হয়। কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে দীপান্বিতার দিন থেকে প্রথম পুজো শুরু হয় এবং রথযাত্রা পর্যন্ত তা নিয়মিত চলতে থাকে। পুজোর দিনই মন্দির প্রাঙ্গণে মাটির প্রতিমা গড়ে বেদিতে অধিষ্ঠান করানো হয়, সন্ধ্যা থেকে পুজো আরম্ভ হয় এবং মধ্যরাত্রের মধ্যে তা সমাপ্ত হয়। পরের দিন শহর পরিক্রমা করে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয় নির্দিষ্ট পুকুরে। অন্যদিকে মন্দির প্রাঙ্গনে শুরু হয়ে যায় সেই দিনের প্রতিমা গড়া সহ পুজোর প্রস্তুতি।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই nicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ১১ নভেম্বর ২০২৩ ২৪ কার্তিক ১৪৩০ শনিবার

বায়ুদূষণ নিয়ে কেজরিকে বিঁধলেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বায়ুদূষণ সাংঘাতিক এক আকার ধারণ করেছে দিল্লিতে। কলকাতাও পিছিয়ে নেই। সম্প্রতি এই বায়ুদূষণ নিয়ে যে সমীক্ষা চালানো হয়েছে তাতে কলকাতা রয়েছে তৃতীয় স্থানে। এদিকে সামনে কালীপুজো। বাজির ধোঁয়ায় দূষণের মাত্রা আরও বাড়বে এটাই স্বাভাবিক। এদিকে দিল্লির বায়ুদূষণ কমাতে এক বিশেষ পদক্ষেপ করছে আমআদমি সরকার। দূষণ কমাতে নামানো হবে কৃত্রিম বৃষ্টি এমনটাই জানানো হয়েছে কেজরিওয়াল সরকারের তরফ থেকে। আর তা নাকি করা হবে কালীপুজোর ঠিক পরেই। আর এই ইস্যুতে কেজরিকে বিঁধতে ছাড়লেন না কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

এদিন ফিরহাদ বলেন, 'বায়ুদূষণে দিল্লি এক নম্বর। কলকাতা তিন নম্বরে ছিল। সেই সময় গাছে জল দেওয়ার জন্য স্প্রিংলার মেশিন নামানো হয়েছে। বায়ুদূষণ কীভাবে বন্ধ করা যায় সব কাজ করেছি। যথেষ্ট পরিমাণ গাছ লাগানো হয়েছে। এখন কলকাতার স্থান সম্ভবত কুড়ি বা তেইশে রয়েছে। এই

কাজ চলবে যতক্ষণ না বৃষ্টি আসে। চল্লিশটি স্প্রিংলার কাজ করবে।' সঙ্গে এও জানান, 'ওই কৃত্রিম বৃষ্টি দিয়ে কিছু হবে না। ওগুলি পাবলিসিটির জন্য লাগে। আর কোনও কাজে লাগে না। টিভিতে শুনতে, টিভিতে দেখতে খুবই ভালো লাগে। কিন্তু বাস্তবে কোনও সুবিধা নেই। দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে গাছ লাগাতে হবে।'

উল্লেখ্য, দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী গোপাল রাই কৃত্রিম বৃষ্টি নিয়ে সম্প্রতি বৈঠকও করেছেন আইআইটি কানপুরের সঙ্গে। গত ৫ বছর ধরে কাজ করে চলেছে আইআইটি কানপুর। গত জুলাই মাসে কৃত্রিম বৃষ্টি নামানোর পরীক্ষাও সফল হয়েছে বলে সংস্থার দাবি। এবার দূষণে জর্জরিত দিল্লি ও সংলগ্ন এনসিআর অঞ্চলে কৃত্রিম বৃষ্টি নামাতে উদ্যত হয়েছে সংস্থা।

রাজ্যপালের কছে পদত্যাগপত্র পাঠালেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যপালের কাছে পদত্যাগ পত্র পাঠালেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল। সূত্রে খবর, রাজ্যপালকে মেল করে নিজের পদত্যাগের কথা জানিয়েছেন সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সেখানেই তিনি তাঁর পদ থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। তবে কী কারণে আচমকা এই পদত্যাগ তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। প্রসঙ্গত, বর্তমান সরকাররে আমলে এই নিয়ে পরপর তিনবার বদল হয়েছে অ্যাডভোকেট জেনারেল। তালিকায় জয়ন্ত মিত্র থেকে শুরু করে কিশোর দত্ত, গোপাল মুখোপাধ্যায়। সম্প্রতি পদত্যাগ করেছিলেন গোপালবাবু। এবার সৌমেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এদিকে আবার এই মেলে সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু লেখা নেই বলেই জানা যাচ্ছে।

পানিহাটির তেজপাল নগরে বোমা বিস্ফোরণে হাত উড়ল যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: খড়দা থানার পানিহাটি পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের সুকচরের তেজপাল নগরে শুক্রবার সকালে বোমা বিস্ফোরণে হাত উড়ল এক যুবকের। বিস্ফোরণে গুরুতর জখম ২২ বছরের জিতেন্দ্র গুপ্তা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পড়শি সুমনা চক্রবর্তী জানান, এদিন সকাল ৯-১০ নাগাদ বোমার বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। চারদিক কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গিয়েছিল। বাইরে বেরিয়ে দেখলাম রক্তাক্ত অবস্থায় যুবককে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। দু'তিনমাস আগে উত্তরপ্রদেশ থেকে এখানে এসেছে আহত যুবক। ওর বাবা-কাকা গুটকা বিক্রি করেন। সুমনা দেবী আরও বলেন, কোথায় বোমা ছিল এবং কিভাবে ফাটল, তা তিনি জানেন না। তবে ঘিঞ্জি তেজপাল নগরে বোমা বিস্ফোরণে আতঙ্কিত এলাকাবাসী। আহতের আত্মীয়া বেবী সাউ জানান, জিতেন্দ্র উত্তরপ্রদেশে দেশের বাড়িতে চাষবাস করত। গণেশ পুজোর আগে জিতেন্দ্র এখানে এসেছে। ছট পুজোর জন্য ঘরবাড়ি পরিষ্কার ও রং করার কাজ চলছে। ফেলে দেওয়ার জন্য কিছু জিনিসপত্র ব্যাগ ভর্তি করে বাইরে জানলার শেডের ওপর চার-পাঁচদিন ধরে রাখা ছিল। লোহা-লক্কর ক্রেতার কাছে বিক্রি করার জন্য জানলার শেডের ওপর থেকে জিতেন্দ্র ব্যাগ টানতেই বিকট শব্দে বোমা ফাটে। বিস্ফোরনে ওর ডান হাত উড়ে গিয়েছে। এদিকে গুরুতর জখম জিতেন্দ্রকে প্রথমে খড়দার বলরাম পন্ডিত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে ওকে কলকাতার আরজিকর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। কিন্তু ঘরের বাইরে ওই ব্যাগের মধ্যে কিভাবে বোমা এল, তা নিয়ে যথেষ্ট ধোঁয়াশায় আহত যুবকের পরিবার ও পড়শিরা। ঘিঞ্জি তেজপাল নগরে বিস্ফোরণের কারণ খতিয়ে দেখছে খড়দা থানার পুলিশ। খড়দা শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দিব্যেন্দু চৌধুরী বলেন, ঘটনাস্থল থেকে তার বাড়ির দূরত্ব মাত্র ১০০ মিটার। তেজপাল খুব শান্তপ্রিয় এলাকা। কিন্তু কিভাবে এখানে বিস্ফোরণ ঘটল, তা বলা মুশকিল। বিস্ফোরণে এক যুবকের হাত উড়ে গেছে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, প্লট নং ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-III, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫-৯৭১৮

পরিশিষ্ট - IV {রুল ৮(১)}
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিরট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার নাম এবং ঠিকানা/শাখা	ক. দাবি নোটিশের তারিখ খ. দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রীমতি সোমা জানা স্বামী বাসুদেব জানা, ফ্ল্যাট নং এইচ, ৩য় তলে (পাবনি অ্যাপার্টমেন্ট), প্রেমিসেস নং ৬২, কেন্দুয়া মেন রোড, থানা-যাদবপুর, ওয়ার্ড নং ১০১, কলকাতা - ৭০০০৮৪ এবং সহ -ঋণগ্রহীতা : শ্রী বাসুদেব জানা, পিতা হরিপদ জানা,ফ্ল্যাট নং এইচ, ৩য়তলে (পাবনি অ্যাপার্টমেন্ট) প্রেমিসেস নং ৬২, কেন্দুয়া মেন রোড, থানা-যাদবপুর, ওয়ার্ড নং ১০১, কলকাতা - ৭০০০৮৪, (এ/সি নং ৫০৪২৩৯০০৭০৩), বন্ধকদাতা : শ্রীমতি সোমা জানা, শ্রী বাসুদেব জানা, **শাখা : সাউদার্ন এভিনিউ**	ক. ০৩.১১.২০২২ খ. ০৭.১১.২০২৩	**২২,৭৬,১৫১.৯৩ টাকা** (বাইশ লাখ ছিয়াত্তর হাজার একশো একান্ন টাকা এবং তিরানব্বই পয়সা) টাকা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এইচ, দুই বেড রুম, এক কিচেন, এক ডাইনিং রুং, এক টয়লেট এবং এক বারান্দা সমন্বিত পরিমাণ বিল্ট আপ এরিয়া ৫০.১৪ বর্গ মিটার, সমপরিমাণ ৫৩৯ বর্গ ফুট কমবেশি ৩য়তলে,উত্তর-পশ্চিম দক্ষিণ দিকে ভবনের সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির ১/১০ তম অংশ অবিভক্ত সম্পত্তির জমি এবং তদস্থিত ভবনের যাতায়াতের সাধারণ চলার পথ, সিঁড়ি, ছাদ এবং অন্যান্য সুবিধাদি এবং ঢাকা গ্যারাজ স্পেস পরিমাণ ১৭৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া উত্তর-পূর্ব দিকে একতলায় জি-৩ তলা পবনী অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে প্রেমিসেস নং ৬২, কেন্দুয়া মেন রোড, থানা- যাদবপুর, এবং ডাক ঠিকানা ২৯/২৯, কেন্দুয়া মেন রোড, থানা-যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৪৮, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১০১, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৫-২০১৮, পৃষ্ঠা ৭৯১ থেকে ৮২৬, দলিল নং ১৬০৫০৮০১৩-২০১৭ সালের, অনুযায়ী শ্রীমতি সোমা জানা এবং শ্রী বাসুদেব জানার নামে। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১২ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, **দক্ষিণে :** দাগ নং ৯১৬, ৯১৭ এবং ৮৭৭ জমি, **পূর্বে :** ১২ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক, **পশ্চিমে :** দাগ নং ৯১৮ জমি সমন্বিত।
২.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি প্রীতিলতা ঘোষ,** পিতা অজিত কুমার ঘোষ, সাকিন ৩/২৪৭/এ/৮ ডা. বি সি রায় সরণি, মোড়পুকুর, রিষড়া, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২২৫০ (এ/সি -৫০৪২৫৮৩৭৯২১), **শাখা : পাইকপাড়া**	ক. ১৭.০৮.২০২৩ খ. ০৮.১১.২০২৩	**২০,৮৮,৪৪১.০০ টাকা** (কুড়ি লাখ অষ্টআশি হাজার চারশো একচল্লিশ টাকা) টাকা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট মার্বেল মেঝে সমন্বিত নং ৫০৩ ষষ্ঠতলে পরিমাণ ৮৭০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত জি-৫ ভবনে জমির পরিমাণ ০৪ কাঠা কমবেশি আরএস দাগ নং ১৮১০, খতিয়ান নং ৩৪৩৩, আরএস নং ১৭৫৭, তৌজি নং ৩৯৮৯, এলআর দাগ নং ১২৫১২, এলআর খতিয়ান নং ৫, ৩৪৯, ৯৯৯, ৩৩০২ এবং ৪৮৮৮, অবস্থিত মৌজা- রিষড়া, জেএল নং ২৭, পুর হোল্ডিং নং ৩/২১৬/এ/১২, ডা. বি সি রায় লেন, পো-মোড়পুকুর, থানা-রিষড়া, জেলা-হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২২৫০ রিষড়া পুরসভা অধীন। প্রেমিসেস চৌহদ্দি : উত্তরে : মেসার্স জয়শ্রী টেক্সটাইল, দক্ষিণে : পুর সড়ক, পূর্বে : স্বপন বারুই এর ভবন, পশ্চিমে : হরি সভা সমন্বিত। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** খোলা জায়গা, **দক্ষিণে :** ফ্ল্যাট নং ৫০২, **পূর্বে :** ফ্ল্যাট নং ৫০৪, **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা সমন্বিত।
৩.	ঋণগ্রহীতা : শ্রী স্নেহাশিস সোম, পিতা শ্রী তাপস সোম, সাকিন-নতুন পাড়া চন্দননগর, হুগলি-৭১২১৩৬, আরও ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং সি, ২য়তল, জ্যোৎস্না কমপ্লেক্স, মানকুন্ডু স্টেশন রোড, পো এবং থানা-চন্দননগর, জেলা-হুগলি- ৭১২১৩৬, (এ/সি- ৫০৪৪৩৩৯৯৫৯৭), **শাখা : পাইকপাড়া**	ক. ১৭.০৮.২০২৩ খ. ০৮.১১.২০২৩	**১৭,৮১,৫৯১.০০ টাকা** (সতের লাখ একাশি হাজার পাঁচশো একানব্বই টাকা) টাকা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ২০৩, তৃতীয় তলে উত্তর-পশ্চিম মুখী ভবনের অবস্থিত পরিমাণ আনুমানিক ৫৫৮ বর্গফুট (বিল্ট আপ এরিয়া) সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৬৭০ বর্গফুট কমবেশি আশীর্বাদ রেসিডেন্সি ভবনে, মৌজা - চন্দননগর, জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস হুগলি, জেএল নং ১, সিট নং ১৮, আরএস খতিয়ান নং ১২৮, এলআর খতিয়ান নং ১৯২২, আরএস দাগ নং ২৯৩, এলআর দাগ নং ৩৬২, জমির শ্রেণি-বাস্তু, পরিমাণ আনুমানিক ০.০২৪ভি সহস্রাংশ এবং আরএস দাগ নং ২৯৪, এলআর দাগ নং ৩৬৩, শ্রেণি বাস্তু, পরিমাণ আনুমানিক ০.০৫৭ সহস্রাংশ অনুযায়ী সম্পত্তি অবস্থিত ডুপলেক্স পট্টি মেন রোড ওয়ার্ড নং ১৫২ হোল্ডিং নং ৪২৫/এ/১, চন্দননগর পুরসভা অধীন। ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে : হোল্ডিং -নিমাই চন্দ্র কুন্ডু (এলঅর প্লট নং৩৫৮), দক্ষিণে : ডুপলেক্স মেন রোড এবং হোল্ডিং -শোভা রানি পাল এবং সুনীতি পাল ওরফে শিখা সেন, পূর্বে : ৬ ফুট চওড়া চলার পথ,পশ্চিমে : প্রণব কুমার পাল এবং অন্যান্যকে বন্টিত নির্ধারিত সীমাবিশিষ্ট অংশ, **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** খোলা জায়গা, **দক্ষিণে :** লিফট, **পূর্বে :** করিডর এবং ফ্ল্যাট নং ২০২, **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা সমন্বিত।
৪.	[illegible] **শাখা : পাইকপাড়া**	ক. ১৭.০৮.২০২৩ খ. ০৮.১১.২০২৩	**৫২,২৯,৯১৮.০০ টাকা** [illegible]	[illegible]
৫.	[illegible] **শাখা : পাইকপাড়া**	ক. ২৪.০৫.২০২৩ খ. ০৮.১১.২০২৩	**২১,৪৮,২৪৯.০০ টাকা** [illegible]	[illegible]
৬.	ঋণগ্রহীতা : শ্রী দেবাশিস সিনহা [illegible] (৫০৫০৩২২৫৭৩৮), **শাখা : এলগিন রোড।**	ক. ০৮.০২.২০২৩ খ. ০৬.১১.২০২৩	**১৪,৩১,১৮৬.০০ টাকা** [illegible]	[illegible] এবং সংশ্লিষ্ট যাবতীয় পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত উক্ত কেএমসি প্রেমিসেস নং ১৮৫, ঋষি রাজ নারায়ণ রোড, থানা-বাঁশদ্রোণী, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১১১, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০৮৪। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ২০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, **দক্ষিণে :** ২০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, **পূর্বে :** প্লট নং ৬১ এবং ৬২ সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** দাগ নং ৫৩৩ সম্পত্তি সমন্বিত।

তারিখ : ০৮.১১.২০২৩
স্থান : কলকাতা
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি সেল
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল)
এস সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭

সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশ

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদান শ্রী গৌতম জানা (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতি মানসী জানা (সহ-ঋণগ্রহীতা) (লোন এ/সি নং : ০০৬০৬৭৫১০০০৫৭০৭১) এবং শ্রীমতি সংগীত রায় (সহ-ঋণগ্রহীতা) (এ/সি নং ০০৬০৬৭৫১০০০৪০৫৫৮, ০৩৯৯৬৭৫১০০০০২৩০১) ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ঋণ খেলাপির জন্য বিধিবদ্ধ নোটিশ

১) যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সারফেসি আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত রুল ৩ এবং উক্ত আইনের ১৩(২) ধারা সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাকে (পরবর্তীতে উল্লিখিত ''উক্ত ঋণগ্রহীতা'') নোটিশে পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন, বিস্তারিত নিম্নে উল্লিখিত।
২) উল্লিখিত নোটিশটি ডাক কর্তৃপক্ষের দ্বারা অবণ্টিত অবস্থায় ফেরত এসেছে/ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা যথাযথভাবে স্বীকার করা হয়নি। *তাই ব্যাঙ্ক সতর্কতা অবলম্বন করে দাবি নোটিশের এই প্রকাশনাকে কার্যকর করছে। নিম্নস্বাক্ষরকারী, তাই, উক্ত আইন অনুযায়ী উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় এই নোটিশটি আটকে দিয়েছেন। উল্লিখিত নোটিশের অনুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে পাওয়া যাবে এবং উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা, তারা চাইলে, অফিসের স্বাভাবিক সময়ে যেকোনো কাজের দিনে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে উল্লিখিত কপিগুলো সংগ্রহ করতে পারেন।
৩) উপরের পটভূমির বিরুদ্ধে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল, আবারও, ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাকে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডকে অর্থপ্রদান করার জন্য, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে, ঋণ এবং অন্যান্য নথির অধীনে নীচে দেওয়া হিসাবে নির্দেশিত/প্রদেয় পরিমাণ।
ঋণের যথাযথ পরিশোধের জন্য নিরাপত্তা হিসাবে, নিম্নোক্ত সিকিউরিটিগুলি আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কাছে বন্ধক/দায়বদ্ধ করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট পক্ষ কর্তৃক নিম্নোক্ত মতে।

১) ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতার নাম এবং ২) ল্যান নং	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) এনপিএ তারিখ ৩) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	সম্পত্তির বিস্তারিত
১) শ্রী গৌতম জানা (ঋণগ্রহীতা) শ্রীমতি মানসী জানা (সহ-ঋণগ্রহীতা) ২) ০০৬০৬৭৫১০০০৫৭০৭১	১. ২৩.০৮.২০২৩ ২. ১২.০৫.২০২৩ ৩. **৩৩,৭৫,৪৩৪.১৮ টাকা** (তেত্রিশ লাখ পঁচাত্তর হাজার চারশো চৌত্রিশ টাকা এবং আঠারো পয়সা) টাকা ১০.০৫.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	স্বত্ব দলিল : প্রাপক নং ১ এবং ২ , শ্রী গৌতম জানা এবং শ্রীমতি মানসী জানা স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দিয়েছেন জমির পরিমাণ ৮ ডেসিমেল, আরএস দাগ নং ১৩৫১/১৮৫১, এলআর দাগ নং ২৩০৭, আরএস খতিয়ান নং ৮০৩, এলআর খতিয়ান নং ১১৪২, ১২৫৬ এবং ১২৫৭, এবং নতুন এলআর খতিয়ান ৩৯৬৫, অবস্থিত মৌজা-কাশীনগর, জেএল নং ৯, তৌজি নং ২৬৫২, পরগনা-সুন্দরবন, থানা-সুন্দরবন, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, শ্রীনগর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, সুন্দরবন, কাকদ্বীপ, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** সাধারণ চলার পথ, **দক্ষিণে :** কার্তিক চন্দ্র বৈদ্যের জমি, **পূর্বে :** মধুসূদন মালি এবং অন্যান্যর জমি, **পশ্চিমে :** দাগ নং ১৩৫১/১৯০৩ সমন্বিত। এবং সংশ্লিষ্ট জমিস্থিত যাবতীয় নির্মাণ স্থায়ী বা অস্থায়ী সমুদয়।
১) শ্রীমতি সংগীত রায় (সহ-ঋণগ্রহীতা) ২) ০০৬০৬৭৫১০০০৪০৫৫৮ ০৩৯৯৬৭৫১০০০০২৩০১	১. ২৮.০৭.২০২৩ ২. ১০.০৩.২০২৩ ৩. **২১,০৩,৯১৯.০৭ টাকা** (একুশ লাখ তিন হাজার নশো উনিশ টাকা এবং সাত পয়সা) টাকা ১০.০৩.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	স্বত্ব দলিল : প্রাপক নং ১ এবং ২ প্রয়াত ধর্মেন্দ্র কুমার রায় প্রয়াত এবং সঙ্গীতা রায় (সহ-ঋণগ্রহীতা) বন্ধক দিয়েছেন স্থাবর সম্পত্তির সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ ২ কাঠা ৩ ছটাক ৪০ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত দোতলা ভবন (১২০০ বর্গ ফুট প্রতি তলে)(সিমেন্টের মেঝে) অবস্থিত আরএস এবং এলআর দাগ নং ৮৯২, আরএস খতিয়ান নং ১৫৮০ এবং ১৫৮১, অবস্থিত মৌজা- পারুই, পরগনা-বালিয়া, জেএল নং ৩, আরএস নং ৮০, তৌজি নং ৩৫১, বর্তমান মহেশতলা পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং এফ৩-১৫০/ নতুন, বাসুদেবপুর রোড, ওয়ার্ড নং ১৪, থানা-মহেশতলা, এডিএসআরও-বেহালা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সংশ্লিষ্ট সকল পরিষেবা ও সুবিধা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। **চৌহদ্দি নিম্নোক্ত মতে : উত্তরে :** দাগ নং ৮৯২ জমি, **দক্ষিণে :** দাগ নং ৮৯২ জমি, **পূর্বে :** পরেশ মন্ডল এবং অন্যান্যর জমি, **পশ্চিমে :** ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ সমন্বিত।

* আরও পরবর্তী চুক্তির হার/বকেয়া সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত তারিখ থেকে সম্মত মতে সম্পূর্ণ পরিশোধ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত আদায়যোগ্য।
৪) যদি উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা উল্লিখিত বকেয়া আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডকে প্রদান করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং রুল অধীনে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকি, শুল্ক এবং অন্যান্য দায়বদ্ধতা অধীনে বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেবে।
৫) আরও, সময়ের সাপেক্ষে, আইনের ১৩ ধারার উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সুরক্ষিত সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য।
৬) উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদের উক্ত সারফেসি আইনের অধীনে নিরাপদ সম্পদ হস্তান্তর করা নিষিদ্ধ, তা বিক্রির মাধ্যমে, লিজ বা অন্যথায় আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়াই। যে কোনো ব্যক্তি যে আইন বা বিধির বিধান লঙ্ঘন করে বা লঙ্ঘন করতে সহায়তা করে সে আইনের ধারা ২৯ এর অধীনে প্রদত্ত কারাদন্ড এবং/অথবা জরিমানার জন্য দায়বদ্ধ।

তারিখ ১১.১১.২০২৩, **স্থান** কলকাতা
স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

অ্যাপকার গার্ডেন শাখা
৮, জি.টি. রোড, উদরেজ ভবন
প্রথমতল, পিন - ৭১৩ ৩০৪
ই-মেইল: apcargarden.asansol@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮ (৬) এর অনুবিধি দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি (গুলি) **সুরক্ষিত পাওনাদারের** কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতিকী দখল** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, অ্যাপকার গার্ডেন শাখা **(সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **১৪.১২.২০২৩** তারিখে বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, অ্যাপকার গার্ডেন শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য **''যেখানে যেমন আছে'', ''যা আছে তা আছে''** এবং **''সেখানে যা কিছু আছে''** ভিত্তিতে নিচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখ করা ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ জামিনদার(গণ) এর থেকে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে-

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান্ন	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ১. **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স বিনায়ক এন্টারপ্রাইজেস স্বত্বাধিকারী- শ্রী রাম কৃষ্ণ গুপ্তা** 'আলিশান অ্যাপার্টমেন্ট', ফ্ল্যাট নং ৩সি, এস. বি. গড়াই রোড, আসানসোল- ৪ **২. শ্রী রাম কৃষ্ণ গুপ্তা** (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা) 'আলিশান অ্যাপার্টমেন্ট', ফ্ল্যাট নং ৩সি, এস. বি. গড়াই রোড, আসানসোল- ৪ জামিনদারগণ- ১. শ্রীমতী মালা গুপ্তা 'আলিশান অ্যাপার্টমেন্ট', ফ্ল্যাট নং ৩সি, এস. বি. গড়াই রোড, আসানসোল- ৪ **২. শ্রী উত্তম গুপ্তা,** পিতা- সাখী চন্দ্র গুপ্তা বি.আর. এমবি রোড, সোপেন কালী মন্দিরের কাছে, আসানসোল - ৪. **খ) অ্যাপকার গার্ডেন শাখা**	এস.বি. গড়াই রোড, আসানসোল পৌর কর্পোরেশনের মধ্যে আসানসোল, থানা - আসানসোল, জেলা বর্ধমান এ হিল ভিউ পার্কে ৬ তলা আলিশান অ্যাপার্টমেন্টের চতুর্থ তলায় ফ্ল্যাট নং ৩সি-এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যার সিএস খতিয়ান নং ১৬৪২, সিএস প্লট নং ২০১৪, আরএস খ. নং ১১০০১, আরএস প্লট নং ৪০০৬ সুপার বিল্ট এরিয়া ৯৬০ বর্গফুট যার আছে ০৩ টি বেডরুম এবং একটি হল, ২ টি টয়লেট, ১ টি রান্নাঘর, ২ টি বারান্দা, একটি করিডোর এবং রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং আই-৭২ তারিখ ০৫.০১.২০০০ এর মাধ্যমে। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত এইভাবে:** উত্তর - সিঁড়ি কেস এবং লিফ্ট রুম, দক্ষিণ- মিস্টার বিশ্বাসের ফ্ল্যাট, পূর্ব - টি এস চৌধুরীর ফ্ল্যাট, পশ্চিম - চ্যাটার্জির ফ্যাট এবং এই ফ্ল্যাটের মধ্যে রোড। একটি গাড়ি পার্কিং স্পেস যার নং ৬ কভার এলাকা ১০০ বর্গফুট পরিমাপের। বিক্রয় দলিল নং আই- ১৩০ তারিখ ০৭.০১.২০০০ এর মাধ্যমে নিবন্ধিত। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত এইভাবে:** উত্তর - গুহের বাড়ির দিকে খোলা জায়গা, দক্ষিণ - কমন পার্কিং স্পেস দ্বারা, পূর্ব - কার পার্কিং স্পেস নং ৫ দ্বারা, পশ্চিম - টুইন কার পার্কিং স্পেস নং ২ এবং ৩ দ্বারা।	**৮৫,১৭,৩৪১.০০ টাকা** ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্টে, **৯,৪৬,১৮৩.০০ টাকা** মেয়াদী ঋণে, **৭,২৬,৮৫৮.০০ টাকা** এবং মোট বকেয়া ১,০১,৯০,৩৮২.০০ টাকা (এক কোটি এক লক্ষ নব্বই হাজার তিনশো বিরাশি টাকা মাত্র) **০৮.১১.২০২৩** অনুযায়ী এবং ০৯.১১.২০২৩ থেকে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ ।	**ক) ২৫,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (পঁচিশ লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ২,৫০,০০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB50270222160** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**
২.	**ক) ১. শ্রী রুপম পাল (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা) পিতা- শ্রী বিন্দেশ্বরী পাল** ৩৯ বি, ১ নং মহিশীলা কলোনি, দক্ষিণ পাড়া, আসানসোল - ৭১৩ ৩০৩। **জামিনদার: ১. শ্রী বিন্দেশ্বরী পাল ২. শ্রীমতী সুস্মিতা পাল,** স্বামী- শ্রী রূপম পাল **উভয়েরই ঠিকানা:** ৩৯ বি, ১ নং মহিশীলা কলোনি, দক্ষিণ পাড়া, আসানসোল - ৭১৩ ৩০৩। **খ) অ্যাপকার গার্ডেন শাখা**	মাজিয়ারা মৌজায় অবস্থিত আবাসিক ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যা বারাবনী গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে অবস্থিত জেএল নং ৪৩, আরএস খতিয়ান নং ১০০২, ২৬৫২, ৭১৪ এবং ১৯৩৪, এলআর খতিয়ান নং ৩৪৬৫, প্লট এরিয়া - ৩ কাঠা ০৯ ছটাক, বিক্রয় দলিল নং আই-১০২৯ তারিখ- ১৬.০২.২০১৫। **নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - ১২ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ - ২০ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্ব - ১২ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিম - খালি জমি।	**২৫,৫০,৬৭১.০০ টাকা** (পঁচিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ছয়শো একাত্তর টাকা মাত্র) **১০.১১.২০২৩** অনুযায়ী এবং ১১.১১.২০২৩ থেকে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ ।	**ক) ১৯,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (উনিশ লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ১,৯০,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB50468155542** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**
৩.	**ক) ঋণগ্রহীতা-মেসার্স সায়ন অটো সেন্টার স্বত্বাধিকারী- শ্রী তাপস আচার্জি** পিতা- শ্রী নিরোদবন্ধু আচার্জি নবীনপল্লী, মহিশীলা, আসানসোল - ৭১৩ ৩০৩। **জামিনদার: শ্রীমতী মুনমুন আচার্জি,** স্বামী- শ্রী তাপস আচার্জি নবীনপল্লী, মহিশীলা, আসানসোল - ৭১৩ ৩০৩। **খ) অ্যাপকার গার্ডেন শাখা**	শ্রী তাপস আচার্জির নামে কমবেশি ২ কাঠা জমির সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, ০৪.৮.২০১২ তারিখের বিক্রয় দলিল নং আই-৮৯২৩ অনুযায়ী, মৌজা - মহিশীলা,জেএল নং ৩৭, এলআর- প্লট নং ৪৯৩/৩৫৮২, এলআর খতিয়ান নং ১২৮১ এ অবস্থিত, এডিএসআরও- আসানসোলে নিবন্ধিত আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৩৬ নং ওয়ার্ড, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - সাত্রী মাজির সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণ- সজোনি সেন ও ভানু ভদ্রের সম্পত্তি দ্বারা, পূর্ব - শ্রী পি. বিশ্বাসের সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিম - শ্রী রঞ্জিত মজুমদারের সম্পত্তি দ্বারা।	**৭৫,৩৯,৫৩৬.০০ টাকা** (পঁচাত্তর লক্ষ উনচল্লিশ হাজার পাঁচশো ছত্রিশ টাকা মাত্র) **১৮.০৭.২০২৩** অনুযায়ী এবং ১৯.০৭.২০২৩ থেকে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ ।	**ক) ১৭,৫০,০০০.০০ টাকা (*)** (সতের লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,৭৫,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB50259298690** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে।

আরও বিশদ বিবরণ এবং নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, যোগাযোগ করুন- অ্যাপকার গার্ডেন শাখা,চিফ ম্যানেজার, মোবা. নং- ৭৫০৭৭ ৩৩০০৬

পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ০৭.১২.২০২৩ থেকে ০৮.১২.২০২৩ সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ০৪.০০ টার মধ্যে ।
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ: ১৪.১২.২০২৩, সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৪.০০ টা
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম , (১) www.indianbank.co.in, (২) https://ibapi.in
(৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী এমএসটিসি লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট (**https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নম্বর** ০৩৩-২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২ এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরগুলিতে ফোন করুন এবং **ibapiop@mstcecommerce.com** এর তে যোগাযোগ করুন এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে **ibapifin@mstcecommerce.com** এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে এখানে যান **https://ibapi.in** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, দয়া করে হেল্প লাইন নম্বর '**১৮০০১০২৫০২৬**' এবং '০১১-৪১১০ ৬১৩১'-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের **https://ibap.in** এবং **www.mstcecommerce.com** ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ)/জামিনদার(গণ)/- এর ও প্রতি

তারিখ: ০৮.১১.২০২৩ (ক্র. নং ১ এর জন্য), ১০.১১.২০২৩ (ক্র.নং ২ এর জন্য) এবং ০৯.১১.২০২৩ (ক্র. নং ৩ এর জন্য)
স্থান: আসানসোল
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - রূপসা ভৌমিক চক্রবর্তী, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৯৬৭৪৭৬৬২৩৮

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ২৮.১১.২০২৩ তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৮.১১.২০২৩
সময় - ১২০ মিনিট বেলা ১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, সম্পত্তির বিস্তারিত এবং বন্ধকদাতা	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. বায়না জমা (ইএমডি)	বকেয়া পরিমাণ	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের ধরন
ঋণগ্রহীতা : **জিআরএস প্রোজেক্টস অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রা. লি, ডিরেক্টর/জামিনদাতা : ১) শ্রী সৌমিক ঘোষ,** পিতা শ্রী প্রশান্ত ঘোষ, **২) শ্রীমতি রাজরূপা ঘোষ,** স্বামী শ্রী সৌমিক ঘোষ। **সম্পত্তি ১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং বি, উত্তর-পশ্চিম দিকে, একতলায়, পরিমাণ আনুমানিক ৭৮৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সংশ্লিষ্ট সৃষ্টি অ্যাপার্টমেন্টে যাবতীয় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত মৌজা- কৈখালি, জেএল নং- ৫, আরএস দাগ নং ৫২৬, খতিয়ান নং ২৮০, খণ্ড খতিয়ান নং ৫১৩, প্রেমিসেস নং ১৫৬/৩৩, মালিরবাগান, কৈখালি, থানা-এয়ারপোর্ট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, ৭০০০৫২। **(দান দলিল নং ৫২১০-২০০৬ সালে এবং সংশোধিত দলিল নং ২৫৩৫-২০০৭সালের অনুযায়ী সৌমিক ঘোষের নামে)** **সম্পত্তি ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এ-২, উত্তর-পূর্ব দিকে, তৃতীয় তলে, পরিমাণ ৮৭৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং তদস্থিত সৃষ্টি অ্যাপার্টমেন্টে যাবতীয় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, মৌজা- কৈখালি, জেএল নং ৫, আরএস দাগ নং ৫২৬, খতিয়ান নং ২৮০, খণ্ড খতিয়ান নং ৫১৩, প্রেমিসেস নং ১৫৬/৩৩, মালিরবাগান, কৈখালি, থানা-এয়ারপোর্ট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০০৫২। **(দান দলিল নং ৫২০৮-২০০৬ সালের এবং সংশোধিত দলিল নং ২৫৩৬ - ২০০৭ সালের অনুযায়ী সৌমিক ঘোষের নামে)** **সম্পত্তি ৩ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ডি, দক্ষিণ -পশ্চিম দিকে, একতলায় , পরিমাণ ৫৯৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং তদস্থিত সৃষ্টি অ্যাপার্টমেন্টে যাবতীয় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, মৌজা- কৈখালি, জেএল নং ৫, আরএস দাগ নং ৫২৬, খতিয়ান নং ২৮০, খণ্ড খতিয়ান নং ৫১৩, প্রেমিসেস নং ১৫৬/৩৩, মালিরবাগান, কৈখালি, থানা-এয়ারপোর্ট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০০৫২। **(দান দলিল নং ৫২০৯-২০০৬ সালের এবং সংশোধিত দলিল নং ২৫৩৭ - ২০০৭ সালের অনুযায়ী সৌমিক ঘোষের নামে)**	সম্পত্তি নং : ১ ক) ১৩,২০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৩২,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি নং : ২ ক) ২১,০৭,০০০.০০ টাকা খ) ২,১০,৭০০.০০ টাকা সম্পত্তি নং : ৩ ক) ১০,০৬,০০০.০০ টাকা খ) ১,০০,৬০০.০০ টাকা	৬,৪০,০২,২৫৯.০০ টাকা এবং পুঞ্জীভূত অনাদায়ী সুদ এবং চার্জ এনপিএ তারিখ থেকে বকেয়া নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট ৩১.০১.২০২০ অনুযায়ী যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭৬৬২৩৮ ৯৬৭৪৭১১২৫৫	ক. নেই খ. স্বত্ব দখলীকৃত

ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ২৫,০০০.০০ টাকা (প্রতিটি সম্পত্তির জন্য)
পর্যবেক্ষণের তারিখ - ২২.১১.২০২৩

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংকে https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।
আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ১১.১১.২০২৩
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

Kothari Group

গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: সি-৪, গিলান্ডার হাউস, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১
CIN : L51909WB1935PLC008194
ফোন: ০৩৩-২২৩০-২৩৩১, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৩০-৪১৮৫
ই-মেল: gillander@gillandersarbuthnot.com ওয়েবসাইট: www.gillandersarbuthnot.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং ষান্মাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন				কনসোলিডেটেড			
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত		অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত		অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত	
		৩০-সেপ্টে.-২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০-সেপ্টে.-২২ (অনিরীক্ষিত)	৩০-সেপ্টে.-২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০-সেপ্টে.-২২ (অনিরীক্ষিত)	৩০-সেপ্টে.-২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০-সেপ্টে.-২২ (অনিরীক্ষিত)	৩০-সেপ্টে.-২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০-সেপ্টে.-২২ (অনিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১০,২৯০.০৯	১৪,১২০.৩২	১৭,৮২৮.৭৫	২৫,১২৪.৭৮	১০,৫৪২.১৬	১৪,৩৫৬.৩২	১৯,৩১০.০৬	২৬,৮৩৭.৪১
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	১,২৪৪.৪৭	২,৫৭২.৬২	১,০২২.৬৮	৩,১৪৩.০৯	৪২০.৩৪	২,০৫২.৮৪	(৮৩.৫৬)	১,৭৩৩.৪২
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১,২৪৪.৪৭	২,৫৭২.৬২	১,০২২.৬৮	৪,২০৭.৭৫	৪২০.৩৪	২,০৫২.৮৪	(৮৩.৫৬)	২,৭৯৮.০৮
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১,১৮৮.০৭	২,৩২৮.৫১	৯৪৪.৩০	৩,৮৯৯.৪৪	৩৬৩.৯৪	১,৮০৮.৭৩	(১৬১.৯৪)	২,৪৮৯.৭৭
৫	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	১,১৮৯.১৯	২,২১৭.৮৩	৯০৪.৫১	৩,৮১৬.৯৬	৩৬৩.১২	১,৯৬০.৯৮	(২৯৭.৫৪)	১,৮১৩.৮৮
৬	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি)	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩
৭	রিজার্ভ বিগত গণনাবর্ষের ব্যালেন্সসিট দর্শিত (পুনর্মূল্যায়ন ব্যতীত রিজার্ভ)						২১,৫১২.১৫	২৩,১২৯.৩৭	
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার) মৌলিক এবং মিশ্রিত (বার্ষিকীকৃত নয়)	৫.৫৭	১০.৯১	৪.৪২	১৮.২৭	১.৭১	৮.৪৭	(০.৭৬)	১১.৬৭

দ্রষ্টব্য

১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩০.০৯.২০২৩ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www bseindia com** এবং **www nseindia com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www gillandersarbuthnot com** -এও পাওয়া যাবে।

পর্ষদের আদেশ অনুসারে
গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড -এর পক্ষে
মহেশ সোধানি
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 02100322

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১০ নভেম্বর, ২০২৩

প্রায় ২৩০ বছরের পুরনো গাজোলের জমিদার বাড়ির কালী পুজো এখন সর্বজনীন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: যিনি মৃৎশিল্পী তিনিই আবার সেবাইত। প্রায় ২৩০ বছরের পুরনো গাজোলের জমিদার বাড়ির কালী পুজো এখন সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। গাজোল ব্লকের গাজোল হাটের একসময়কার জমিদার রামানন্দ চৌধুরীর পরিবারের পুজো এখন সার্বজনীন হয়ে উঠেছে। প্রতি বছর কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে জাঁকজমকভাবে গাজোল হাটে আদি শ্যামাকালী দেবীর ধুমধাম করে পুজো হয়। আর এই পুজোকে ঘিরে প্রতিবছরই ভক্তদের সমাগম ব্যাপক হারে বেড়েই চলেছে। কথিত আছে, আদি শ্যামা কালী মায়ের কাছে মন ভরে মনস্কামনা করলে, তা পূরণ হয়। আর ভক্তদের মনস্কামনা পূরণ হওয়ার কারণেই ভিড় বাড়ছে

গাজোল হাটের শ্যামা কালী পুজোয়।

সংশ্লিষ্ট মন্দিরের সেবাইত আমান কুমার ঝাঁ জানিয়েছেন, জমিদার রামনন্দী চৌধুরী ইস্টেটের পারিবারিক আদি কালীপুজোটি গাজোল হাট এলাকায় অনুষ্ঠিত হত। এখন বর্তমান মালদা জেলার গাজোল হাট কমিটি উদ্যোগে আদি শ্যামাকালী পুজোটি হয়ে আসছে। তন্ত্র মতে এই পুজো হয়ে থাকে। অমাবস্যার মধ্যরাতে পুজোটি হয় এবং এই মায়ের মূর্তি অমাবস্যার দিনে বানিয়ে মাকে চক্ষুদান করা হয়। সেবাইত আমান ঝাঁ ও তার পরিবারের সদস্যরা নিজের বাড়িতেই দেবী মূর্তি বানানো। তারপর সেখান থেকে মাকে ঘাড়ে করে নিয়ে এসে বেদীতে বসানো হয়। এরপর অমাবস্যা মধ্যরাতে মায়ের পুজো হয়। এই পুজোতে কয়েকশো পাঁঠাবলির প্রচলন রয়েছে।

বর্তমানে পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, বহু বছর আগে দেবী মায়ের স্বপ্নাদেশে জমিদার রামানন্দ চৌধুরী এই কালী পুজোর শুরু করেছিলেন। বর্তমানে জমিদারের বংশধরেরা আর এখানে কেউ থাকেন না। ফলে এই পুজো এখন সার্বজনীন হয়ে উঠেছে। এলাকার একটি দিঘিতে প্রাচীন নিয়ম মেনে দেবী মূর্তির বিসর্জন দেওয়া হয়।

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH SEPTEMBER, 2023

(₹ in Lakhs)

Particulars	Quarter ended 30-Sep-23 (Unaudited)	Quarter ended 30-Sep-22 (Unaudited)	Year ended 31-Mar-23 (Audited)
Total Income from Operations	17,104	46,016	1,54,420
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(12,397)	(7,934)	(95,265)
Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)#	(10,505)	(3,19,488)	(11,10,858)
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)#	(10,504)	(3,19,494)	(11,10,899)
Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax)]	(2,309)	(2,98,124)	(10,96,177)
Equity Share Capital	50,309	50,309	50,309
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	(17,52,283)
Earning Per Share (for continuing and discontinued operations) (Face Value of Rs.10/- each) Basic & Diluted (*not annualised) :	*(2.09)	*(63.51)	(220.82)

#Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with IndAS.

Notes :

1. The Reserve Bank of India ('RBI') vide press release dated October 4, 2021 in exercise of the powers conferred under Section 45-IE (1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 ('RBI Act') superseded the Board of Directors of Srei Infrastructure Finance Ltd, ('the Company' or 'SIFL') and its material wholly owned subsidiary, Srei Equipment Finance Ltd. ('SEFL') and appointed an Administrator under Section 45-IE (2) of the RBI Act. Further, the RBI in exercise of powers conferred under Section 45-IE (5) (a) of the RBI Act, constituted a three-member Advisory Committee to assist the Administrator in discharge of his duties.

   Thereafter, the RBI filed applications for initiation of Corporate Insolvency Resolution Process ('CIRP') against SIFL & SEFL under Section 227 read with clause (zk) of sub-section (2) of Section 239 of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016 ('the Code') read with Rules 5 and 6 of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency and Liquidation Proceedings of Financial Service Providers and Application to Adjudicating Authority) Rules, 2019 ('FSP Insolvency Rules') before the Kolkata Bench of the Hon'ble National Company Law Tribunal, ('Hon'ble NCLT'). Hon'ble NCLT vide its order dated October 8, 2021 admitted the application made by the RBI for initiation of CIRP against SIFL & SEFL. Further, Hon'ble NCLT gave orders for appointment of Mr. Rajneesh Sharma, as the Administrator to carry out the functions as per the Code and that the management of SIFL & SEFL shall vest in the Administrator. Further, Hon'ble NCLT also retained the three-member Advisory Committee, as aforesaid, for advising the Administrator in the operations of the Company & SEFL during the CIRP. There have been changes in the composition of the Advisory Committee on June 22, 2022 and January 31, 2023. The Consolidated Committee of Creditors (CoC) took on record under Section 30(4) of the IBC code, 2016 three Resolution Plans received from Prospective Resolution Applicants (PRAs) on January 18, 2023 read along with the clarifications through addendums submitted by PRAs. The three Resolution Plans received by the Consolidated CoC were put to e-voting. The Consolidated CoC took on record the results of the e-voting in CoC meeting held on February 15, 2023, and the resolution plan submitted by National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL) was duly approved by CoC by majority voting under Section 30(4) of the IBC read with Regulation 39(3) of CIRP Regulations, 2016, thereby, declaring NARCL as Successful Resolution Applicant (SRA).

   The resolution plan of NARCL approved by Consolidated Committee of Creditors (CoC) was filed before Adjudicating Authority i.e., Hon'ble NCLT, Kolkata on February 18, 2023 for its approval. The Administrator had also filed all the necessary legal and regulatory approvals before the Adjudicating Authority. The approval of the resolution plan is awaited from the Adjudicating Authority pending certain litigations. The resolution plan of NARCL has been approved by Hon'ble NCLT vide its Order dated August 11, 2023. As part of the said NCLT order, the administrator shall stand discharged from his duties with effect from the order dated August 11, 2023, save and except the duties envisaged in the resolution plan. In terms of the approved resolution plan, an Implementation and Monitoring Committee ("IMC") has been constituted which is empowered to manage the affairs of the Company from the NCLT approval date till the closing date as defined in the resolution plan. Thereafter, implementation of approved resolution plan is carried out by IMC.

   Appeals have been filed with Hon'ble NCLAT which are currently under adjudication, however, there is no stay granted by Hon'ble NCLAT.

   The IMC in its meeting dated August, 16, 2023 passed a resolution appointing the Administrator as Chairman of IMC and authorising him to continue to operate all the bank accounts and undertake various activities as are required to ensure the Company's status as a going concern during the implementation of the resolution plan.

   IMC has received the Implementation Notice dated September 22, 2023 from NARCL in terms of the approved resolution plan and referring to the Reallocation Notice dated 21st September, 2023 alongwith annexures issued by the Committee of Creditors (CoC) (CoC Re-allocation Notice) notifying the Effective Date as September 22, 2023, being the date on which NARCL, as the Resolution Applicant proposed to commence the Steps set out in Section 4 (Steps of Implementation). The Company, on instructions of the IMC, has taken certain steps including making payments to various stakeholders in terms of the approved resolution Plan. and in accordance with the provisions of the Code.

   The Company has filed the application for delisting of the Equity Shares, the perpetual debt instruments of SIFL and Non-Convertible Debentures ("NCDs") (including perpetual debt instruments) of SEFL from the respective stock exchanges i.e. National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE) in terms of steps for the implementation as provided in the approved resolution plan. In the delisting application dated September 28, 2023, SIFL and SEFL has informed the exchanges that the record date for determination of eligible securities holders for such securities is October, 6, 2023 and that any payout to such eligible security holders of debts will be made in terms of resolution plan.

   As at September 30, 2023, the Companies are in the process of incorporating the impact of the referred approved resolution plan. The entire impact of the said resolution plan shall be given effect on the closing date as defined in the resolution plan.

2. The above unaudited consolidated financial results of SIFL, its subsidiaries and trust together referred to as "the Group" for the quarter and six months ended September 30, 2023 have been taken on record by the Implementation and Monitoring Committee at its meeting held on November 9, 2023 Since the Administrator has taken charge of the affairs of the Company and SEFL on October 4, 2021, the Administrator is not liable or responsible for any actions and has no personal knowledge of any such actions of the Company or SEFL prior to his appointment and has relied on the position of the financial results of the Company and SEFL as they existed on October 4, 2021. Regarding information pertaining to period prior to October 4, 2021 the Administrator has relied upon the explanations, clarifications, certifications, representations and statements made by the existing management team ('the existing officials of SIFL and SEFL'), who were / are also part of SIFL and SEFL prior to the appointment of the Administrator. It was also incumbent upon the Resolution Professional, under Section 20 of the Code, to manage the operations of the Company as a going concern.

   As part of the CIRP, the Administrator has initiated audits/reviews relating to the processes and compliances of the SIFL and SEFL and has also appointed professionals for conducting transaction audit as per Section 43, 45, 50 and 66 of the Code. The Administrator of the Company had received certain account wise transaction audit reports from the professional agency appointed as the transaction auditor indicating that in SEFL there are transactions amounting to ₹ 18,373 crores which are fraudulent in nature under Section 66 of the Code including transactions amounting to ₹ 1,227 crores determined as undervalued transactions. Accordingly, the Administrator has filed applications under Section 60(5) and Section 66 of the Code before the Kolkata bench of the Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT) on various dates till September 19, 2023 for adjudication. The Company in the earlier periods had created provision and impairment reserve to the extent of 100% of gross exposure on such accounts, despite having some underlying securities as a matter of abundant prudence. As of September 30, 2023, the Company still maintained provision and impairment reserve to the extent of 100% of gross exposure on such accounts. In addition to the above, basis the transaction audit reports from the professional agency appointed as the transaction auditor, the Administrator has filed an application under Section 60(5) and Section 66 of the Code before the Kolkata Bench of the Hon'ble NCLT on November 18, 2022 for an amount of ₹ 848 crores, being the net shortfall in payments to SEFL's lenders who were assigned the Pool Loans as on September 30, 2021 for adjudication.

   The transaction audit has been completed and the necessary impact of the same has been incorporated in these consolidated financial results.

   The above consolidated financial results for the quarter and six months ended September 30, 2023 were subjected to limited review by the Statutory Auditors, S K Agrawal & Co Chartered Accountants LLP, of the Company as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended ('Listing Regulations').

3. The above is an extract of the unaudited consolidated financial results for the quarter and six months ended September 30, 2023 filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full Financial results for the quarter and six months ended September 30, 2023 are available on www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.srei.com.

4. Company's standalone financial information is summarized below:- (₹ in Lakhs)

Particulars	Quarter ended 30-Sep-23 (Unaudited)	Quarter ended 30-Sep-22 (Unaudited)	Year ended 31-Mar-23 (Audited)
Revenue from Operations	233	555	1,932
Profit / (Loss) Before Tax	(436)	176	(276)
Profit / (Loss) After Tax	(436)	176	(281)

5. Additional Information as per Regulation 52(8), read with Regulation 52(4) is mentioned as under: (₹ in Lakhs)

a)	Securities premium	19,754
b)	Net worth (Refer Note i)	(5,161)
c)	Outstanding Debt	58,671
d)	Outstanding redeemable preference shares (quantity & value)	NIL
e)	Debt equity ratio (Refer Note No.ii)	Not Applicable
f)	Capital redemption reserve	1,960
g)	Debenture redemption reserve	NIL
h)	Debt service coverage ratio	Not Applicable
i)	Interest service coverage ratio	Not Applicable

Note: Formulae for Computation of Ratios are as follows :
i) Net worth has been calculated as defined in Section 2(57) of the Companies Act, 2013.
ii) Debt equity ratio is not determinable as equity is negative.

6. Figures pertaining to the previous period have been rearranged/regrouped, wherever considered necessary, to make them comparable with those of the current period.

For Srei Infrastructure Finance Ltd.
RAJNEESH SHARMA
(Acting as a Chairman of the Implementation & Monitoring Committee)

Place : Kolkata
Date : November 9, 2023

Srei Infrastructure Finance Limited
Regd Office: 'Vishwakarma', 86C, Topsia Road (South), Kolkata - 700 046
Tel.: +91 33 22850112-15, 61607734 Fax: +91 33 2285 8501/7542
Website: www.srei.com, Email for Investors: investor.relations@srei.com
(CIN): L29219WB1985PLC055352

SREI
Together We Make Tomorrow Happen

পাঞ্জাব নেশনাল বৈংক punjab national bank (Govt. of India Undertaking) Oriental United

E-AUCTION SALE NOTICE

সার্কেল সস্ত্র : পূর্ব মেদিনীপুর, পদুমবাসন, পো. তমলুক, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৬৩৬
টেলিফোন নং : (০৩২২৮) ২৬৬৭৫৫/২৬৭৪৮৩, ইমেল : cs8300@pnb.co.in

পরিশিষ্ট - বি

স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসেরর রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি কার্যকরভাবে/স্বত্ব দখল/প্রতীকী দখল নিয়েছেন জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এবং তা **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্ক/জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া সমুদয় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নোক্ত টেবিলে উল্লিখিত হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অধীন অনুযায়ী।

জামিন অধীনে সম্পদের সিডিউল

ক্রম নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্ট নাম / ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের অ্যাকাউন্ট নাম এবং ঠিকানা	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম সম্পত্তি(সমূহের) বন্ধকদাতাগণ	ক) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ / খ) বকেয়া পরিমাণ / গ) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে দখলের তারিখ / ঘ) দখলের প্রকৃতি প্রতীকী/স্বত্ব/গঠনকৃত	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লাখ টাকায়) / খ) ইএমডি (লাখ টাকায় এবং ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ) / গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ (লাখ টাকায়)	ই-নিলামের তারিখ/ সময় / জামিন অধীনে ঋণদাতার জ্ঞাত দায়বদ্ধতার বিস্তারিত
১.	বি ও : সোনাচুরা (১২৩৭২০) / **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স মা বিশালাক্ষ্মী সি ফুড, স্বত্বা : অজিত কুমার মন্ডল,** পিতা ধীরেন্দ্রনাথ মন্ডল, গ্রাম এবং পো - সোনাচুরা, থানা- নন্দীগ্রাম, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর,পিন- ৭২১৬৪৬ / **অজিত কুমার মন্ডল,** পিতা ধীরেন্দ্রনাথ মন্ডল, গ্রাম এবং পো - সোনাচুরা, থানা- নন্দীগ্রাম, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৬৪৬, **অজয় কুমার মন্ডল (জামিনদাতা),** পিতা জগদীশ মন্ডল, গ্রাম এবং পো - সোনাচুরা, থানা- নন্দীগ্রাম, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর,পিন- ৭২১৬৪৬	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি জমি অবস্থিত জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর,থানা/এডিএসআর- নন্দীগ্রাম, মৌজা- সোনাচুরা, জেএল নং ২৫১, খতিয়ান নং ১৫৫৮, ১১৪, ১৫২৯(এস), ২৫(এইচ), আরএস/এলআর ১৫০২, এরিয়া -১.২৫৫ ডেসিমেল -৩৯ ডেসিমেল থেকে, শ্রেণি- দোকান, রেজি বিক্রয় দলিল নং ৩৯১৩ তারিখ ১৪.০৭.২০০৯ এবং ১৪০৭ তারিখ ০৭.০৩.২০১৪	ক) ০৭.০৬.২০২৩ / খ) ১০,১৭,৭০৪.৯০ টাকা (দশ লাখ সতেরো হাজার সাতশো চার টাকা এবং নব্বই পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ ০১.০৫.২০২৩ থেকে। / গ) ০১.০৯.২০২৩ / ঘ) প্রতীকী দখলীকৃত	ক) ১৪.৫০ লাখ টাকা / খ) ১.৪৫ লাখ টাকা / গ) ০.১০ লাখ টাকা	১৩.১২.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত / ব্যাঙ্ক জ্ঞাত নয়

ই-নিলাম বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদি

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও

১. সম্পত্তি বিক্রি করা হবে **'অনলাইন ই-নিলাম মাধ্যমে' http://www.mstcecommerce.com/**।
২. আগ্রহী ডাকদাতা/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে (**https:www.mstcauction.com**) পোর্টালে তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি নথিভুক্ত করতে। আরও অবগত করা হচ্ছে তাদের প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি সংযুক্ত করতে। কেওয়াইসি নথি একবার যাচাই করার পর ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা (দুই কাজের দিন প্রয়োজন হতে পারে), আগ্রহী ডাকদাতা/ক্রেতারা ইএমডি পরিমাণ অনলাইন মাধ্যমে গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ১২.১২.২০২৩ তারিখে নিলামের তারিখের আগে এবং সময়ে দাখিল করতে পারেন। রেজিস্ট্রেশন কেওয়াইসি নথি যাচাই এবং ওয়ালেটের ইএমডি স্থানান্তর নিলামের যথেষ্ট পূর্বে সম্পাদিত হওয়া জরুরি।
৩. বায়না জমা দাখিল (ইএমডি) পরিমাণ উল্লিখিত মতে অনলাইন মাধ্যমে তিনটি আকারে অর্থাৎ এনইএফটি/নগদ/স্থানান্তর চালান গ্রহণের (**https://www.mstcecommerce.com**) ডাকদাতাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে মাধ্যমে দাখিল করতে হবে। এনইএফটি স্থানান্তর যেকোনও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে করা যাবে যাহোক নগদ/অন্যান্য স্থানান্তরের জন্য ডাকদাতাদের পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের শাখায় যেতে হবে। ইএমডি দাখিল অন্য যেকোনও ভাবে চেক মাধ্যমে গৃহীত হবে না। ডাকাদাতারা প্রয়োজনীয় ইএমডি অনলাইনে দাখিল না করলে ই-নিলামে অংশ নেওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে না। বায়না জমা দাখিল কোনও সুদ দেওয়া হবে না।
৪. **বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম যা ওয়েবসাইট (https://www.mstcecommerce.com) মাধ্যমে মেসার্স এমএসটিসি লিমিটেড পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা কর্তৃক রেজিস্টার্ড অফিস ২২৫ সি, এজেসি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ (যোগাযোগের ফোন নম্বর - ০৭৯-৪১০৭২৪১২/৪১১/৪১৩ বা ১৮০০-১০৩-৫৩৪২)। আগ্রহী ডাকদাতা/ ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com মাধ্যমে অংশ নিতে। এই পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা অনলাইন প্রদর্শন/প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে ই-নিলাম পোর্টালের জন্য।**
৫. বিক্রয়ের সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েবপেজ পোর্টালে উপলব্ধ/প্রকাশিত
i. https://www.ibapi.in ii. https://eprocure.gov.in/epublish/app iii. https://www.mstcecommerce.com iv. www.pnbindia.in সংযুক্ত।
৬. ই-নিলামে ইচ্ছুক অংশগ্রহণকারীরা বিনামূল্যে ডাউনলোড করতে পারেন, বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি, ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী, এই ই-নিলাম সম্পর্কিত ই-নিলামের অপারেশনাল অংশে সহায়তা ম্যানুয়াল ই-বিক্রয়, IBAPI পোর্টাল থেকে **(https://www.ibapi.in)**।
৭. ইচ্ছুক দরদাতা/ক্রেতাদের তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে পোর্টালে **(https:www.mstcauction.com)** নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরন্তু, তারা প্রয়োজনীয় KYC নথি আপলোড করবে। একবার KYC নথিগুলি ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী দ্বারা যাচাই করা হলে (২ কার্যদিবস সময় লাগতে পারে), ইচ্ছুক দরদাতা/ক্রেতাকে তার গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে অনলাইন মোড ব্যবহার করে EMD পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। তার ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ইএমডি থাকার পরেই, সুদ দরদাতা ই-নিলামের তারিখে বিড করতে সক্ষম হবেন।
৮. বিডিংয়ের সময় দরদাতার গ্লোবাল ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ব্যালেন্স (>=EMD পরিমাণ) থাকতে হবে।
৯. ই-নিলামের সময় দরদাতাদের উদ্ধৃত শেষ বিডের উপরে এবং তার উপরে বিডিংয়ে উচ্চতর দর অফার করার অনুমতি দেওয়া হবে এবং বিডের পরিমাণের ন্যূনতম বৃদ্ধি অবশ্যই উপরে উল্লিখিত ক্রমানুসারে শেষ উচ্চতর বিড পর্যন্ত হতে হবে। দরদাতা পরপর উচ্চতর দর উদ্ধৃত করার জন্য দরদাতাদের দশ মিনিট সময় দেওয়া হবে এবং শেষ সর্বোচ্চ বিডের দশ মিনিটের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে যদি কোনও দরদাতা উচ্চতর দর না দেয় তবে ই-নিলাম বন্ধ হয়ে যাবে।
১০. ই-নিলামের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, নিয়ম ও শর্তাবলী সঠিকভাবে পড়া, ই-নিলামের অপারেশনাল অংশে ম্যানুয়ালকে সাহায্য করা ইচ্ছুক দরদাতাদের দায়িত্ব এবং তাদের কঠোরভাবে অনুসরণ করুন।
(ক) ই-নিলাম প্রক্রিয়ার আগে বা চলাকালীন কোনও অসুবিধা বা সহায়তার প্রয়োজন হলে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর **(https:http:www.mstcecommerce.com)** অনুমোদিত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। যার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় ই-নিলাম পোর্টাল।
১১. অনুমোদিত অফিসার দ্বারা ই-নিলাম চূড়ান্ত করার পরে, শুধুমাত্র সফল দরদাতাকে আমাদের উপরে উল্লেখিত পরিষেবা প্রদানকারীকে এসএমএস/ইমেলের মাধ্যমে জানানো হবে।
মোবাইল নম্বর/ তাদের দেওয়া ইমেল ঠিকানা/ পরিষেবা প্রদানকারীর সাথে নিবন্ধিত)
১২. সুরক্ষিত সম্পদ রিজার্ভ মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।
১৩. সফল দরদাতাকে বিডের পরিমাণের ২৫ শতাংশ (পঁচিশ শতাংশ) জমা দিতে হবে, জমা করা কম ইএমডি পরিমাণ, একই দিনে বা পরবর্তী কার্যদিবসের পরে নয় এবং অবশিষ্ট অর্থ ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে ব্যাঙ্কারের চেক/ডিমান্ড ড্রাফ্টের আকারে নিলামের তারিখ ক্ষ্মঅথরাইজড অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের পক্ষে টানা একটি তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা। এ/সি (অ্যাকাউন্টের নাম) টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে প্রদেয় উপরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, সফল দরদাতার জমাকৃত অর্থ ব্যাঙ্কে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত অফিসারের সম্পত্তির নতুন নিলাম/বিক্রয় করার স্বাধীনতা থাকবে এবং খেলাপি দরদাতার বাজেয়াপ্ত পরিমাণের উপর কোনও দাবি থাকবে না এবং সম্পত্তি.
১৪. ব্যাঙ্কে সফল দরদাতার দ্বারা বিক্রয় বিবেচনার অর্থ প্রদান আয়কর আইন ১৯৬১ এর ধারা ১৯৪-১এ এর অধীনে টিডিএস সাপেক্ষে এবং টিডিএস করতে হবে সফল দরদাতার দ্বারা শুধুমাত্র বিডের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ জমা করার সময়/বিআইডি পরিমাণের সম্পূর্ণ জমা।
১৫. অনুমোদিত আধিকারিক যেকোনও দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন, যদি গ্রহণযোগ্য না পাওয়া যায় বা স্থগিত/বাতিল/স্থগিত/বন্ধ করার বা শর্তাবলী পরিবর্তন করার অধিকার রাখে। কোন কারণ ব্যতিরেকে যে কোন সময় নিলাম এবং এ ব্যাপারে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
১৬. বিক্রয় শংসাপত্রটি আইনের বিধান অনুযায়ী সম্পূর্ণ দর জমার ক্ষেত্রে সফল দরদাতার অনুকূলে জারি করা হবে।
১৭. সম্পত্তি বিক্রি করা হচ্ছে **'যেখানে আছে তেমন আছে' এবং 'যেমন আছে তাই আছে' এবং 'যা আছে ভিত্তি আছে'**
১৮. উপরোক্ত তফসিলে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যের জন্য বলা হয়েছে, কিন্তু অনুমোদিত অফিসার তার ঘোষণাপত্রে কোনো ত্রুটি, ভুল বিবৃতির জন্য দায়ী থাকবেন না।
১৯. বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পদ এবং স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে পরিদর্শন করা এবং নিজেদের সন্তুষ্ট করা দরদাতাদের দায়িত্ব হবে। দরদাতা পরিদর্শন বিশদ বিবরণ অনুযায়ী ডিলিং কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে সম্পত্তি।
২০. সমস্ত সংবিধিবদ্ধ পাওনা/অ্যাটেনডেন্ট চার্জ/রেজিস্ট্রেশন চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি, ট্যাক্স ইত্যাদি সহ অন্যান্য বকেয়া ক্রেতাকে বহন করতে হবে।
২১. ব্যাঙ্কের কাছে পরিচিত নয় এমন সম্পত্তির (ই-নিলাম) বিষয়ে সরকার বা অন্য কারও কাছে কোনও চার্জ, লেনদেন, দায়বদ্ধতা বা অন্য কোনও বকেয়া জন্য অনুমোদিত অফিসার বা ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না। ইচ্ছুক দরদাতাকে বিধিবদ্ধ দায়, সম্পত্তি কর বকেয়া, বিদ্যুতের বকেয়া ইত্যাদি সহ সম্পত্তির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
২২. দরদাতাকে যথাযথ ইন্টারনেট সংযোগ, পাওয়ার ব্যাক-আপ ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে। ইন্টারনেট ব্যর্থতা, পাওয়ার ব্যর্থতার কারণে ব্যাঙ্ক কোনও ব্যাঘাতের জন্য দায়ী থাকবে না বা প্রযুক্তিগত কারণ বা কারণ/অপ্রত্যাশিত ই-নিলামকে প্রভাবিত করে।
২৩. একজন প্রতিনিধি নিয়োগ এবং স্ব-বিড করা এবং নিলামে অংশগ্রহণ করার জন্য এটি ব্যাংকের জন্য উন্মুক্ত। বিক্রয়ের বিশদ মেয়াদ ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে পড়ুন **https//www.ibapi.in, https//eprocure.gov.in/epublish/app, http//www.mstcecommerce.com/, www.pnbindia.in**
২৪. সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষে বিক্রয় করা হবে।
২৫. সম্পত্তি বিক্রি করা হচ্ছে 'যেখানে আছে সেইরকম' এবং 'যা আছে তার ভিত্তিতে'
২৬. উপরোক্ত তফসিলে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যের জন্য বলা হয়েছে, কিন্তু এই ঘোষণায় কোনো ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ দেওয়ার জন্য অনুমোদিত অফিসার জবাবদিহি করতে পারবে না।
২৭. **১৩.১২.২০২৩ @ সকাল ১১.৩০টায়** ওয়েবসাইট **https://www.mstcecommerce.com**-এ ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয় করা হবে **দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত।**
২৮. বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে **www.ibapi.in, www.tenders.gov.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app** দেখুন।

তারিখ : ১১.১১.২০২৩
স্থান : তমলুক

স্বা/- শ্রী দীপক দে, অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

শাসকদলের নেতার বাড়িতে তাণ্ডব, অপহরণের চেষ্টায় অভিযুক্ত পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: তৃণমূল নেতার বাড়ি ঢুকে ভাঙচুর ও সদস্যদের মারধর ও তৃণমূল কর্মীকে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগ উঠল পুলিশের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে শুক্রবার সকাল থেকে চাঞ্চল্য ছড়ায় পূর্ব বর্ধমান জেলার বুদবুদ থানার অন্তর্গত দেবশালা গ্রাম পঞ্চায়েতের আউশগ্রাম দু' নম্বর ব্লকের কাঁকোড়া গ্রামে। এই ঘটনায় শুক্রবার সকাল থেকে দেবশালা পুলিশ ফাঁড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা।

কাঁকোড়া গ্রামের বাসিন্দা তথা দেবশালা অঞ্চলের তৃণমূলের প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি কাদের মণ্ডলের অভিযোগ, আউশগ্রাম থেকে প্রায় ৫০ জনের পুলিশের একটি দল তাঁর বাড়ির পাঁচিল টপকে বৃহস্পতিবার রাত একটা নাগাদ বাড়ির দরজা ভেঙে ঢুকে তাঁর ছেলে আসানুর মণ্ডলকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা বাধা দিলে তাঁদের মারধর করা হয়। 'পুলিশ শুধু বলতে থাকে, তোরা অনেক বড় নেতা হয়েছিস। রামকৃষ্ণ ঘোষের গোষ্ঠীকে সব শেষ করে দেব।' গোটা বাড়িতে তাণ্ডব চালিয়ে শেষে গ্রামবাসীদের বাধায় পালিয়ে যায় পুলিশ।

গোটা ঘটনা বুদবুদ থানার

পুলিশকে জানানো হলে, তারা ওই গ্রামে যায়নি বলে দাবি করে। এরপরেই সকাল হতে গ্রামের মানুষ দেবশালা পুলিশ ফাঁড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। কাদের মণ্ডলের অভিযোগ, আউশগ্রামের দাপুটে তৃণমূল নেতা শেখ লালন গত ২০২১ সালে সেপ্টেম্বর মাসের ৭ তারিখ দেবশালা গ্রামের তৃণমূলের যুব নেতা চঞ্চল বক্সিকে খুন করিয়েছিল। টাকার জোরে তিনি নির্দোষদের ফাঁসিয়ে দেন। একজনকে জেলে ঢুকিয়েছেন। আরও কয়েকজনকে খুন করার পরিকল্পনায় রয়েছে। শেখ লালন টাকা দিয়ে পুলিশকে কাজে লাগাচ্ছেন বলে তাঁর অভিযোগ।

তাঁর দাবি, এই ঘটনায় তৃণমূলের উচ্চ নেতৃত্ব বৈঠকে বসবে বলে জানিয়েছে। ঘটনার প্রসঙ্গে বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মা জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন চলে না। শাসকের আইন চলে। আউশগ্রাম তার ব্যতিক্রম না। তৃণমূল নেতাকে খুন করিয়েছিল তৃণমূল নেতাই। সেদিন ঘটনার সময় বীরভূমের দাপুটে নেতা অনুব্রত মণ্ডল গ্রামে গিয়ে বলেছিলেন কিছুই ঘটেনি। একবছর ধরে তিনি জেল খাটলেও, খাতায় কলমে আজও অনুব্রত মণ্ডল বীরভূমের জেলা সভাপতি। ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে।

ভিন রাজ্যে বেড়াতে এসে খুন!

একটি বাড়িতে ৩ জনের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পানাগড়ের রেলপাড়ে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার পুলিশ। মৃতরা হলেন ২৩ বছরের বয়সি সিমরন বিশ্বকর্মা, ৭০ বছরের বৃদ্ধা সীতা দেবী, ২১ বছরের যুবক সনু বিশ্বকর্মা। এঁদের সকলের বাড়ি ঝাড়খণ্ডে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মৃতরা সকলেই পানাগড়ের রেলপাড়ে এক ব্যক্তির বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। দুপুর বারোটা নাগাদ প্রতিবেশীরা একজনকে বাড়ির উঠোনে বাকিদের ঘরের ভেতরে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দিলে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। এলাকাবাসীদের দাবি, শুক্রবার সকালে একটি মোটরসাইকেলে করে একজন ব্যক্তি মাথায় হেলমেট পড়ে তাঁদের বাড়িতে ঢোকেন। কিছুক্ষণ পরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। কে বা কারা বাড়ি ঢুকে খুন করেছে, তার সঠিক তথ্য জানা যায়নি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করার পাশাপাশি ঘটনার তদন্তে নামে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের মোবাইল ফোন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে কোনও দুষ্কৃতী তাঁদের তিনজনকে হত্যা করেছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি ইস্ট কুমার গৌতম। তিনি জানিয়েছেন, তদন্ত শুরু হয়েছে।

মাখলায় শ্যামাপূজার উদ্বোধন সাংসদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: শুক্রবার রাতে হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা বাঘাযতীন ক্লাবের ৫৩ তম শ্যামাপুজোর উদ্বোধন করলেন এলাকার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'সবাইকে শুভ দীপাবলির প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। মা সবার মঙ্গল করুক এবং এইসঙ্গে দিল্লির বুকে যে অশুভশক্তি আছে, মা সেই অশুভ শক্তিকে সরিয়ে দিক। ধোকাবাজদের হাত থেকে মুক্ত করুন এই ভারতবর্ষকে, আবার সবাই বাক স্বাধীনতা ফিরে পাক।'

এই বস্ত্রদান অনুষ্ঠানে ৩০০ জন দুঃস্থকে বস্ত্র দান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রীরামপুর হুগলির সাংগঠনিক সভাপতি অরিন্দম গুঁই, বাঘাযতীন ক্লাবের সম্পাদক তথা উত্তরপাড়া পুরসভার সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, ক্লাব সভাপতি তপন ঘোষ, জেলা পরিষদ সদস্য সুবীর মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, বিশিষ্ট সমাজসেবী ডলি ঘোষ যাদব, ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মণ্ডল সহ বেশ কিছু কাউন্সিলররা।

কন্টিনেন্টাল ভালভ্স লিমিটেড

CIN : L29221WB1982PLC057718

রেজিস্টার্ড অফিস: ৭৫৬, আনন্দপুর, ইএম বাইপাস, কলকাতা-৭০০১০৭

ই-মেল: corp@titagarh.in; continentalvalves@gmail.com, টেলি: (০৩৩) ৪০১৯০৮০০; ফ্যাক্স: (০৩৩) ৪০১৯০৮২৩

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও ছয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৩২.৭৪	২৩৪.০২	১৪০.৩৫	৪৬৬.৭৬	২৫৭.৭৬	৭০৬.৬৫
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, এবং ব্যতিক্রমী দফাদি পূর্ববর্তী)	(১.৫৫)	৫.৩০	৩.০৮	৩.৭৫	৯.০২	১৫.১৫
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ববর্তী (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	(১.৫৫)	৫.৩০	৩.০৮	৩.৭৫	৯.০২	১৫.১৫
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	(১.২৬)	৩.৮৮	২.১২	২.৬২	৬.২৭	৯.৬২
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-র অন্তর্গর্ত] জন্য মোট ব্যাপক আয়	০.১৫	০.১৫	১.০০	০.৩০	২.০০	০.৬১
৬	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৮১.৪৪	৮১.৪৪	৮১.৪৪	৮১.৪৪	৮১.৪৪	৮১.৪৪
৭	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের ফেসভ্যালু) মৌলিক ও মিশ্রিত (বার্ষিকীকরণ হয়নি)	(০.১৬)	০.৪৮	০.২৬	০.৩২	০.৭৭	১.১৮

দ্রষ্টব্য:

(ক) উপরোক্ত বিষয়টি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক সময়ের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের সারাংশ। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে **www.cse-india.com)** পাওয়া যাবে।

(খ) ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পুনরিক্ষীত এবং ০৯ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখের সভায় পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত।

পরিচালন পর্ষদের আদেশানুসারে
ধরমবীর কুমার
হোল টাইম ডিরেক্টর
DIN No. 09555230

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৯ নভেম্বর, ২০২৩

অ্যাপেক্স ট্রেডার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স লিমিটেড

CIN No. U51909WB1980PLC033173

রেজিস্টার্ড অফিস: পোদ্দার পয়েন্ট, ১১তম তল, ১১৩, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬

ফোন নং: ০৩৩-৪০১৯ ০৮০০; ফ্যাক্স: ০৩৩ ৪০১৯ ০৮২৩; ই-মেল: corp@titagarh.in

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও যান্মাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			যান্মাসিক সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	০.০৬২	০.৩৯	০.৪১	১.০১	০.৬০	২.০৮
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, এবং ব্যতিক্রমী দফাদি পূর্ববর্তী)	-১.৮৭	-০.৩৫	-০.৭৮	-২.২২	-০.৯০	-২.০৭
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ববর্তী (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	-১.৮৭	-০.৩৫	-০.৭৮	-২.২২	-০.৯০	-২.৯৬
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	-১.৮৭	-০.৩৫	-০.৭৮	-২.২২	-০.৯০	-২.৯৬
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-র অন্তর্গর্ত] জন্য মোট ব্যাপক আয়	-১.৮৭	-০.৩৫	-০.৭৮	-২.২২	-০.৯০	-২.৯৬
৬	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০
৭	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের ফেসভ্যালু) মৌলিক ও মিশ্রিত (বার্ষিকীকরণ হয়নি)	-০.৯৩	-০.১৮	-০.৩৯	-১.১১	-০.৪৫	-১.৪৮

দ্রষ্টব্য:

(ক) উপরোক্ত বিষয়টি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও যান্মাসিক সময়ের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের সারাংশ। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও যান্মাসিক সময়ের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.cse-india.com)** থেকে পাওয়া যাবে।

(খ) ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও যান্মাসিকের উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং ০৯ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখের সভায় পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
পরমজিৎ কাউর ওয়ালিয়া
ডিরেক্টর
DIN: 02891474

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৯ নভেম্বর, ২০২৩

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড

CIN NO : L63090WB1989PLC099645

রেজিস্টার্ড অফিস: ৪, বি.বি.ডি. বাগ (পূর্ব), স্টিফেন হাউজ, কক্ষ নং ৫, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০০১

কর্পোরেট অফিস: ৫ম তল শালিন বিল্ডিং, নেহরু ব্রিজ কর্নারের নিকটে, আশ্রম রোড, আমেদাবাদ - ৩৮০০০৯

৩০/০৯/২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(টাকার অঙ্ক লাখে)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			ছয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩০ সেপ্টে. ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০ জুন ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০ সেপ্টে. ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩০ সেপ্টে. ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০ সেপ্টে. ২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ ২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২১২৭.০৬	২২৮৪.২২	১৫৫৬.২৪	৪৪১১.২৭	৩৬৫১.০২	৭৬৬৭.৫৪
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী দফার পূর্বে)	৬৮.৭৭	৩১.৭৭	৮৬.৫৪	১০০.৫৩	১৪৫.০১	৩৫২.৭০
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (অতিরিক্ত দফার পরে)	৬৮.৭৭	৩১.৭৭	৮৬.৫৪	১০০.৫৩	১৪৫.০১	৩৫২.৭০
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (অতিরিক্ত দফার পরে)	৪২.২২	১৩.৬৩	৬৬.৫৭	৫৫.৮৫	১১০.৭৬	২৭০.৯৩
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	৪৩.১১	১৪.৫২	৬৬.২৮	৫৭.৬৩	১১০.১৫	২৭৪.৮৭
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতি শেয়ার)	৪৯৭.৭৫	৪৯৭.৭৫	৪৯৭.৭৫	৪৯৭.৭৫	৪৯৭.৭৫	৪৯৭.৭৫
৭	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে) পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত উদ্বর্তপত্রে যেমন প্রদর্শিত				৬৯৩.৩৭		৬৩৫.৭৪
৮	শেয়ার প্রতি আয় - মৌলিক ও মিশ্রিত	০.৮৫	০.২৭	১.৩৪	১.১২	২.২৩	৫.৪৪

দ্রষ্টব্য :

১. উপরের স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলটি অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত এবং ০৯.১১.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

২. উপরের ফর্ম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জে জমাকৃত বিস্তারিত ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সারাংশ যা সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের বিএসই ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.frontlinecorporation.org -এ পাওয়া যাবে।

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
পবন কুমার আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN NO: 00060418)

স্থান: আমেদাবাদ
তারিখ: ০৯.১১.২০২৩

সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড

CIN - L65993WB1989PLC047002

রেজিস্টার্ড অফিস: আজিমগঞ্জ হাউস, ৩য় তল, ৭ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণি (পূর্বের ক্যামাক স্ট্রিট) কলকাতা-৭০০০১৭

দূরভাষ : ০৩৩-২২৮২ ৯৩৩০, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৮২ ৯৩৩৫

ই-মেল investors@sastasundar.com ● ওয়েবসাইট www.sastasundarventures.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(ইপিএস ব্যতীত লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
	সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য			সমাপ্ত অর্ধ বর্ষ		সমাপ্ত বর্ষ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য			সমাপ্ত অর্ধ বর্ষ		সমাপ্ত বর্ষ
	৩০-সেপ্টে-২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০-জুন-২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০-সেপ্টে-২২ (অনিরীক্ষিত)	৩০-সেপ্টে-২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০-সেপ্টে-২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৩ (নিরীক্ষিত)	৩০-সেপ্টে-২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০-জুন-২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০-সেপ্টে-২২ (পুনঃকৃত) (অনিরীক্ষিত)	৩০-সেপ্টে-২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০-সেপ্টে-২২ (পুনঃকৃত) (অনিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৩ (নিরীক্ষিত)
মোট আয় কার্যাদি থেকে (নিট)	-	-	-	-	-	-	৩৫,৮৪৯.৩৭	৩৩,৬০৪.৮২	২৫,৪২৯.৩৪	৬৯,৪৫৪.১৯	৪৪,৬২৮.৭৮	১,০৩,৯৮১.৮৪
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর, ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পূর্ব	(২১.১৪)	(৩৭.১৩)	(১৭.৩০)	(৫৮.২৭)	(২১.৪৭)	৬৪.৯৮	১,০৬৩.৬৪	১,৯০২.৮৩	(২৬২.৩১)	২,৯৬৬.৪৭	(১,৫১১.১৩)	(২,৯৩৮.৮৩)
কর পূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	(২১.১৪)	(৩৭.১৩)	(১৭.৩০)	(৫৮.২৭)	(২১.৪৭)	৬৪.৯৮	১,০৬৩.৬৪	১,৯০২.৮৩	(১,০৫২.৩৪)	২,৯৬৬.৪৭	(২,৩০১.১৬)	(৩,৭৩৫.২৮)
কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	(২১.১৪)	(৩৭.১৩)	(১৭.৩০)	(৫৮.২৭)	(২১.৪৭)	৬৪.৯৮	(১,২২০.৩৭)	(২৮.৫৮)	(২৮৫.৬৩)	(১,২৪৮.৯৫)	(২,৫০৯.৪৮)	(৯,৯৪৬.৯২)
সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় /(ক্ষতি)	(২২.২৫)	(৩৮.২৪)	(১৮.৩৫)	(৬০.৪৯)	(২৩.৫৭)	৬০.৫৫	(১,১৮৮.৫৭)	(৬৩.৪৯)	(২৯২.০২)	(১,২৫২.০৬)	(২,৫০৬.২৭)	(১০,০৬৬.৪৫)
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন(ফেসভ্যালু প্রতি শেয়ার ১০/- টাকা)	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫
পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	২৪,১৬০.৯১	-	-	-	-	-	৭২,১৫৮.৯৯
শেয়ার পিছু আয় (মৌলিক)	(০.০৬)*	(০.১২)*	(০.০৫)*	(০.১৮)*	(০.০৬)*	০.২০*	(২.৫৫)*	০.৪১*	(০.৩৯)*	(২.১৪)*	(৫.৯৫)*	(২২.৭০)*
শেয়ার পিছু আয় (মিশ্রিত)	(০.০৬)*	(০.১২)*	(০.০৫)*	(০.১৮)*	(০.০৬)*	০.২০*	(২.৫৫)*	০.৪১*	(০.৩৯)*	(২.১৪)*	(৫.৯৫)*	(২২.৭০)*

*বার্ষিকীকৃত নয়

দ্রষ্টব্য :

১. উপরেরটি ৩০ সেপ্টেমম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ছকের একটি সারাংশ, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ছক, স্টক এক্সচেঞ্জ (সমূহর) ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.bseindia.com এবং www. nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট- www.sastasundarventures.com এও পাওয়া যাবে।

২. আইএনডিএএস আইন অনুযায়ী ব্যতিক্রমী সমূহ লাভ ও ক্ষতির খাতায় বিন্যস্ত করা হয়েছে।

বোর্ডের পক্ষে
সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড
বি.এল মিত্তাল
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN - 00365809

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১০ নভেম্বর, ২০২৩

ASHIANA HOUSING LIMITED

Regd. Off. : 5F Everest, 46/C, Chowringhee Road, Kolkata - 700 071

Head off. : 304, Southern Park, Saket District Centre, Saket, New Delhi - 110 017, Telephone number : 011-4265 4265

Official E-mail : investorrelations@ashianahousing.com, Website : www.ashianahousing.com

CIN : L70109WB1986PLC040864

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON 30TH SEPTEMBER, 2023

(Rs. in Lakhs except stated otherwise)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter ended 30.09.2023 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2022 (Unaudited)	Half Year ended 30.09.2023 (Unaudited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter ended 30.09.2023 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2022 (Unaudited)	Half Year ended 30.09.2023 (Unaudited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)
1	Total Income From Operations	33,163	7,647	44,399	36,500	35,102	9,172	48,031	42,519
2	Net Profit/(Loss) For The Period (Before Tax, Exceptional And /Or Extraordinary Items)	3,482	(198)	4,741	3,236	3,538	(271)	4,839	3,432
3	Net Profit/(Loss) For The Period Before Tax (After Exceptional And /Or Extraordinary Items)	3,482	(198)	4,741	3,236	3,538	(271)	4,839	3,432
4	Net Profit/(Loss) For The Period After Tax (After Exceptional And /Or Extraordinary Items)	2,643	(89)	3,714	2,706	2,735	(181)	3,822	2,788
5	Total Comprehensive Income For The Period [Comprising Profit / (Loss) For The Period (After Tax) And Other Comprehensive Income (After Tax)]	2,652	(50)	3,747	2,782	2,752	(131)	3,872	2,878
6	Equity Share Capital	2,010	2,047	2,010	2,047	2,010	2,047	2,010	2,047
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserves, Securities Premium Account & Capital Redemption Reserve)	56,859	52,582	56,859	54,384	56,564	51,985	56,564	53,965
8	Securities Premium Account	14,359	19,958	14,359	19,958	14,359	19,958	14,359	19,958
9	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	12,436	10,513	12,436	12,763	12,436	10,513	12,436	12,763
10	Debt Equity Ratio	0.20	0.23	0.20	0.24	0.20	0.24	0.20	0.24
11	Earnings Per Share (Of Rs. 2/- Each) (For Continuing & Discontinued Operations)- Basic And Diluted	2.62	(0.05)	3.70	2.72	2.72	(0.13)	3.83	2.81
12	Debenture Redemption Reserve/ Capital Redemption Reserve*	37	NA	37	NA	37	NA	37	NA
13	Debt Service Coverage Ratio	1.38	0.46	1.70	1.35	1.40	0.31	1.73	1.39
14	Interest Service Coverage Ratio	8.32	0.53	5.83	2.20	8.44	0.36	5.91	2.26
15	Security Cover available**	6.06	5.33	6.06	5.25	6.39	5.52	6.39	5.47
16	Current Ratio	1.60	1.79	1.60	1.68	1.61	1.77	1.61	1.69
17	Long Term Debt to Working Capital Ratio	0.17	0.22	0.17	0.21	0.16	0.22	0.16	0.20
18	Bad Debts to Accounts Receivable Ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Current Liability Ratio	0.90	0.85	0.90	0.87	0.87	0.83	0.87	0.85
20	Total Debts to Total Assets Ratio	0.07	0.09	0.07	0.09	0.07	0.09	0.07	0.08
21	Debtors Turnover Ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Inventory Turnover Ratio	0.22	0.07	0.22	0.17	0.24	0.09	0.24	0.20
23	Operating Margin (%)	11.93%	2.88%	12.89%	16.28%	11.43%	1.64%	12.12%	14.46%
24	Net Profit Margin (%)	7.97%	-1.17%	8.37%	7.41%	7.79%	-1.97%	7.96%	6.56%
25	Net Worth	73,265	74,587	73,265	76,389	72,970	73,990	72,970	75,970

Notes :

1) The Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results for the Quarter and half-year ended as on 30th September, 2023 have been reviewed by the Audit Committee in it's meeting held on 10th November,2023 and approved by the Board of Directors at their meeting held on 10th November, 2023.

2) The above results are an extract of the detailed format of the Financial Results for Quarter and half-year ended on 30th September 2023 filed with stock exchanges pursuant to Regulation 33 & 52 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of both these results, standalone and consolidated, are available on the stock exchange website(s) NSE **www.nseindia.com**, BSE **www.bseindia.com** and on Company's website **www.ashianahousing.com**

3) All the line items referred in Regulation 52(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been reproduced here.

4) These results have been prepared in accordance with IND AS as per prescribed under Companies Act, 2013.

5) The company had bought back 18,27,242 equity shares with total consideration of Rs. 5,500 Lakhs which was paid to the eligible shareholders on 14th August 2023. Accordingly, EPS has been calculated proportionately.

* The requirement for creating Debenture Redemption Reserve is not applicable on the company as per MCA notification number G.S.R. 574 (E) dated 16th August 2019. Further, Capital Redemption Reserve is created due to Buyback in terms of the provisions of Companies Act, 2013.

The Company has not issued any preference shares.

** The secured NCDs issued in 2018 under Series No. AHL10.15%2023 with ISIN: INE365D07077 have been fully redeemed on 26th April 2023. Accordingly, the requirement of disclosure of security cover does not apply.

For and on Behalf of the Board
Ashiana Housing Limited
Varun Gupta
(Wholetime Director)

Place : New Delhi
Date : 10th November, 2023

ফরশোর রোডে বিধ্বংসী আগুন, ঘটনাস্থলে দমকলের দশটি ইঞ্জিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: শুক্রবার ভোর ছটা থেকেই কালো ধোঁয়াতে ভরে ওঠে হাওড়ার ফরশোর রোড এলাকা। স্থানীয় হাওড়া জুটমিলের একটি সুতোর কারখানাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি প্রায় আড়াই কিলোমিটার দূরে থেকেও আগুনের ধোঁয়া স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কালী পুজার আনন্দ একেবারে বদলে গেল আগুনে পোড়ার যন্ত্রণায়। কালী পুজার প্রাক্কালে উৎসব প্রিয় বাঙালির যেখানে সুখ, সমৃদ্ধির আরাধনার প্রস্তুতি নিচ্ছে, ঠিক তার আগেই বহু মানুষ সর্বস্বান্ত হল বলেই সূত্রের খ বর। শুক্রবার সকাল ৬ টা নাগাদ ফরশোর রোডের উপর অবস্থিত হাওড়ার জুটমিলে ঘটল বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। আগুনের তীব্রতায় ওঠা কালো ধোঁয়ায় ফরশোর রোডের চারপাশ ঢেকে যায়। আগুনের লেলিহান শিখা অনেক দূর থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ঘটনাস্থলের নিকটেই রয়েছে একটি রয়েছে পেট্রোল পাম্প। সেখ ানে আগুন ছড়ালে দুর্ঘটনা আরও ভয়াবহ হতে পারে ভেবে পেট্রোল পাম্প বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গোটা কারখানাটি চারদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে দমকলের আধিকারিকরা। চারদিক থেকেই জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে। যদিও এখনও আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার কোনো সম্ভাবনাই দেখতে পাচ্ছেন না দমকলের কর্মীরা। সেক্ষেত্রে আরও দমকলের গাড়ি আনা হতে পারে বলেই সূত্রের খ বর। আগুন দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা হাওড়া থানাতে খবর দিলে সেখান থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে একে একে দমকলের ১০টি ইঞ্জিন। ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়েছে হাওড়া ও শিবপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। ফরশোর রোডের একটা দিক সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম খেতে হচ্ছে দমকল কর্মীদের। কিভাবে আগুন লাগল তা এখনও স্পষ্ট করে না জানা গেলেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই হবে বলেই মনে করছেন দমকলের আধিকারিকরা। গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে। চারপাশে আগুন ছড়িয়ে পড়ার ভয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা যথেষ্টই আতঙ্কিত হয়ে আছেন। হাওড়া দমকল ডিপোর স্টেশন অফিসার আর কে শাহ জানান, 'আমাদের কাছে আগুন লাগার খবর আসলে আমরা ঘটনাস্থলে আসি। এসে দেখতে পাই অনেকগুলো কারখানাতে আগুন ধরেছে। কারখানার পাশেই একটি পেট্রোল পাম্প রয়েছে। সেটায় আগুন ধরলে বড় বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। আপাতত দশটি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ করছে। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানা সম্ভব না হলেও আগুনে কেউ আহত বা আগুনের মধ্যে আটকে পড়ার ঘটনা নেই।' পেট্রোল পাম্পের কর্মী শৈলেন্দ্র সিং বলেন, 'সকাল ৫ঃ৩০-৬ টা নাগাদ আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। ওই কারখানার পাশে একাধিক কারখানা রয়েছে। পাশেই পেট্রোল পাম্প রয়েছে। যদি আগুন সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত না হয় তাহলে এই পাম্পেও আগুন ধরবে। দমকল একটু দেরিতে হলেও সব গাড়ি চলে আসে।'

সাতসকালে আগুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যথেষ্টই আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারা। বহু উৎসুক জনতা আগুন লাগার ঘটনাস্থলে জড়ো হয়ে ঠিক কি ঘটেছে দেখতে ভিড় করেন। এখনও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ চলছে, পাশপাশি অপার ফরশোর রোড পুলিশ, প্রশাসনের পক্ষ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ঘুসুরির হনুমান জুটমিলে ভেঙে পড়ল মিলের ছাদ, আহত একাধিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ঘটনাবহুল শুক্রবারে ফরশোর রোডের আগুনের ঘটনার মধ্যেই আরেকটি দুর্ঘটনা ঘটল হাওড়ার আরেকটি জুটমিলে। আচমকাই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে হনুমান জুটমিলের পুরানো ছাদ। ঘটনায় একাধিক শ্রমিক আহত হয়েছে বলেই সূত্রের খবর। দু'জন শ্রমিককে ওই চাপা পড়া অংশ থেকে উদ্ধার হয়েছে বলেই সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে। জেসিবি মেশিন দিয়ে ধ্বংসস্তুপ সরানোর কাজ চলছে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে মালি পাঁচ ঘড়া থানার পুলিশ অধিকারিকরা। শুক্রবারের দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে জুটমিল চত্বরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে মিলের পুরনো ছাদের উপর অবৈধভাবে ঘর তৈরি করার কাজ চলছিল। মিলের ওই অংশ কমজোর হওয়ার কারণে ভার নিতে না পেরে ওই অংশটি ভেঙে পড়ে। ভাঙা পড়া ওই অংশে শ্রমিকদের চাপা পড়ে থাকার আশঙ্কা প্রকাশ করছে মিলের শ্রমিকরা। স্থানীয় বাসিন্দা রাহুল রায় বলেন, ' এই জুটমিলের ওই অংশে অবৈধ ভাবে নির্মাণ কাজ চলছিল। বহু পুরাতন এই মিলে রক্ষণাবেক্ষণের কোনো কাজ না করেই এই নির্মাণ কাজ চালানো হচ্ছিল। সকাল ৬ টা নাগাদ একজন শ্রমিক ওই অংশে থাকা মেশিনে কাজ করে যায়। সকাল ৬০৫ মিনিটে আচমকাই মিলের ওই অংশটি ভেঙে পড়ে। তিনজন শ্রমিক ঘটনায় অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পায়। পুরনো বিল্ডিং মেরামত না করেই অবৈধ নির্মাণের জেরেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।' মেশিন সহ মিলের একটা অংশ ভেঙে পড়ার আওয়াজে আশেপাশের বাসিন্দারাও ভিড় জমায় মিলের সামনে। হাওড়ার ঘুসুরি জুটমিলের ছাদ ভেঙে পড়ার পর উদ্ধার কাজের সময় বাঁকুড়ার বাসিন্দা নিখিল সরদার নামের একজন ব্যক্তি এই ধ্বংসস্তুপের তলায় চাপা রয়েছে বলে অনুমান করছেন কারখানার কর্তৃপক্ষ। অপর একজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাওড়া হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়।

মহুয়া মিত্র বিতর্কে তোপ লকেট চট্টোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: শুক্রবার হাওড়া স্টেশনের সামনে বাপুজি পার্কে পূর্ব রেলের এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে এসে মহুয়া মিত্র বিতর্কে নিজের কড়া অবস্থান স্পষ্ট করলেন হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। তিনি স্পষ্ট বলেন, 'রাজনীতি রাজনীতির স্থানে থাকবে, রাজনীতিতে একে অপরের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলতে পারে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল উনি দুবাইতে অন্য কাউকে তার সাংসদ ডোমেনের আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়েছেন কিনা! দুবাই থেকে লগ ইন হয়েছিল কিনা! এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। দেশকে নিয়ে ছিনিমিনি খেললে সব দলের উচিত এই প্রশ্নে এক জোট হয়ে এর বিরুদ্ধে মারাত্মক শাস্তি গ্রহণ করা উচিত। এটা রাজনীতি নয়, যে কোনো রাজনৈতিক দল থেকে নির্বাচিত হয়ে এসে সংবিধানের নামে শপথ নেওয়ার পর দেশের সুরক্ষার প্রশ্ন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়।' পাশপাশি বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর মহিলাদের প্রতি অসম্মাজনক টিপ্পিনির প্রতিবাদ জানিয়ে লকেট বলেন, 'বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর মতো পদে বসে এই ধরনের বক্তব্য যথেষ্টই অসম্মানজনক। দলমত নির্বিশেষে এর প্রতিবাদ হওয়া উচিত। বিধানসভায় স্পিকারের সামনে দাঁড়িয়ে উনি এই ধরনের মহিলাদের প্রতি অসম্মানজনক কথা বলার জন্য ওনার বিধায়ক পদ থেকে বরখাস্ত হওয়া উচিত। নীতিশ কুমারের উচিত মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া।'

> রাজনীতি রাজনীতির স্থানে থাকবে, রাজনীতিতে একে অপরের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলতে পারে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল উনি দুবাইতে অন্য কাউকে তার সাংসদ ডোমেনের আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়েছেন কিনা! দুবাই থেকে লগ ইন হয়েছিল কিনা! এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

নাক-কান-গলা কাটাদের বুথে বসতে দেওয়া যাবে না: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নাক কাটা, কান কাটা কিংবা গলা কাটাদের বুথে বসতে দেওয়া যাবে না। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে শুদ্ধিকরণের বার্তা দিয়ে শুক্রবার এমনই নিদান দিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের লড়াকু সাংসদ অর্জুন সিং। সাংসদের দাবি, সভ্য ভদ্র মা-দিদিদের এবং স্বচ্ছ ভাবমূর্তির প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য কিংবা প্রাক্তন কাউন্সিলরদের বুথে বসাতে হবে। এখানেই থেমে থাকেননি ব্যারাকপুর কেন্দ্রের জনদরদী সাংসদ। ভোট ব্যাংক ধরে রাখতে এদিন তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, টেস্টেড কর্মী যারা সিপিএমের হাতে অত্যাচারিত। যাদের বাড়ি ঘর ভাঙচুর হয়েছে। যাদের বাড়িতে লুঠপাট হয়েছে। যাদের পরিবারের সদস্য খুন হয়েছেন সেইসকল কর্মীদের গুরুত্ব দিতে হবে। এদিন তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর জনমুখী প্রকল্পগুলো মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। সাংসদের হুঁশিয়ারি, বাড়িতে বসে রাজনীতি করা বন্ধ করতে হবে। নিত্যদিন দলীয় কার্যালয়ে বসে মানুষের কথা শুনতে হবে। এদিন সন্ধেয় জগদ্দল শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা হিমাংশু সরকার বলেন, দলের পুরনো কর্মীরা অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছেন। দলের দুর্দিনের মাদার, যুব ও ছাত্রদের এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

শ্যামনগরে কালী পুজোর উদ্বোধন করলেন সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ব্যারাকপুর: শুক্রবার রাতে শ্যামনগর ঝাউতলা ব্যারিস্টার বাগান আমরা ক'জন কমিটির কালী পুজোর উদ্বোধন করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। পুজোর উদ্বোধনে এসে সুকান্ত মজুমদার বলেন, চুরি করার জন্য একশো দিনের কাজের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে যারা চুরি করেছেন তারা গ্রেপ্তার হলে, একশো দিনের কাজের টাকা আদায়ে তারা বাংলার হয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরবার করবেন। এদিনের পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, রাজ্য যুব মোর্চার সম্পাদক উত্তম অধিকারী, জেলা সম্পাদক পল্লব কান্তি দাস ও কুন্দন সিং, প্রাক্তন জেলা সভাপতি সন্দীপ ব্যানার্জি।

সিনক্লেয়ার্স হোটেলের অর্ধবর্ষ ইবিআইডিটিএ ২৯.৮ বেড়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিনক্লেয়ার্স হোটেলস লিমিটেডের পেশ করা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া অর্ধ বছরের হিসাবে মোট আয় ৩২১৪.৪৯ লক্ষ টাকা (২,৭৯৮.৪৪ লক্ষ টাকা) এবং ইবিআইডিটিএ ১,৫৮১.৭৬ লক্ষ টাকা (১,২১৮.৪৮ লক্ষ টাকা)। পূর্ববর্তী বছরে একই ছয় মাসের হিসাবে কর প্রদানের আগে লাভ ছিল ১২৬২.৮৬ লক্ষ টাকা (৯৪৫.৯৩ লক্ষ টাকা) যেখানে কর প্রদানের পরে লাভ ছিল ৯৭৪.৬৯ লক্ষ টাকা, ৭২৮.৪৯ লক্ষ টাকার বিপক্ষে।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে শেষ ত্রৈমাসিকের হিসাবে, কোম্পানির পেশ করা মোট আয় ১০৩১.৪৬ লক্ষ টাকা, পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের হিসাবে ৯৩০.৩৬ লক্ষ টাকার ওপর ১০.৮৭ শতাংশ বেড়েছে। ইবিআইডিটিএ-র ত্রৈমাসিক হিসাব ২৯৪.৬৯ লক্ষ টাকা (৩২৮.১২ লক্ষ টাকা) এবং কর প্রদানের আগে লাভ ১৩৫.৫২ লক্ষ টাকা (১৯০.৩৯ লক্ষ টাকা), যখন ত্রৈমাসিকের হিসাবে কর পরবর্তী লাভ ১২৭.০৬ লক্ষ টাকা (১৫৫.৯২ লক্ষ টাকা)।

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া সময়ের পরে, কোম্পানি প্রতিটি ২০০ টাকা মূল্যের শেয়ারে প্রতিটি ফেস ভ্যালু ২ টাকায় ১৫,২০,০০০ ইক্যুইটি শেয়ার বাইব্যাক সম্পূর্ণ করে। ২৫ অক্টোবর, ২০২৩-এ কেনা সমস্ত ইক্যুইটি শেয়ার প্রশমিত করা হয়। তারপর বাইব্যাক করার পরে ইক্যুইটি শেয়ারের সংখ্যা কমে ২,৫৬,৩০,০০০ হয়ে যায় এবং সেই অনুযায়ী, পরিশোধিত শেয়ার মূলধন কমে দাঁড়িয়েছে ৫১২.৬০ লক্ষ টাকা।

মাঝেরহাট স্টেশন পরিদর্শন করলেন কলকাতা মেট্রোর জিএম

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার: সকালে কলকাতা মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি জোকা-এসপ্ল্যানেড করিডর অর্থাৎ পার্পল লাইনের মাঝেরহাট মেট্রো স্টেশন পরিদর্শন করেন। সেখানে রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড অর্থাৎ আরভিএনএল-এর আধিকারিকরা তাঁকে সাম্প্রতিক সময়ে কাজের অগ্রগতি এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সমস্ত বকেয়া কাজ শেষ করার পরিকল্পনার কথাও জানান। এদিন পরিদর্শনের সময় কলকাতা মেট্রোর জিএম পূর্ব রেলের মাঝেরহাট স্টেশনের সঙ্গে প্যাসেঞ্জার ইন্টারচেঞ্জিং পয়েন্ট, সম্পত্তি উন্নয়ন ইউনিট, প্ল্যাটফর্ম লেভেল, প্রস্তাবিত এএফসি-পিসি গেট, ভায়াডাক্ট ছাড়াও নানা কিছু পরিদর্শন করেন। এদিন এই পরিদর্শনের পর কলকাতা মেট্রো রেলের জিএম পি উদয় কুমার রেড্ডি আরভিএনএল-এর একডিকিউটিভ ডিরেক্টর অমিত রায় এবং আরভিএনএল আধিকারিকদের সঙ্গে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন।

কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হচ্ছে যে, মাঝেরহাট মেট্রো স্টেশন চালু হলে কলকাতা ও তার আশেপাশের হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হবেন।

এদিনের এই বৈঠকের পর কলকাতা মেট্রো রেলের শীর্ষকর্তা মেট্রো রেলের প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার এবং এজিএম ভি কে শ্রীবাস্তব এবং মেট্রো ও আরভিএনএল-এর অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে পার্পল লাইনের মাঝেরহাট-মমিনপুর অংশের কাজও পরিদর্শন করেন। মাঝেরহাট মেট্রোর কাজ খতিয়ে দেখে কলকাতা মেট্রোর জিএম সন্তোষ প্রকাশ করে সকলকে দ্রুত কাজ শেষ করার পরামর্শও দেন।

পশ্চিম গাজিপুরের চক্রবর্তী পরিবারের জোড়া কালীপুজো

অসীম কুমার মিত্র, আমতা

আজও প্রতি অমাবস্যায় গভীর রাতে মায়ের পায়ের নূপুরের শব্দ শুনতে পান জোড়া কালীতলার বাসিন্দারা। হাওড়া জেলার আমতা দু' নম্বর ব্লকের অধীন গাজিপুর গ্রাম। আমতা থানার অন্তর্গত এই গ্রামের ইতিহাস বহু প্রাচীন।

আনুমানিক ৫০০ বছর আগে বর্ধমানের মহারাজার সঙ্গে বন্দোপাধ্যায় পরিবারের প্রথম পুরুষ এবং তৎকালীন বর্ধমান মহারাজার রাজ পুরোহিত সীতানাথ বন্দোপাধ্যায় এবং তাঁর ভাই সাধক ওঙ্কারনাথ বন্দোপাধ্যায় নৌকা করে বেড়াতে আসেন গাজিপুরে। পরের দিন সকালে মহারাজ যখন বর্ধমানে রওনা দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেছিলেন, সেসময় সাধক ওঙ্কারনাথ গাজিপুর থেকে আর ফিরে যেতে চাইছিলেন না। মহারাজা কারণ জানতে চাইলে ওঙ্কারনাথ জানান, গত রাতে মা তাঁকে স্বপ্নাদেশ দেন যে, মাটির ওই উঁচু ঢিবির নীচে থেকে (বর্তমানে যে জায়গায় মায়ের মন্দির রয়েছে) তাঁকে তুলে এনে ওই জায়গায় প্রতিষ্ঠা করে পুজো করতে।

পরে মহারাজা সীতানাথকে নিয়ে গাজিপুর এলেন এবং গাজিপুরের সেই স্থানেই উঁচু ঢিবি থেকে মাকে (বিশেষ ধরনের এক ধাতুর তৈরি মায়ের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ) উদ্ধার করে মায়ের মন্দির এবং সীতানাথদের বাসস্থান নির্মাণ করে দিলেন। সেই থেকে শ্যামা মায়ের পুজো শুরু এবং আজ অবধি তা বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। সীতানাথবাবুর চার পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যিনি কেবল তাঁর বংশধরেরাই সাধক ওঙ্কারনাথের অবর্তমানে পুজোর সময় মায়ের সামনে পাতা আসনে বসার অধিকারী।

প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে এই পরিবারের এক কর্তার সঙ্গে পরিবারের বাকি সদস্যদের পুজো বিষয়ে মতান্তর হওয়ায় ওই কর্তা আলাদা ভাবে একই রকম প্রতিমা নির্মাণ করেন, একই নিয়ম মেনে ওই চৌহদ্দির মধ্যেই পুজো শুরু করেন। সেই থেকে চক্রবর্তী পরিবারের পুজো জোড়া কালীপুজো হিসাবে পরিচিতি পায় এবং ওই জায়গাটি জোড়া কালীতলা নামে পরিচিতি লাভ করে। শুরুর দিকে পুজোর দিনে নৈবেদ্য হিসাবে ৬ মন ১০ সের চাল দেওয়া হত। তখন এই ব্যবস্থা করে দিতেন বর্ধমান মহারাজা নিজেই। বর্তমানে

নৈবেদ্য দেওয়া হয় ২ মন চালের। বলি প্রথা আছে এখানে। প্রতি বছর একটি করে পাঁঠা বলি হয় এবং সেটা আবশ্যিক। পুজোর প্রথম দিনে পঞ্চব্যাঞ্জন ও মাছের ভোগ মাকে অর্পণ করা হয়। পরের দিন অর্থাৎ বিজয়ার দিন সকালে মাকে নিবেদন করা হয়, পান্তাভাত আর কাসুন্দি দিয়ে শোল মাছ। এটা এই পরিবারের চিরপ্রথা। পরিবারের বর্তমান সদস্য শুকদেব চক্রবর্তী জানালেন, মায়ের নিত্যপুজো তিনিই করেন। গাজিপুরে সর্বপ্রথম কালীপুজো হয় তাঁদের পরিবারেই। মা এখানে খুবই জাগ্রত এবং গোটা গ্রাম সেটা মানে। এখানে মায়ের প্রতিষ্ঠা করা পুকুরের নাম কালীপুকুর। ওই পুকুরের জল নিয়ে মায়ের পুজোর যাবতীয় কাজ করা হয়। কালী পুকুরের জল খুবই পবিত্র। চক্রবর্তী পরিবারের এই পুজোর প্রতিমা গড়ার মাটি ওঠে দুর্গাপুজোর দশমীর দিনে। প্রতি মাসের অমাবস্যায় পঞ্চমুন্ডি বেদীতে মায়ের আরাধনা হয়। পরিবারের বর্তমান গৃহকর্তী শুকদেববাবুর স্ত্রীর কথায়, 'মা আমাদের বড়ই আদরিনী, মাকে নিয়েই আমাদের বেচেঁ থাকা। আজও গভীর রাতে মায়ের পায়ের নূপুরের ধ্বনি আমরা শুনতে পাই।'

বাতাসের গুণগত মান বেড়েছে

আপাতত জোড়-বিজোড় নীতি চালু হচ্ছে না দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর: এখনই চালু করা হচ্ছে না গাড়ির জোড়-বিজোড় নীতি। জানিয়ে দিল দিল্লি সরকার। দূষণ পরিস্থিতির কথা ভেবেই জোড়-বিজোড় নীতি চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সরকার। আগামী ১৩ নভেম্বর থেকে এই নিয়ম চালু করার কথা ছিল। কিন্তু দিল্লি সরকার জানিয়েছে, রাজধানীতে বাতাসের গুণগত মানের উন্নতি হয়েছে। তাই এখনই এই পথে হাঁটছে না তারা। তবে পাশাপাশি তারা এটাও জানিয়েছে যে, দীপাবলির পর বাতাসের গুণগত মান কেমন থাকে সেই পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে জোড়-বিজোড় নীতি চালু করা উচিত কি না, সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ঘটনাচক্রে, দিল্লির দূষণ পরিস্থিতি নিয়ে কী পদক্ষেপ করছে সে বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটি হলফনামা দিয়েছিল দিল্লি সরকার। সেই হলফনামায় দূষণ সামলাতে জোড়-বিজোড় নীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, জোড়-বিজোড় নীতি চালু করে আদৌ দূষণ ঠেকানো সম্ভব নয়। এই নীতি চালু করলে তার প্রভাব যে বিশাল কিছু হবে, তেমন তারা মনে করছে না বলেই পর্যবেক্ষণ আদালতের।

দিল্লির সরকারের দাবি, রাজধানীর বাতাসের গুণগত মানের উন্নতি হওয়ায় এই পরিকল্পনা থেকে আপাতত সরে আসছে তারা। সোমবার দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী গোপাল রাই ঘোষণা করেছিলেন, ১৩-২০ নভেম্বরের মধ্যে জোড়-বিজোড় নীতি চালু করা হবে। কিন্তু তার তিন পরেই উল্টো সুর শোনা গেল তাঁর মুখে।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাত থেকে দিল্লিতে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আর তাতেই কিছুটা ‘স্বস্তি’ ফিরেছে রাজধানীতে। বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে। পরিবেশবিদরা আগেই জানিয়েছিলেন, বাতাসের গুণগত মান উন্নত হতে পারে বৃষ্টি হলেই। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টির কারণে দূষণের মাত্রায় বিশেষ হেরফের না-হলেও বিষ-ধোঁয়ার চাদর অনেকটা কেটে গিয়েছে বলে দাবি করেছেন অনেকেই।

শুক্রবারও অবশ্য দিল্লিতে বাতাসের গুণমান ‘ভয়াবহ’ পর্যায়েই ছিল। সকাল ৭টার পরিসংখ্যান অনুসারে সামগ্রিক ভাবে দিল্লিতে বাতাসের গুণমান (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বা একিউআই) ৪০৭। বাতাসের গুণমানের নিরিখে সব চেয়ে খারাপ পরিস্থিতি অশোক বিহারে (৪৪৩)। তার পরে রয়েছে আনন্দ বিহার (৪৩৬), রোহিণী (৪২৯) এবং পঞ্জাবি বাগ (৪২২)।

E-tender notice invited by the Prodhan Deypara Gram Panchayet, Shimultala, P.O. Krishnagar, Nadia. E-tender no WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-26/23-24 under 15th FC Fund 2023-24 (Untied) (2nd Call) Date: 08-11-2023 Memo No. 445/DEY/2023-24. Last date of submission BID 28/11/2023 at 2.00 P.M. Technical Bid opening 30/11/2023 at 03.00 P.M. More details please contact to the office or visihttps://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Deypara Gram Panchayet
Shimultala, Krishnagar, Nadia.

E-tender notice invited by the Prodhan Deypara Gram Panchayet, Shimultala, P.O. Krishnagar, Nadia. E-tender no: WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT- 24/23-24 GWM (SBMG-II Fund 2023-24) (3rd Call) Date: 08-11-2023 Memo No. 443/DEY/2023-24. Last date of submission BID 28/11/2023 at 2.00 P.M. Technical Bid opening 30/11/2023 at 03.00 P.M. More details please contact to the office or visit https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Deypara Gram Panchayet
Shimultala, Krishnagar, Nadia.

E-tender notice invited by the Prodhan Deypara Gram Panchayet, Shimultala, P.O. Krishnagar, Nadia. E-tender no: WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT- 28/23-24 GWM (SBMG-II Fund 2023-24) Date: 10-11-2023 Memo No.449/DEY/2023-24. Last date of submission BID 28/11/2023 at 12.00 Noon. Technical Bid opening 30/11/2023 at 02.00 P.M. More details please contact to the office or visit https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Deypara Gram Panchayet
Shimultala, Krishnagar, Nadia.

E-tender notice invited by the Prodhan Deypara Gram Panchayet, Shimultala, P.O. Krishnagar, Nadia. E-tender no: WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-27/23-24 under 15th FC Fund 2023-24 (Tied & Untied) Date: 10-11-2023 Memo No. 448/DEY/2023-24. Last date of submission BID 28/11/2023 at 12.00 Noon. Technical Bid opening 30/11/2023 at 02.00 P.M. More details please contact to the office or visit https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Deypara Gram Panchayet
Shimultala, Krishnagar, Nadia.

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT EOI NOTICE

e-Tender are invited by the Chairman Nabadwip Municipality EOI Title:REV/NM/EOI-7e/2023-24,.ID:2023_MAD_603976_1 Last Date of receiving application 01/12/2023 Up to 6:00 P.M. N.B. Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site http://wbtenders.gov.in this advertisement is also given http://nabadwipmunicipality.in

Sd/- Chairman
Nabadwip Municipality

Bahirgachi Gram Panchayat

Publish Tender Notice

E-tender notice is hareby invited on behalf of Prodhan, Bahirgachi GP, Post- Hat Bahirgachi, Dt.- Nadia vide **NIT No- 14(e)/BGP/SBM(G)-II/2023, date- 10-11-2023**. Last date of submission Tender documents on **22-11-2023.** Details information are available in **www.etender.wb.nic.in**

Sd/- Prodhan
Bahirgachi Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

[illegible] (MISC-181/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in [illegible]

[illegible] @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Diamond Harbour, South 24 Pgs. Invites e-Tender for execution of 3 (Three) Nos. of work from outside bonafide and resourceful contractors having credential of similar nature of work. **NIT No.-WBMAD/ULB/DHM/NIT-09/325(e)/2023-24. Viz. memo no.-K-12(Ten)/A-628/DHM dated-09/11/2023.** Last date of online submission : **25/11/2023.** Detailed information available in the departmental website : **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-Chairman,
Diamond Harbour Municipality

Press Notice

e-Tender are hereby invited fro[m] bonafide experienced reliable co[n]tractor for soil conservation wo[rk] Notice issued (3 nos) from the of[fice] of (i) Dy. D. A. (Soil Cons.) KR[VP] Purulia for 04(e) /SC/KRVP/ 202[3-]24; Dt 10/11/2023; (ii) Asstt. D. [A.] (Admn) Soil Cons., Purulia for 04[(e)] /Soil Cons-Extn/2023-24; D[t] 08/11/2023; (iii) Asstt. D. A. (Adm[n]) Soil Cons., DPAP, Purulia for N[IT] No- 04(e) /Soil Cons- DPAP/202[3-]24; Dt 08/11/2023. For details visit: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- A. Acharjee
Deputy Director of Agriculture (S. C.)) KRVP, Purulia

E-tender notice invited by the Prodhan Deypara Gram Panchayet, Shimultala, P.O. Krishnagar, Nadia. E-tender no: WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT- 25/23-24 GWM (SBMG-II Fund 2023-24) Date: 08-11-2023 Memo No. 444/DEY/2023-24. Last date of submission BID 28/11/2023 at 2.00 P.M. Technical Bid opening 30/11/2023 at 03.00 P.M. More details please contact to the office or visit https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Deypara Gram Panchayet
Shimultala, Krishnagar, Nadia.

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি সিইই (ডব্লুএস)/কেজিপিডব্লু, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নে উল্লিখিত তারিখে বেলা ৩.৩০ মিনিটের মধ্যে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং বিকাল ৪টায় খোলা হবে। **ই-টেন্ডার নোটিস নম্বর ঃ ই-৪৮-ডিওয়াইসিইইকেজিপিডব্লু-এম৪সিজি-২৩-২৪, তারিখ ঃ ০৮.১১.২০২৩।** **কাজের নাম ঃ** ইওজি পাওয়ার কার-এর জন্য গ্রিভস্ নির্মিত ডিজেল ইঞ্জিন-এর এম৪ রক্ষণাবেক্ষণ সূচির সম্পাদন। **কাজের আনুমানিক খরচ ঃ** ২,০৬,৭০,৮১৫.৬৪ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ২,৫৩,৪০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.১২.২০২৩ তারিখ বিকাল ৪টা। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ www.ireps.gov.in**। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশন-এর জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **অফার জমা দেওয়ার সময়কালঃ** টেন্ডার বন্ধের তারিখের ১৫দিন আগে থেকে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত টেন্ডারদাতাগণ তাদের অফার জমা করতে পারেন। **(PR-798)**

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites e tender vide memo no. **WBMAD/ CM/ UHWC/ PWD/NIT-16/23-24 & Tender Id.2023 MAD_ 603505_1**for renovation of UH&WC. For further information please visit **www.wbtenders.gov.in**

Tender Notice

Percentage rate Tender invited vide **NIeT No- 03/2023-24/15th FC (Tied), 04/2023-24/15th FC (Un-Tied), 05/2023-24/15th FC (Tied), with vide memo no- 816 NIT/Tied/ Nowdapanur, 817/ NIT/United/ Nowdapanur, 819/ NIT/ Tied/ Nowdapanur, Dated-09/11/2023** by the Prodhan Nowdapanur Gram Panchayat. Last date of Submission of bid **21/11/2023 upto 9.00 pm.** For details logging on to **https://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.

Sd/- Prodhan
Nowdapanur G.P.
Berhampore, MSD

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites e tender vide memo no. **WBMAD/CM/PWD/NIT-17/HCKS/23-24 & Tender Id.2023_MAD_603707_1** for supplying of 42 nos. Hand Compression Knapsack sprayer. For further information please visit **www.wbtenders.gov.in**

OFFICE OF THE

NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT

UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungramgp@gmail.com

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) **No: NGP-08/2023-24 Dated: 10.11.2023**The last date for online submission of tender is **28.11.2023 UPTO 15.00**.For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Rina Sarkar Das
(Prodhan, Natungram G.P.)

NOTICE

NIT- 11 of 2023-24(2nd call) vide Memo No- 1732/E2B/2023-24 Dated- 10.11.2023 for 1 no work for construction of ACR, Girls Toilet & Dinning Hall at Paniparul Mukteswar High School fund RIDF XXIX has been invited under Egra-II Block.

Last date time of Application of Tender- 30.11.2023 upto 09:00 AM. For details log on to www.wbtenders.gov.in

Sd/- Block Development Officer,
Egra-II Development Block

Somaspur-I Gram Panchayat

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are being invited from eligible contractors vide following ID

e-Tender ID No	Bid Submission End Date & Time
2023_ZPHD_604104_1	20-Nov-2023 03:00 PM
2023_ZPHD_604104_2	20-Nov-2023 03:00 PM

For details visit website ***https//wbtenders.gov.in,*** for any other query please visit the office of undersigned in working hours.

Sd/- Pradhan
Somaspur-I Gram Panchayat

BARRACKPORE MUNICIPALITY

B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
EOI NOTICE

EOI Notice No. 01/23-24/BMMS (PWD) Dated 10.11.2023.
Expression of Interest (EOI) is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for 'Operation and Maintenance of a Diagnostic Centre at Biraj Mohini Matrisadan and ESOPD managed by Barrackpore Municipality'. Last date of submission of EOI: **28.11.2023 up to 3.00 p.m.** The detail notice may be seen in the **www.bkpmuty.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

Jagadishpur Gram Panchayat

Jagadishpur Hat, Howrah

Notice Inviting e-Tender

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- i) WB/HOW/BJPS/JGP/NIT-10/2023-24, Date: 10.11.2023. Fund: BEUP.** Bid Submission Start Date: **10.11.2023 at 04.00 PM.** Last Date of Bid Submission: **25.11.2023 up to 02.00 PM.** Date of Opening: **28.11.2023 at 11.00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Jagadishpur Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LT[D]
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700[001]

NIeT- 132 to 142/23-24 Dated. 10-11-2023

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Purba Medinipur, Murshidabad, North 24 Parganas, Burdwan, Malda and Bankura District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **11-11-2023 after 9.00 am** Bid submission end date- **24-11-2023, 25-11-2023 & 01-12-2023 before 3.00,5.00 & 6.00 pm** as per NIeT.
Dater: 10.11.2023 **Sd/- Executive Engi[neer]**

হাওড়া ডিভিশনে রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

হাওড়া ডিভিসনের অধিক্ষেত্রে হাওড়া–বর্ধমান কর্ড, হাওড়া–ব্যান্ডেল–নৈহাটি, বর্ধমান–হাওড়া এবং খানা–গুমানি শাখায় ট্র্যাক, ওএইচই এবং সিগন্যাল রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য **১২.১১.২০২৩ (রবিবার)** তারিখে ইন্টিগ্রেটেড **মেগা ট্র্যাফিক ও পাওয়ার ব্লকের** প্রয়োজন হবে। এর ফলে, **১২.১১.২০২৩ (রবিবার) তারিখে** ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ঃ–

- **ট্রেন বাতিল (১২.১১.২০২৩) ঃ হাওড়া থেকে ঃ** ৩৬৮২৫, ৩৭৩১৫। **বর্ধমান থেকে ঃ** ৩৬৮৪২। **তারকেশ্বর থেকে ঃ** ৩৭৩২৬। **ব্যান্ডেল থেকে ঃ** ৩৭৭৪৯, ৩৭৫৩২। **নৈহাটি থেকে ঃ** ৩৭৫৩১। **কাটোয়া থেকে ঃ** ৩৭৭৪৮, ০৩০৯৫। **আজিমগঞ্জ থেকে ঃ** ০৩০৯৬।
- **ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ (১২.১১.২০২৩) ঃ (১) ১৩০১৫ হাওড়া–জামালপুর কবিগুরু এক্সপ্রেস** ট্রেনটিকে যাত্রাপথে ৪০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা হবে। **(২) ১২৩৪৭ হাওড়া–রামপুরহাট শহিদ এক্সপ্রেস** ট্রেনটিকে যাত্রাপথে ১০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা হবে। **বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ** স্পেশাল বা দেরিতে চলা ট্রেন এবং পুনরায় কোনও নতুন চালু করা ট্রেন/পার্সেল ট্রেন/ টিওডি, ব্লক চলাকালীন যদি থাকে, যাত্রাপথে উপযুক্তভাবে পথ পরিবর্তন করবে/নিয়ন্ত্রিত হবে। যাত্রীদের স্টেশনে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে ঘোষণা শুনতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে
অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

---

e- NoticeTender Inviting

e-N.I.T. No.:- 1,4,7,11 & 12 of 2023-24 (4th, 3rd, 2nd Call (Mem[o] 659, 660, 4492, 655 & 656/Deb PS, Dated- 08.11.2023, 07.11.2023 Last Date & Time of submission tender documents:-23.11.20[23,] 25.11.2023 & 22.11.2023 upto 18:00 hrs.
Details may be had from the office in official date & time **www.wbtenders.gov.in,**

Sd/-
Block Dev. Officer/Executive Officer
Debra Dev. Block/Debra Panchayat Samiti

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/362/23-24 Dated 09.11.2023	Construction of concrete road and drain at connecting road between school road & bye pass near house of Kartik Nag at ward no-25 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 3,62,581.00

Bid Submission end date: **23.11.2023 at 12-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

OFFICE OF THE PRODHAN

DANGAPARA GRAM PANCHAYAT

UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ PANCHAYAT SAMITY RAMPU[R]
HASANPURI, MURSHIDABAD, PIN-742302
e-mail: dangapara.gp@gmail.com

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) **No: 03/DGP/2023- 24, Dated: 06-11-2023.** The last date for online submission of tender is **20-11-2023 (Monday) up to 16:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Nasima Khatun
(Prodhan, Dangapara G.P.

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
বস্তি এলাকা উন্নয়ন বিভাগ

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি অধীনে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন “**২৮/এ ফণীন্দ্র নাথ দে সরণি ওয়ার্ড নং ৪৮ কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ**” কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রখ্যাত সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্যাদি ই-টেন্ডার নোটিশ এবং এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বিভাগ **https://www.wbtender.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ **২৩.১১.২০২৩ সন্ধে ৬টা** পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।

টেন্ডার নোটিশ নং : **WB-HMC/TN/EE/Slum/006/2023-2024 তারিখ : ০৮.১১.২০২৩**
টেন্ডার আইডি : **2023_MAD_601925_1**

১৯২(২)/২৩-২৪
১০.১১.২৩

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

Office of the

KAPASDANGA GRAM PANCHAYAT

Under Murshidabad Jiaganj Development Block
Kapasdanga, Jafrabad, Murshidabad, Pin- 742149
e-mail: kapasdangagram@gmail.com

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIoT) **No KGP-05/15th CFC/2023- 2024 Dated: 17-10-2023** The last date for online submission of tender is **23-11-2023 (Thursday): up to 14:00 Hours.** For details please visit website: **https://wbtenders.gov.in**

Abulbasar Sarkar
(Prodhan, Kapasdanga, G.P.)

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/363/23-24 Dated 09.11.2023	REPAIRING OF POT- HOLES FROM KARMA MANDIR CLUB TO BELTALA MORE IN WARD No. 28 and 29 UNDER RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 5,63,187.00
WBMAD/ULB/RSM/356/23-24 Dated 09.11.2023	REPAIRING OF POT- HOLES FROM HINDUSTHAN ROAD TO GARIA STATION ROAD VIA KATHAAPARTMENT AT WARD No. 29 UNDER RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 6,60,204.00
WBMAD/ULB/RSM/357/23-24 Dated 09.11.2023	1)Construction of Concrete road at H/O Dinesh Das to H/O Manu 2)Construction of Concrete road at H/O Subhas Das to H/O Bonty. 3)Construction of Concrete road from H/O Palta Nayak to Dhope Bari, in Ward No-32, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 6,31,948.00

Bid Submission end date: **23.11.2023 at 12-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/358/23-24 Dated 09.11.2023	Construction of concrete road and drain at K.M.R.C Road Abhijit Sangha near house of Joydeep Guha at ward no-25 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 11,00,485.00
WBMAD/ULB/RSM/361/23-24 Dated 09.11.2023	REPAIRING OF POT- HOLES FROM JAGRITI SANGHA TO HANUMAN MANDIR VIA GHUTER BARI AT PURBAPARA IN WARD No.- 31 UNDER RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 13,99,553.00
WBMAD/ULB/RSM/364/23-24 Dated 09.11.2023	REPAIRING OF POT- HOLES FROM E.M. BYEPASS TO N.S.C.BOSE ROAD (JHILPAAR ROAD) AT WARD No. -37 and 20 UNDER RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 13,34,190.00
WBMAD/ULB/RSM/365/23-24 Dated 09.11.2023	REPAIRING OF POT- HOLES FROM HINDUSTHAN MORE TO FARTABAD MORE (INDUSTHAN ROAD) IN WARD No.- 28 & 29, UNDER RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY	Rs. 11,67,802.00

Bid Submission end date: **28.11.2023 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

দ্য গ্রোব টি কোং লিঃ

CIN : L15494WB1895PLC000963
রেজি অফিস : “হাউটি স্ট্রিট” ১০তম, ৮৬এ, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০০৪৬
ফোন নং. +৯১-৩৩-৪০০৩-১৩২৫/২৬
ই-মেল: grobtea@rawalwasia.co.in **ওয়েবসাইট:** www.grobtea.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকা লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২২	অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩	অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২২
	(উল্লেখ্য নীচের দ্রষ্টব্য)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কার্যাদি থেকে (নিট)	২৯৫৬.৩৭	৪,৪৪৮.২৫	৫০৫২.৫৩	৬২০৭.১৩
২	নিট লাভ সময়কালের জন্য, কর, ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফাপূর্ব	৯১৪.৯৭	১৬০৭.৫৪	১১৪৬.৮৫	১৮৮৮.৮৩
৩	নিট লাভ সময়কালের জন্য করপূর্ব, ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পরবর্তী	৯১৪.৯৭	১৬০৭.৫৪	১১৪৬.৮৫	১৮৮৮.৮৩
৪	নিট লাভ সময়কালের জন্য কর, ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পরবর্তী	৯১৪.৯৭	১৬০৭.৫৪	১১৪৬.৮৫	১৮৮৮.৮৩
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ কর পরবর্তী এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় কর পরবর্তী]	৯৪৭.৮৭	১৬৮০.৬৭	১১৭৭.৩৬	১৯২৬.৬৭
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১১৬.২৩	১১৬.২৩	১১৬.২৩	১১৬.২৩
৭	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত পূর্ব হিসাব বর্ষের ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো)	-	-	-	-
৮	ক) শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি, চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য) :				
	১. মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব (বার্ষিকীকৃত নয়)	৭৮.৭২	১৩৮.৩১	৯৮.৬৭	১৬২.৫১
	২. মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী (বার্ষিকীকৃত নয়)	৭৮.৭২	১৩৮.৩১	৯৮.৬৭	১৬২.৫১

দ্রষ্টব্য :
উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.nseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.grobtea.com** -এ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা/-
(পি. কে. আগরওয়াল)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN : 00703745)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১০ নভেম্বর, ২০২৩

SOMA TEXTILES & INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata-700 001 , Tel.: 033-22487406
Website: www.somatextiles.com; E-mail ID: investors@somatextiles.com
CIN:L51909WB1940PLC010070

EXTRACTS OF THE UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30TH SEPTEMBER, 2023

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter Ended		Six Month Ended		Year Ended
	Unaudited		Unaudited		Audited
	30.09.23	30.09.22	30.09.23	30.09.22	31.03.23
Total income	232	399	407	720	1662
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional items) ^	(43)	(531)	(83)	(797)	(216)
Net Profit/(Loss)for the period before tax (after exceptional items) ^	58	3098	98	3679	16726
Net Profit/(Loss)for the period after tax(after exceptional items)	58	3098	98	3679	16546
Total comprehensive income for the period [{Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income(after tax)}]	58	3098	98	3679	16547
Paid up Equity Share Capital	3303	3303	3303	3303	3303
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)					
Basic :	0.18	9.38	0.30	11.14	50.09
Diluted:	0.18	9.38	0.30	11.14	50.09

^ Includes share in profit of associate.

Extract from the Standalone financial results: (Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter Ended		Six Month Ended		Year Ended
	Unaudited		Unaudited		Audited
	30.09.23	30.09.22	30.09.23	30.09.22	31.03.23
Income from operations (Turnover)	157	15	264	41	520
Profit before tax	58	3098	98	3679	16726
Profit after tax	58	3098	98	3679	16546

Note:
1) The above results for the quarter and six months ended September 30, 2023 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on November 10, 2023 and the Statutory Auditors of the Company have carried out "Limited Review" of the same.
2) The above is an extract of the detailed format of year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 05, 2016. The full format of the same are available on Stock Exchanges Website i.e. NSE (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com) and on Company's website www.somatextiles.com.

For **Soma Textiles & Industries Ltd.**
A. K. Somany
Managing Director
DIN: 00024903

Place: Ahmedabad
Date: 10th November, 2023

এনপিআর ফিনান্স লিমিটেড

CIN: L65921WB1989PLC047091
রেজিঃ অফিস : টোডি ম্যানসন, ১০ম তল, ১ লু সাং সরণি, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
ফোন নং- ০৩৩-২২৩৭৭২০১/৭২০২, ইমেল আইডি- npr1@nprfinance.com
ওয়েবসাইট- www.nprfinance.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং ছয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ (টাকা লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			ছয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৬.২০২৩	৩০.০৯.২০২২	৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২২	৩১.০৩.২০২৩
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩৩২.৮০	২৬৭.৬৮	২৫৬.৭৯	৬০০.৪৮	৫০৬.৯৯	১২৭৪.৩৩
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)(কর,ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পূর্বে)	১০৫.১১	৮.০৫	(৬৬.১০)	১১৩.১৬	(৮৬.৪৮)	(২৯৪.৭০)
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে)	১০৫.১১	৮.০৫	(৬৬.১০)	১১৩.১৬	(৮৬.৪৮)	(৩৩১.৯৫)
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী(ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে)	৮৯.৮১	৫.৩৫	১৮.৮৪	৯৫.১৬	(৪.০১)	(২৪১.৬৮)
৫	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	৮৯.৮১	৫.৩৫	১৮.৮৪	৯৫.১৬	(৪.০১)	(৩৭৩.০৬)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে)	৪৪৭৮.৪৭	৪,৩৮৮.৬৬	৪,৭৫২.৩৬	৪৪৭৮.৪৭	৪,৭৫২.৩৬	৪৩৮৩.৩২
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকার প্রতিটি) (চালু থাকা ও ব্যাহত হওয়া কার্যাদির জন্য) –						
	(ক) মৌলিক :	১.৫০	০.০৯	০.৩১	১.৫৯	(০.০৭)	(৪.০৩)
	(খ) মিশ্রিত :	১.৫০	০.০৯	০.৩১	১.৫৯	(০.০৭)	(৪.০৩)

দ্রষ্টব্য ঃ
(১) ১০ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং পরিচালন পর্ষদ দ্বারা উপরের ফলাফলসমূহ অনুমোদিত করা হয়েছে।
(২) চলতি সময়কালের উপস্থাপনাকে নিশ্চিত করতে যেখানে প্রয়োজন সেখানে বিগত বর্ষের রাশিসমূহকে পুনর্শ্রেণিযুক্ত/পুনর্দলভুক্ত/পুনর্সজ্জিত করা হয়েছে।
(৩) ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেরটি যা স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস্) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট (http://www.bseindia.com) -এ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.nprfinance.com) -এ।
(৪) বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধ বর্ষের আর্থিক ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ সম্পন্ন করেছেন।

পর্ষদের আদেশানুসারে
এনপিআর ফিনান্স লিমিটেডের পক্ষে
পবন কুমার টোডি
এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর
DIN- 00590156

তারিখ: ১০ নভেম্বর, ২০২৩
স্থান: কলকাতা

সংশোধিত ফর্ম জি
রিকন ইঞ্জিনিয়ারস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড
ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রোকিউরমেন্ট এবং কনস্ট্রাকশন (ইপিসি) পরিচালনায় নিযুক্তর জন্য আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব রেগুলেশন (১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	**রিকন ইঞ্জিনিয়ারস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড** CIN : U45201WB1988PTC045417
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	২২৭, কমলালয়া সেন্টার, ১৫৬এ লেনিন সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৩
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কলকাতা এবং দিল্লি
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	আগরতলা এবং ওখলা (দিল্লি)-তে কোম্পানির ২টি চালু প্রোজেক্ট আছে
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	শেষ আর্থিক বর্ষ ২০২১-২২ এর নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অনুযায়ী : পরিমাণ : প্রযোজ্য নয় কার্যাদি থেকে রেভেনিউ : আইএনআর ২১.৫৬ কোটি
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	৩২ জন কর্মী বিভিন্ন স্থানে
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন ইউআরএল সহ পরবর্তী	বিস্তারিত পাওয়া যাবে আরপি নিকট ইমেল পাঠিয়ে ইমেল আইডি : cirp.reacon@gmail.com
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	বিস্তারিত পাওয়া যাবে আরপি নিকট ইমেল পাঠিয়ে ইমেল আইডি : cirp.reacon@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	২৫ নভেম্বর ২০২৩
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	২ ডিসেম্বর ২০২৩
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	৪ ডিসেম্বর ২০২৩
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	৫ ডিসেম্বর ২০২৩
১৪.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	৮ ডিসেম্বর ২০২৩
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	৭ জানুয়ারি ২০২৪
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	cirp.reacon@gmail.com

প্রতীম বয়াল
পেশাদার প্রস্তাবক
IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-2019/12385
আইবিবিআই রেজি. ঠিকানা : ১৮/১, তারাপুকুর মেন রোড, ঘোষ পাড়া, আগরপাড়া, কলকাতা - ৭০০১০৯
pratimbayal@gmail.com
রিকন ইঞ্জিনিয়ারস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড’এর পক্ষে
এএফএ নং : এএ৩/১২৩৮৫/০২/০৬১২২৩/৩০০৭৯১ | বৈধ : ০৬.১২.২০২৩ পর্যন্ত
তারিখ : ১১.১১.২০২৩ | স্থান : কলকাতা

জ্বালাও আলো, আপন আলো, জয় করো এই তামসীরে

ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত

এদেশের দীপাবলী উৎসব বহু পুরানো। সম্ভবত হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা বর্ষায় চাষ করা ফসল ঘরে তোলার পর যে আনন্দ উৎসব পালন করতো, সেটাই বর্তমানের দীপাবলী উৎসবের পরিবর্তিত রূপ। যখন ভারতে মুঘল বাদশাহরা রাজত্ব করেছেন তখনো সারা দেশে মহাসমারোহে পালিত হত দীপাবলী। মূলত আলোর উৎসব হলেও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই উৎসবকে ঘিরে রয়েছে নানা সংস্কার। 'ধনতেরাস উৎসব' দিয়ে শুরু হয় পাঁচ দিনের দীপাবলি উৎসব। শেষ হয় সেই 'ভাই দুজ' অর্থাৎ আমাদের বাঙালিদের 'ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া' উৎসব দিয়ে। এই পাঁচ দিনব্যাপী দেওয়ালি তথা দীপাবলি উৎসব মহা আড়ম্বরে পালিত হয়। কার্তিকের ত্রয়োদশীতে ধনসম্পদ কেনার দিন। এই দিনটিতে গৃহস্থ বাড়িতে গহনা ও বাসনপত্র কেনার রীতি আছে। পুরাণ মতে, স্বর্গের চিকিৎসক ধন্বন্তরির জন্মজয়ন্তী হিসেবে পালন করা হয় এই দিনটি। কারণ সমুদ্রমন্থনেই ধন্বন্তরি উদ্ভূত হয়েছিলেন। আবার অন্য মতে, রাজা হিমার কিশোর পুত্রের কুষ্ঠিতে না কি লেখা ছিল, বিবাহের চতুর্থ রাতে সর্প দংশনে তার মৃত্যু হবে। রাজপুত্রের কিশোরী স্ত্রী, সেই রাতে যাবতীয় অলঙ্কার, স্বর্ণমুদ্রা স্তূপীকৃত করে সদর দরজায় রেখে দেন। প্রচুর আলোয় আলোকিত রাখে চারপাশ। যথাসময়ে যম আসেন ও অলঙ্কারের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে ফেলেন ও ভোর হওয়ার আগেই ফিরে যান। এই ভাবে কিশোরী বধূ তাঁর স্বামীর প্রাণ বাঁচিয়ে তোলেন। সেই জন্য এই দিনটিকে ধনতেরাস এবং 'যমদীপদান' উৎসবও বলা হয়।

'এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে কী উৎসবের লগনে' গানটি শুনলেই বোঝা যায় আলোর উপাসক রবীন্দ্রনাথ, আলোকের ঝরনাধারায় যাঁর অবগাহন। ভুবন ভরা আলো যাঁর আত্মীয়, সেই উপনিষদীয় রবীন্দ্রনাথ। আবার রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ থেকে যখন নিঃসৃত হয় - তমসো মা জ্যোতির্গময় , অর্থাৎ তমসা থেকে জ্যোতির দিকে, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে তাঁর যাত্রা। এই আলোর উৎসবের পিছনে আছে রবীন্দ্রনাথের গানের বিশাল ভাণ্ডার। সে সব গানে আলোর পথযাত্রীর কাছে আসে আহ্বান। এই যে রাত্রি এখানে থেমে যেও না। ক্লান্ত হয়ে হারিয়ে যেও না। পথঘাট প্রান্তর ছাড়িয়ে বহু দূর থেকে আসা সেই ডাক। ছেঁচড়ে-ছেঁচড়ে-ছেঁচড়ে এগিয়ে চল, লড়তে-লড়তে-লড়তে, মার খেয়েও যেতে হবে। কখনও কখনও মনে হয় জীবন একটা সংগ্রাম। কিন্তু জীবন কেন একটা সংগ্রাম হবে? সত্যিই তো। চারপাশে লক্ষ লক্ষ জীবাণু অবশ্য ওঁত পেতে আছে। তার মধ্য দিয়ে শিশুটিকে, শিশুর মাকে বাঁচতে হবে। একটা ঘটে যেতে পারা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই বেঁচে থাকা। গর্ভের অন্ধকার ভেদ করে আলোর দিকে তার যাত্রা। মানবজীবনের এই গোটা ইতিহাসের যাত্রা; সেই আদিম সাম্যের পৃথিবী থেকে, শ্রেণিবৈষম্যের ধুলো, কাদা, রক্তমাখা ইতিহাস পেরিয়ে সেই নতুন সাম্যের দিকে, আলোর দিকে যে যাচ্ছে ; রবীন্দ্রনাথ তখন তার গানের নৈবেদ্য দিয়ে ঘরে ঘরে ডাক পাঠাচ্ছে;'দীপালিকায় জ্বালাও আলো/জ্বালাও আলো, আপন আলো, সাজাও আলোয় ধরিত্রীরে।'

দীপাবলি আদতে হল আলোর উৎসব! বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যেই এক ধরণের আলোক-উৎসবের কথা বলা আছে! এই উত্ সবে পুজোর থেকেও বেশি উল্লেখযোগ্য হল দীপমালার সজ্জা! এর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতির নানা কাহিনি, যেগুলির সঙ্গে কালীর থেকেও বেশি সম্পর্ক লক্ষ্মীর! একটি কাহিনির সঙ্গে জড়িয়ে আছে সমুদ্রমন্থনের আখ্যান। সেখানে বলা হয়েছে; দেবরাজ ইন্দ্র ঐশ্বর্যের অহঙ্কারে সকলকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতেন। একদা দুর্বাশা মুনী তাঁর গলার পারিজাত মালাটি স্নেহ ভরে হাতির পিঠে আসীন ইন্দ্রের গলায় পরাতে গেলে মালাটি হাতির দাঁতের উপর গিয়ে পড়ে এবং হাতি মালাটিকে শুঁড়ে করে মাটিতে ফেলে দেয়। এই দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে দুর্বাসা 'লক্ষ্মীহারা হও' বলে ইন্দ্রকে শাঁপ দিলেন। মুনির অভিশাপে দেবরাজ ইন্দ্র অসুরদের কাছে পরাজিত হয়ে সিংহাসনও হারালেন। অসুররা স্বর্গ দখল করে দেবরাজ ইন্দ্র-সহ দেবতাকুলকেই বিতাড়িত করল। দেবলক্ষ্মীও অসুরদের ভয়ে সমুদ্রের নীচে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে ইন্দ্র ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মা সব শুনে বললেন, একমাত্র ভগবান বিষ্ণুই দেবতাদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবেন। দেবতারা এবার বিষ্ণুর কাছে গেলেন। বিষ্ণু জানালেন, সমুদ্রকে মন্থন করে অমৃত উদ্ধার করে আনতে হবে এবং তা পান করে দেবতারা অমরত্ব লাভ করবেন। এবং সেই সঙ্গে স্বর্গচ্যুত লক্ষ্মীদেবীকেও উদ্ধার করা সম্ভব হবে। বিষ্ণুর পরামর্শ অনুযায়ী, মন্দার পর্বতকে দণ্ড করে এবং বাসুকী নাগকে মন্থনের রজ্জু হিসেবে ব্যবহার করে সমুদ্রকে মন্থন করা হল। বাসুকী নাগ তার শরীর দিয়ে মন্দার পর্বতকে জড়িয়ে রইল আর তার মুখ ও লেজের দু'দিক ধরে দেবতা ও অসুরেরা টানাটানি করল। মন্থনের ফলে একে একে চন্দ্র, ঐরাবত হাতি, উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া, বিভিন্ন রত্ন, পারিজাত পুষ্পবৃক্ষ উঠে এল। এর পর অমৃতের ভাণ্ড নিয়ে সমুদ্র থেকে উঠে এলেন দেববৈদ্য ধন্বন্তরি। এবং মন্থনের একেবারে শেষ পর্বে সহস্র ফণার ছত্র মাথায় নিয়ে উঠে এলেন দেবী লক্ষ্মী। প্রচলিত বিশ্বাস হল; কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতেই সমুদ্র থেকে ধন্বন্তরি উঠে এসেছিলেন। তাই এই তিথির নাম ধন্বন্তরি ত্রয়োদশী বা সহজ কথায় ধনতেরাস। সেজন্য এই দিন ধনের উপাসনা করতে হয় আর তার এক দিন পর, দেবী লক্ষ্মী সমুদ্র থেকে উঠে আসেন বলে ওই দিন লক্ষ্মীর আরাধনাও করা হয়। সমুদ্রমন্থনের পরে যেদিন ক্ষীরসাগর থেকে মহালক্ষ্মীর উত্থান ঘটে, সেদিনটি নাকি ছিল কার্তিক-অমাবস্যা! তাই লক্ষ্মীর স্বর্গে ফেরা উপলক্ষে স্বর্গকে নাকি সাজিয়ে তোলা হয়েছিল আলোকমালায়! আবার অন্য এক পুরাণ মতে, দেবতাদের পরাজিত করে বালিরাজা লক্ষ্মীকে নিয়ে গিয়ে পাতালে লুকিয়ে রাখেন। এই কার্তিকী অমাবস্যার রাতেই নারায়ণ বলিরাজাকে পরাজিত করে পাতাল থেকে লক্ষ্মীকে উদ্ধার করে আনেন।

রামায়ণ এবং মহাভারতেও দীপাবলীর আলোকসজ্জার কারণ পাওয়া যাবে। তেমন একটি কাহিনি রামায়ণের অনুসঙ্গে তৈরি। ওই কাহিনি অনুসারে বলা হয়, লঙ্কাবিজয় সেরে সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে রামচন্দ্র যেদিন অযোধ্যায় (সাবেক নাম শাকেতপুর) ফেরেন, তিথি হিসেবে সেটি ছিল ওই কার্তিক-অমাবস্যা! পুরাণে রামচন্দ্র ভগবান বিষ্ণুর সপ্তম অবতার হিসেবে স্বীকৃত তাই রামের লীলাসঙ্গিনী সীতার পরিচিতি লক্ষ্মী হিসেবেই। সেই লক্ষ্মীদেবীকে বরণ করে নেবার জন্য সে রাতে অযোধ্যা নগরীকে সাজানো হয়েছিল অগণ্য দীপমালায় এবং সেই রীতি অনুসরণ করেই নাকি দীপাবলিতে আলোকমালায় নগরীকে সাজানোর প্রথা তৈরি হয়েছে। অন্য এক কাহিনি আবার এসেছে মহাভারতের এক উপকাহিনি থেকে। সেই আখ্যান অনুসারে বলা হয়ে থাকে; প্রাগজ্যোতিষপুরের অসুরদের রাজা নরক বা নরকাসুর ছিলেন দেবতাদের ঘোর শত্রু। তিনি হাতির রূপ ধরে প্রথমে বিশ্বকর্মার কন্যা-সহ বহু দেবতা, মানুষ, গন্ধর্বের কন্যাকে অপহরণ করে বন্দি করে রাখতেন। ষোল হাজার নারীকে সেখানে বন্দি করে রাখা ছিল। দেবতাদের অনুরোধে কৃষ্ণ কার্তিক-চতুর্দশীতে নরকাসুরকে বধ করে তার কারাগারে ওই বন্দী ষোল হাজার কন্যাকে মুক্ত করেন! পরে তাদের সবাইকে কৃষ্ণ বিবাহও করেন। কৃষ্ণের ভক্ত-অনুগামীদের কাছে ওই গোপিনীদের মুক্তির স্মরণ উত্ সবই দীপাবলী। সেই উপলক্ষে, পরের দিন অর্থাত্ কার্তিক-অমাবস্যাতে আলোকমালা জ্বালিয়ে উতসব হয়েছিল! দীপাবলিতে দীপ জ্বালানো নিয়ে এমন নানা রকম কাহিনি বলা আছে হিন্দু পুরাণ-শাস্ত্রগুলিতে! ভারতীয় হিন্দু ধর্মের আবার পাঁচটি উপ-বিভাগ রয়েছে। এগুলি হল; শিবের উপাসক বা শৈব, বিষ্ণুর উপাসক বা বৈষ্ণব, শক্তির উপাসক বা শাক্ত, গণেশের উপাসক বা গাণপত এবং সূর্যের উপাসক বা সৌরী। এদের মধ্যে অন্যতম শাক্তদের প্রাধান্য পূর্ব ভারতেই বেশি! অতি প্রাচীন কাল থেকেই বাংলায় এই ধারা চলে আসছে! বাংলার উৎসব মরশুমে এই শক্তি আরাধনাই হয় দুর্গা ও কালীপুজোর মধ্যে দিয়ে! কিন্তু মধ্যযুগে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবধারার প্রাধান্যও লক্ষ্য করা যায় বাংলার শক্তি আরাধানার ক্ষেত্রে! দেবীপক্ষের শেষ দিন অর্থাৎ আশ্বিনের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমায় হয় কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো! আর তার পনের দিন পরে কার্তিক অমাবস্যায় দীপাবলীর দিন হয় কালীপুজো! হিন্দু পুরাণ-শাস্ত্র অনুসারে দেবী কালিকা দুর্গারই আর এক রূপ! শক্তির উপাসকেরা দীপাবলীর দিন কালীপুজো করেন আর সেদিন সারা ভারত জুড়ে বিষ্ণুর উপাসকেরা আরাধনা করেন মহালক্ষ্মীর! বঙ্গদেশেও তার ব্যতিক্রম হয় না! কালীপুজোর রাতে দীপান্বিতায় অলক্ষ্মী বিদায় ও মহালক্ষ্মীর পুজো দিয়ে সূচনা হয় পশ্চিমবঙ্গীয়দের কার্তিক, পৌষ, চৈত্র ও ভাদ্র মাসের লক্ষ্মী পুজোর! এমন কী বাংলার অন্যতম প্রাচীন শক্তিপীঠ মহাতীর্থ কালীঘাট মন্দিরে এই কার্তিক অমাবস্যায় দীপান্বিতা মহালক্ষ্মীর পুজো করেন হালদার-বংশীয় সেবায়েতরা! বঙ্গদেশে এই উৎসব কালীপুজোর সঙ্গে জুড়ে আছে। বঙ্গদেশ-সহ গোটা পূর্বভারত সংস্কৃতিগতভাবে চিরকালই ছিল তথাকথিত আর্যাবর্তের বাইরে। এখানকার ধর্মীয় সংস্কৃতিতে যে সমস্ত লৌকিক দেবদেবী ছিল তারাই পুজিত হয়ে এসেছেন একটা দীর্ঘ সময় ধরে। আর্য সংস্কৃতির বাইরে থাকার কারণে এখানে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তৃতি লাভ করতে পেরেছিল দ্রুত। এখানকার লৌকিক দেবী ও বৌদ্ধ তন্ত্র মিলেমিশে শক্তি-আরাধনার বিস্তৃত পট তৈরি হয়েছিল বঙ্গদেশ জুড়ে। যারই এক সংহত ও সংঘবদ্ধ রূপ কালীপুজো। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লৌকিক দেবদেবীদের একত্রিত করে দেবী কালিকার এক সুসংহত রূপ প্রদান করেছিলেন চৈতন্য সমসাময়িক শক্তি সাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। এবং সেই দেবীকেই গ্রহণ করা হল রাত্রি (অন্ধকার) ও মৃত্যুর অধিদেবতা রূপে। মৃত্যুকে জয় করবার বাসনা সব মানুষেরই। যদি তাকে জয় করা নাও সম্ভব হয়, তবু তাকে তুষ্ট রাখার জন্যই দীপ জ্বালিয়ে মৃত্যুদেবতার আরাধনাই দীপাবলী।

এদেশের দীপাবলী উৎসব বহু পুরানো। সম্ভবত হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা বর্ষায় চাষ করা ফসল ঘরে তোলার পর যে আনন্দ উৎসব পালন করতো, সেটাই বর্তমানের দীপাবলী উৎসবের পরিবর্তিত রূপ। যখন ভারতে মুঘল বাদশাহরা রাজত্ব করেছেন তখনো সারা দেশে মহাসমারোহে পালিত হত দীপাবলী। মূলত আলোর উৎসব হলেও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই উৎসবকে ঘিরে রয়েছে নানা সংস্কার।

'ধনতেরাস উৎসব' দিয়ে শুরু হয় পাঁচ দিনের দীপাবলি উৎসব। শেষ হয় সেই 'ভাই দুজ' অর্থাৎ আমাদের বাঙালিদের 'ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া' উৎসব দিয়ে। এই পাঁচ দিনব্যাপী দেওয়ালি তথা দীপাবলি উৎসব মহা আড়ম্বরে পালিত হয়। কার্তিকের ত্রয়োদশীতে ধনসম্পদ কেনার দিন। এই দিনটিতে গৃহস্থ বাড়িতে গহনা ও বাসনপত্র কেনার রীতি আছে। পুরাণ মতে, স্বর্গের চিকিৎসক ধন্বন্তরির জন্মজয়ন্তী হিসেবে পালন করা হয় এই দিনটি। কারণ সমুদ্রমন্থনেই ধন্বন্তরি উদ্ভূত হয়েছিলেন। আবার অন্য মতে, রাজা হিমার কিশোর পুত্রের কুষ্ঠিতে না কি লেখা ছিল, বিবাহের চতুর্থ রাতে সর্প দংশনে তার মৃত্যু হবে। রাজপুত্রের কিশোরী স্ত্রী, সেই রাতে যাবতীয় অলঙ্কার, স্বর্ণমুদ্রা স্তূপীকৃত করে সদর দরজায় রেখে দেন। প্রচুর আলোয় আলোকিত রাখে চারপাশ। যথাসময়ে যম আসেন ও অলঙ্কারের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে ফেলেন ও ভোর হওয়ার আগেই ফিরে যান। এই ভাবে কিশোরী বধূ তাঁর স্বামীর প্রাণ বাঁচিয়ে তোলেন। সেই জন্য এই দিনটিকে ধনতেরাস এবং 'যমদীপদান' উৎসবও বলা হয়।

মহারাষ্ট্র রাজ্যে দীপাবলির দিন কয়েক আগেই পালিত হয় 'গোবৎস দ্বাদর্শী'। একে বলে 'বাসু বরস' উৎসব। এ ক্ষেত্রে 'গো' অর্থাৎ 'গাভী' এবং 'বৎস' অর্থাৎ 'বাছুর'। মরাঠি ভাষায় 'দ্বাদর্শী' বা 'বরস' মানে চন্দ্রমাসের দ্বাদশ দিন। এই 'বাসু বরস' দিনে মরাঠি সম্প্রদায়ের মানুষজন গরু-বাছুরের পুজো করেন। মরাঠিদের প্রাচীন আখ্যান মতে, পুরাকালে রাজা ভিনা ছিলেন একজন খুবই অত্যাচারী শাসক। তাঁর অসৎ রাজ্যশাসনে ও প্রজাদের ওপর অত্যাচারে পৃথিবী ক্রমশ নিষ্ফলা হয়ে পড়েছিল। রাজা ভিনার পুত্র পৃথু এই পৃথিবীকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করতেন। পৃথিবী তখন গাভীর রূপ ধারণ করে অনর্গল দুগ্ধদানে রাজ্যকে আবার সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা করে তোলেন। সমগ্র মহারাষ্ট্রবাসী তাই কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশীর দিনটিতে গো-মাতার পুজো করেন।

পঞ্জাবে দীপাবলী পালিত হয় গুরু গোবিন্দ সিংহের মুক্তির দিনটিকে স্মরণ করে। এক সময় মুঘল বাহশাহ আওরঙ্গজেবের কারাগারে বন্দি ছিলেন শিখদের গুরু গোবিন্দ সিংহ। যেদিন তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান, সেদিন রাজ্যের জনগণ প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসব পালন করেন। সেই থেকে পঞ্জাবে গুরু গোবিন্দ সিংহের মুক্তির দিনে জাঁকজমক সহকারে দীপাবলী পালিত হয়ে আসছে। জৈন ধর্মাম্বলম্বীরা মনে করেন, মহাবীরের মৃত্যুতে জ্ঞানের যে উজ্জ্বল শিখা নিভে গেছে তার অভাব মেটাতেই প্রদীপ জ্বালিয়ে একদিন উৎসব করা দরকার। তাই জৈনরা মহাবীরের মৃত্যুর দিনটিকে স্মরণ করে দীপাপলী উৎসব পালন করেন। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দীপাবলী থেকে শুরু হয় নতুন বছর। কারণ এই দিনটি ছিল রাজা বিক্রমাদিত্যের জন্মদিন এবং বিক্রমাব্দের শুরু। এইভাবে এই অঞ্চলে নববর্ষের সাথে জড়িয়ে আছে আলোর উৎসব দীপাবলী। উত্তরপ্রদেশের প্রচুর মানুষ শ্রীরামচন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষ্যে দীপাবলী পালন করেন। কোথাও কোথাও রাম রাবণের যুদ্ধে রামের জয়ের কথা মনে রেখে দীপাবলী পালিত হয়। আবার কোথাও চোদ্দো বছর বনবাসের পরে শ্রীরামচন্দ্রের দেশে ফেরার ঘটনাকে স্মরণ করে দীপাবলী উৎসব উদযাপন করা হয়। দক্ষিণ ভারতে, বিশেষ করে কেরল আর তামিলনাড়ুতে মানা হয়-এই দিন বিষ্ণুর হাতে নরকাসুর মারা গিয়েছিল। সেই আনন্দেই গোটা রাজ্যে এক সময় আলোর উৎসব শুরু হয়েছিল। সেই প্রাচীন উৎসব আজও এখানে সমানভাবে চালু রয়েছে। এইভাবে দক্ষিণ ভারতে দীপাবলীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে নরকাসুর বধের গল্প। ভারতের বহু স্থানে দীপাবলীর দিন লক্ষ্মী পূজা করা হয়। রাজস্থানে এই দিন গেরস্থের বিড়ালদের খুব যত্ন-আত্তি করা হয়। কারণ তাঁদের বিশ্বাস, বিড়াল হল লক্ষ্মীর অঙ্গ। দীপাবলীর দিন গুজরাতে দাবা খেলার জোর আসর বসে। তাদের বিশ্বাস, এইদিন দাবায় জিতে পারলে সারা বছর লক্ষ্মী প্রসন্ন থাকবেন। আমাদের প্রতিবেশী দেশ নেপালেও দীপাবলী উৎসব পালন করা হয়। সেখানে দীপাবলী হল বন্ধুত্বের অনুষ্ঠান। বন্ধুত্ব শুধু মানুষের সঙ্গেই নয়, বন্ধুত্ব প্রাণীদের সাথেও এদেশে এই উৎসব চলে পাঁচদিন ধরে। প্রথম দিন এরা পুজো করে কাকের। দ্বিতীয় আর তৃতীয়দিন যথাক্রমে কুকুর আর গরুর পুজো করা হয়। সঙ্গে চতুর্থ দিন হয় বাকি সব প্রাণীর সাথে বন্ধুত্ব। আর শেষ দিনে সেখানকার মানুষেরা একে-অপরের হাতে রাখী পরিয়ে মৈত্রীর বন্ধনে আরও দৃঢ় করেন।

আমাদের দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে চীন আর জাপানেও দীপাবলী পালিত হয়। চীনে দীপাবলীর প্রস্তুতি চলে কয়েক সপ্তাহ ধরে। সে দেশের মানুষ ওইদিন তাঁদের পূর্বপুরুষ ও দেবতাদের উদ্দেশ্যে পূজা দেন। অশুভ আত্মারা যাতে বাড়িতে প্রবেশ করতে না পারে এজন্য তাঁরা ওইদিন লাল রঙের মানুষ বানিয়ে বাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে দেন। জাপানে এই উৎসব চলে তিনদিন। এই তিনদিন তাঁরা ঘর-বাড়ি ঝাঁট দেন না। তাঁদের বিশ্বাস, এই দিনগুলোয় ঘর ঝাঁট দিলে লক্ষী বিদায় নেবেন। একই সঙ্গে তারা মানেন যে, এই তিনদিন পূর্বপুরুষদের আত্মা বাড়িতে অতিথি হয়ে আসে।

শ্রীলঙ্কার সদস্যপদ স্থগিত করল আইসিসি

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অভিযোগে শ্রীলঙ্কার সদস্যপদ স্থগিত করেছে আইসিসি। দেশটির ক্রিকেট বোর্ডে দুর্নীতির অভিযোগ এবং সে জন্য রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের হস্তক্ষেপ নিয়ে গত কিছুদিন ধরেই আলোচনা চলছিল। আইসিসির বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে শ্রীলঙ্কার সদস্যপদ স্থগিত করা হয়েছে। ১৯৮১ সালে আইসিসির পূর্ণ সদস্যপদ পেয়েছিল দেশটি।

আইসিসির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘আইসিসি বোর্ড সভায় বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করেছে। বিশেষ করে,স্বাধীনভাবে কাজ করতে ক্রিকেট প্রশাসনকে সরকারি হস্তক্ষেপের বাইরে থাকার প্রয়োজন ছিল। সময়মতো এই স্থগিতাদেশের শর্তগুলো জানিয়ে দেবে আইসিসি বোর্ড।’

গতকালই বিশ্বকাপে শেষ ম্যাচটি খেলেছে শ্রীলঙ্কা। এ মুহূর্তে পয়েন্ট তালিকার নয়ে আছে তারা। শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট বোর্ডকে (এসএলসি) এর আগে বরখাস্ত করেছিল দেশটির ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। এরপর শ্রীলঙ্কাকে ১৯৯৬ বিশ্বকাপ জেতানো সাবেক অধিনায়ক অর্জুনা রানাতুঙ্গাকে চেয়ারম্যান করে বোর্ডে অর্ন্তবর্তীকালিন কমিটিও গঠন করা হয়। কিন্তু শ্রীলঙ্কার আপিল আদালত অন্তর্বর্তীকালিন কমিটির কার্যক্রম দুই সপ্তাহের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন।

শ্রীলঙ্কার ক্রীড়ামন্ত্রী রোশান রানাসিংহে দেশটির ক্রিকেট বোর্ডকে বরখাস্ত করে রানাতুঙ্গার নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালিন কমিটি অনুমোদন করেন। একদিন পরই শ্রীলঙ্কার আদালত সে কমিটির কার্যক্রম দুই সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেন। এরপর শ্রীলঙ্কার আইনসভাতেও এসএলসির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এমনিতে ১৯৭৩ সালে জাতীয় ক্রীড়া আইন অনুযায়ী, শ্রীলঙ্কার সব জাতীয় দল চূড়ান্ত অনুমোদনে ভূমিকা রাখেন দেশটির ক্রীড়ামন্ত্রী।

ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, বোর্ডে সরকার নিযুক্ত অন্তর্বর্তীকালিন কমিটি ক্ষমতায় থাকলেও আইসিসি এর আগে এত দ্রুত সদস্যপদ স্থগিত করেনি। এর আগে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডে ২০১৪ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালিন কমিটি কাজ করেছে, তখন আইসিসি অর্থ দিয়েছে শর্তের ভিত্তিতে। তখন অবশ্য বোর্ড মিটিংয়ে এসএলসিকে পর্যবেক্ষক স্তরে নামিয়ে দিয়েছিল আইসিসি। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড তখনো আইসিসির সদস্য ছিল।

আহমেদাবাদে আগামী ১৮,২১ নভেম্বর আইসিসির ত্রৈমাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। তবে এর আগে আজ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের পরিস্থিতি নিয়ে অনলাইনে আলোচনা করেছে আইসিসি বোর্ড। এসএলসির সব জায়গায় শ্রীলঙ্কা সরকারের হস্তক্ষেপ নিয়ে উদ্বিগ্ন আইসিসি। বোর্ড পরিচালনা থেকে আর্থিক বিষয়াদি এমনকি জাতীয় দলের বিভিন্ন বিষয়েও শ্রীলঙ্কা সরকারের হস্তক্ষেপ নিয়ে উদ্বিগ্ন ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক এই সংস্থা।

ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডকে নিজেদের এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে আইসিসি এবং আগামী ২১ নভেম্বর আইসিসির বোর্ড মিটিংয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ জানানো হবে।

সেমিতে খেলতে হতে পারে নিউ জিল্যান্ডকে, উত্তেজিত কিউই পেসার

নিজস্ব প্রতিনিধি: এ বারের বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে শুরু করেছিল নিউ জলিন্ড্যান্ড। সেই জয়ের ধারা মাঝপথে ধাক্কা খায়। তাতে যদিও সেমিফাইনালের দৌড় থেকে ছিটকে যেতে হয়নি। এখনও লড়াইয়ে আছেন কেন উইলিয়ামসনেরা। সেমিফাইনালে উঠলে খেলতে হবে ভারতের বিরুদ্ধে। ট্রেন্ট বোল্ট ভারতের বিরুদ্ধে খেলার জন্য উত্তেজিত।

গত বারের বিশ্বকাপে ভারতকে হারিয়েছিল নিউ জলিন্ড্যান্ড। এ বারে এখনও পর্যন্ত ভারত অপরাজিত। বোল্ট ভারতকে হারানোর জন্য মুখিয়ে রয়েছেন।

তিনি বলেন, তসবাই চাইছে আয়োজক দলকে হারাতে। খুব ভাল ক্রিকেট খেলছে ভারত। ভাল লড়াই হবে সেমিফাইনালে। নতুন বলে শুরুর দিকে উইকেট নেওয়ার চেষ্টা করব। জয়ী দল হিসাবে শেষ করতে চাইব। বল হাতে আমরা ভাল সাফল্য পাচ্ছি।দ

ভারতের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ে খেলতে হতে পারে নিউ জলিন্ড্যান্ডকে। এখনও নিশ্চিত না হলেও কিউইদের সেমিফাইনালে ওঠার সুযোগ বেশি। বোল্ট বলেন, তআমি খুবই উত্তেজিত। ভারতের বিরুদ্ধে খেলা মানে দর্শকও আমাদের বিপক্ষে থাকবে। এই চ্যালেঞ্জটা নিয়ে খেলতে পারাই আনন্দের।দ

ভারতে পেসারদের বল করা কঠিন বলেও মনে করেন অভিজ্ঞ বোল্ট। তিনি বলেন, ত৫০ ওভারের খেলা মানেই কঠিন ম্যাচ। আর ভারতে পেস বল করা আরও কঠিন। নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি। ভারতে এর আগে খেলার অভিজ্ঞতা আছে আমার। সেটা সাহায্য করেছে। ভারতে খেলতে গেলে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়। সেই চেষ্টা করেছি।

ব্যাটিংয়ে দুর্দান্ত, গ্লাভস হাতেও রেকর্ড ডি ককের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপে ব্যাট হাতে দুর্দান্ত সময় কাটছে কুইন্টন ডি ককের। আফগানিস্তানের বিপক্ষে আজ ৪৭ বলে ৪১ রান করে আউট হওয়ার পথে হয়েছেন এবারের বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। ৯ ম্যাচে তাঁর রান ৫৯১। তার আগে দক্ষিণ আফ্রিকার ফিল্ডিংয়ের সময় উইকেটের পেছনে গ্লাভস হাতে দারুণ এক কীর্তি গড়েছেন ডি কক।

আগে ব্যাট করে ২৪৪ রানে অলআউট হয় আফগানিস্তান। ৬টি ডিসমিসাল করেন উইকেটকিপার ডি কক। সব কটিই ক্যাচ। এর মধ্য দিয়ে বিশ্বকাপে এক ম্যাচে উইকেটকিপার হিসেবে সর্বোচ্চ ডিসমিসালের রেকর্ডে ভাগ বসালেন তিনি।

এর আগে ২০০৩ বিশ্বকাপে নামিবিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে ৬টি ডিসমিসালের রেকর্ড ছিল অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি উইকেটকিপার অ্যাডাম গিলক্রিস্টের। ২০১৫ বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচেও ৬টি ডিসমিসাল ছিল পাকিস্তানের সরফরাজ আহমেদের। তাঁদের সেই কীর্তিতে ভাগ বসিয়েছেন ডি কক।

ওয়ানডেতেও এক ম্যাচে সর্বোচ্চ ডিসমিসালের রেকর্ড ৬টি। গিলক্রিস্ট একাই ছয়বার এই কীর্তি গড়েছেন। ২০১৪ সালে বে ওভালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ডি ককও এক ম্যাচে ৬টি ডিসমিসাল করেছিলেন। এ ছাড়া অ্যালেক স্টুয়ার্ট, মার্ক বাউচার, মহেন্দ্র সিং ধোনি, জস বাটলার ও ম্যাট প্রায়ররা এক ম্যাচে ৬টি ডিসমিসাল করেছেন।

এবার বিশ্বকাপ দিয়েই ওয়ানডে ক্যারিয়ারের ইতি টানবেন ৩০ বছর বয়সী ডি কিক। তার আগে বিশ্বকাপে মনে রাখার মতো পারফরম্যান্সই উপহার দিচ্ছেন তিনি। ৯ ইনিংসে পেয়েছেন ৪টি শতক, ব্যাটিং গড় ৬৫.৬৬। স্ট্রাইক রেট ১০৯.২৪। আগেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত করা দক্ষিণ আফ্রিকা আজ প্রথম পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলছে।

বিশ্বকাপে এক টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড শচীন টেন্ডুলকারের। ২০০৩ বিশ্বকাপে ১১ ম্যাচে ৬৭৩ রান করেছিলেন টেন্ডুলকার। ভারতীয় কিংবদন্তির রেকর্ড ভাঙতে আর ৮২ রান চাই ডি ককের। সে জন্য অন্তত আরও একটি ম্যাচ পাবেন তিনি।

‘অসম্ভব’কে সম্ভব করার স্বপ্ন দেখছে পাকিস্তান, ইডেনে শনিবার বাবরের বাজি এক সতীর্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি: সেমিফাইনালে ওঠার জন্যে যদি কোনও দলকে অন্তত ২৮৭ রানে জেতার লক্ষ্য দেওয়া হয়, তা হলে তাঁকে অসম্ভব ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়? বিশেষত যদি প্রতিপক্ষের নাম হয় ইংল্যান্ড। শনিবার ইডেন গার্ডেন্সে ইংরেজদের বিরুদ্ধে নামার আগে পাকিস্তানের সামনে লক্ষ্য এটাই। কিন্তু ক্রিকেট মহান অনিশ্চয়তার খেলা বলেই অধিনায়ক বাবর আজম এখনও আশা হারাচ্ছেন না। বাজি রাখছেন এক সতীর্থের উপর। তাঁর মতে, এখনও পাকিস্তানের সেমিফাইনালে ওঠা সম্ভব।

অবাক করা ব্যাপার হল, গত বারের বিশ্বকাপেও পাকিস্তানকে এমন সমীকরণের সামনে পড়তে হয়েছিল। ২০১৯ সালে শেষ ম্যাচে বাংলাদেশকে ৩১৬ রানে হারাতে হত। জেতা তো দূর, পাকিস্তান অত রান তুলতেই পারেনি। ৩১৫-৯ তোলে তারা। ৯৪ রানে জিতলেও কোনও লাভ হয়নি। এ বার কী হবে?

শুক্রবার দুপুরে ইডেনে বসে বাবরের উত্তর, তআমরা বিশ্বাস করি এটা করতে পারি। নিজেদের পরিকল্পনা কাজে লাগানোর চেষ্টা করব। মাঠে গিয়েই ধুমধাড়াক্কা চালালে হবে না। কী ভাবে প্রথম ১০ ওভার, তার পরের ২০ ওভার খেলব সেই পরিকল্পনা করতে হবে। জুটি গড়া, কাদের ক্রিজে থাকতে হবে সে সবও ছকে নিতে হবে আগে।দ

এক সতীর্থের উপরে বাজি ধরেছেন বাবর। তিনি ফখর জমান। ইডেনে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যিনি ৮৭ রানের ইনিংস খেলেছেন। আগের ম্যাচে নিউ জলিন্ড্যান্ডের বিরুদ্ধে ঝোড়ো ইনিংস খেলে ৮১ বলে অপরাজিত ১২৬ রানই শুধু করেননি, দলকে ডিএলএস নিয়মে জিতিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে নিয়ে বাবর বলেছেন, তযদি ফখর ২০-৩০ ওভার ব্যাট করে দিতে পারে তা হলে বড় রান তুলতেই পারি। এর পর (মহম্মদ) রিজওয়ান এবং ইফতিকার আহমেদ রয়েছে। আমরা চেষ্টা করলেই পারি। সে রকমই পরিকল্পনা হয়েছে।দ

শনিবার পাকিস্তানকে আগে ব্যাট করতেই হবে। কারণ রান রেট উন্নতি করার ক্ষেত্রে রানের ব্যবধানে জয়ই বেশি কাজে লাগে। বাবর এত হিসাব-নিকাশ মাথায় রাখছেন না। বলেছেন, তএখনও একটা ম্যাচ বাকি। আগে থেকে কিছুই বলতে পারেন না। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হারের মূল্য চোকাতে হয়েছে আমাদের। সেই ম্যাচ জেতা উচিত ছিল। তার জন্যেই এই জায়গায়।

ম্যাক্সওয়েল সেদিন নিশ্বাসই নিতে পারছিলেন না

নিজস্ব প্রতিনিধি: এখনো কাটেনি গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের সেই ইনিংসের ঘোর। মঙ্গলবার মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আফগানিস্তানের বিপক্ষে যে অবিশ্বাস্য ইনিংসটি এই অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার খেলেছেন, সেই ঘোর থেকে বেরিয়ে আসাও খুব সহজ নয়। কারণ, সেদিন যাঁরা ম্যাক্সওয়েলের ইনিংসটি সরাসরি দেখেছেন, তাঁরা চোখের সামনে এমন কিছু দেখেন, যেটি আসলে নিজের সবটুকু আবেগকে এক করেও সঠিকভাবে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। দুই পায়ে আর পিঠের মাংসপেশিতে চোট নিয়ে যেখানে ম্যাক্সওয়েল ঠিকমতো দাঁড়াতেই পারছিলেন না, সেই অবস্থায় অপরাজিত ২০১ রানের ইনিংস অনেকটা রূপকথার রাজকুমারের রাজ্য জয়ের মতোই ব্যাপার।

সেদিন কতটুকু ব্যথা নিয়ে অপরাজিত ২০১ রানের ইনিংসটি খেলেছিলেন, ম্যাক্সওয়েল আগেই তা জানিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, একপর্যায়ে ব্যথা সহ্য করতে না পেরে তিনি মাঠ থেকে উঠেও যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই সেই চিন্তা বাদ দিয়ে খেলেছেন, খেলে গেছেন শেষ পর্যন্ত। ব্যথা-জর্জর শরীর নিয়ে লড়ে গেছেন দেশের জন্য। ক্রিকেটীয় রূপকথায় যে ইনিংসটি পাচ্ছে অন্যতম মর্যাদারই আসন। এটা যেন বিশ্বকাপের ইতিহাসকেই মহিমান্বিত করে তোলা এক ইনিংস।

কিন্তু ইনিংসটি খেলার পথে কতটা সংগ্রাম করতে হয়েছে, সেটা তিনি পরে জানিয়েছেন স্ত্রী ভিনি রমনকে। স্ত্রীকে বলেছেন, জীবনে যত চোট তাঁকে কাবু করেছে, যত ব্যথা তিনি শরীরে অনুভব করেছেন, এর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যথাকে সঙ্গী করেই মুম্বাইয়ে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সেই ইনিংসটি খেলেছেন। আফগানদের ২৯১ রান তাড়া করতে নেমে অস্ট্রেলিয়া যখন একপর্যায়ে ৯১/৭, তখন ম্যাক্সওয়েলের ঝড়ই অস্ট্রেলিয়াকে এনে দিয়েছে দারুণ এক জয়। তুলে দিয়েছে সেমিফাইনালে।

‘নো বল’ নামের একটি অস্ট্রেলিয়ান পডকাস্টে ম্যাক্সওয়েল জানিয়েছেন, চোট এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল সেদিন, তিনি ঠিকমতো নিশ্বাসই নিতে পারছিলেন না, ‘আমি মোটেও নিশ্বাস নিতে পারছিলাম না। ব্যথা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। আমি হয়তো অজ্ঞানই হয়ে যেতাম। সেদিন আমার জীবনের দ্বিতীয় মারাত্মক ব্যথা আমাকে কাবু করে ফেলেছিল। জীবনে সবচেয়ে বড় ব্যথা শরীরে নিয়েছি গত বছর। আমার পা ভাঙার সেই ব্যথাই সবচেয়ে বেশি আমাকে ভুগিয়েছে। এরপর সেদিন মুম্বাইয়ের সেই চোট। ফিজিও মাঠে ঢুকে আমাকে ঠিকমতো নিশ্বাস নিতে সাহায্য করছিলেন।’

ম্যাক্সওয়েল কিংবা ফিজিও, কেউ নাকি বুঝতে পারছিলেন না কী করা উচিত, ‘আমি বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ক্ষণিকের জন্য হলেও আমি বা ফিজিও কেউই বুঝতে পারছিলাম না, আমাদের কী করণীয়! আমার শরীর কাঁপছিল। সারা শরীর ছিল ব্যথায় জর্জরিত।’

নিজের কাছেও ইনিংসটিকে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে ম্যাক্সওয়েলের, ‘শরীরের একেকটা অংশ একেক সময় ব্যথা করছিল। প্রথমে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের পেশিতে টান লাগে। এরপর ডান পায়ে সেই ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে। ভয়ংকর সেই ব্যথা। এরপর আমি ঠিকমতো ব্যাটিংয়ের জন্য দাঁড়াতেই পারছিলাম না। দৌড়ে রান নেওয়ার কোনো উপায়ই ছিল না। সেদিনের ইনিংসটা সত্যিই অবিশ্বাস্য। আমি সাধারণত ৪০ থেকে ৫০ বলই খেলি প্রতি ম্যাচে।’

তাসকিনদের বিদায় বললেন ডোনাল্ড, ফিরবেন না ঢাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিসিবির সঙ্গে পেস বোলিং কোচ অ্যালান ডোনাল্ডের চুক্তি এ মাসেই শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু তার আগেই বিসিবির দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ালেন দক্ষিণ আফ্রিকার এই কিংবদন্তি ক্রিকেটার।

গতকাল পুনেতে জাতীয় দলের টিম মিটিংয়ে ক্রিকেটারদের নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানান ডোনাল্ড। তিনি দলের সঙ্গে ঢাকা না ফিরে রোববার সকালে মুম্বাই থেকে সরাসরি দক্ষিণ আফ্রিকা ফিরে যাবেন। দলের এক সূত্র প্রথম আলোকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

চাকরি ছাড়ার আগে ক্রিকেট ওয়েবসাইট ক্রিকব্লগ ডটনেটকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশের সর্বশেষ ম্যাচে অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসের বিপক্ষে সাকিব আল হাসানের টাইমড আউটের আবেদনের সমালোচনা করেন তিনি। সেখানে ডোনাল্ড বলেছেন, ‘আমি ক্রিকেট মাঠে এমন কিছু দেখতে চাই না।’

টিম ম্যানেজমেন্টের সদস্য হয়েও দলের এমন সমালোচনা করায় বিসিবি ডোনাল্ডকে লিখিতভাবে তাদের অসন্তোষের কথা জানিয়েছে। এই ঘটনার একদিন পরেই বিসিবির চাকরি ছাড়ার ঘোষণা দিলেন ডোনাল্ড।

বাংলাদেশ দলের দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন অ্যানালিস্ট শ্রীনিবাস চন্দ্রশেখরনও। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ দলের দায়িত্ব নেওয়া এই ভারতীয় নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টের মাধ্যমে দায়িত্ব ছাড়ার কথা জানান। জানা গেছে, বিসিবির পক্ষ থেকে শ্রীনিবাসকে চুক্তি নবায়নের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি ভ্রমণক্লান্তি ও পারিবারিক কারণে জাতীয় দলের কাজ করতে চাচ্ছেন না। তবে আগামী বিপিএলে রংপুর রাইডার্সের হয়ে কাজ করবেন তিনি।

এ মাসেই চুক্তি শেষ হবে বাংলাদেশ দলের কোচিং স্টাফের আরও তিন সদস্যের। স্পিন বোলিং কোচ রঙ্গনা হেরাথ, ফিল্ডিং কোচ শেন ম্যাকডরমট ও ট্রেনার নিক লি’র চুক্তি ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। তাদের সঙ্গে নতুন করে চুক্তি নবায়ন হবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়।

EKDIN VOL. 19, ISSUE NO. 149, KOLKATA, SATURDAY, 11 NOVEMBER 2023, PAGE 12
কলকাতা ১১ নভেম্বর ২০২৩

জয়ী সাউথ আফ্রিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: অস্ট্রেলিয়ার পর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও হার। গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের পর এবার ব্যাট হাতে লড়াই করলেন রাসি ভ্যান ডার ডুসেন। ফলে জোড়া হারের ধাক্কা হজম করে চলতি বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল আফগানিস্তান। তবে নকআউটে কোফালিফাই করতে না পারলেও, বাইশ গজের যুদ্ধে আফগানরা লড়াকু মানসিকতা এবং টিম স্পিরিট দেখিয়ে ক্রিকেট দুনিয়ার মন জিতে নিলেন। ইংল্যান্ড, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কার মতো বিশ্বকাপ জয়ী দলকে হারানোর সঙ্গে নেদারল্যান্ডসকে উড়িয়ে আফগানিস্তান বিশ্ব ক্রিকেটে একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে গেল।

আইসিসির মাসসেরা রাচিন রবীন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি: দারুণ একটা বিশ্বকাপ কাটছে রাচিন রবীন্দ্রর। নিউজিল্যান্ডের এই অলরাউন্ডার বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত খেলা ৯ ইনিংসে ৩টি শতক ও ২টি অর্ধশতকসহ ৭০.৬২ গড়ে করেছেন ৫৬৫ রান। এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকও তিনিই।

রবীন্দ্র বিশ্বকাপে তাঁর ৩টি শতকের দুটিই করেছেন অক্টোবর মাসে, অধর্শতক ২টিও অক্টোবরেই। একই সঙ্গে অক্টোবর মাসে বিশ্বকাপে ৩টি উইকেটও নিয়েছেন কিউই অলরাউন্ডার। মাসজুড়ে দুর্দান্ত এই পারফরম্যান্সের পুরস্কারও পেলেন রবীন্দ্র। আইসিসির অক্টোবর মাসের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন তিনি। মাসের সেরা পুরুষ ক্রিকেটার হওয়ার পথে এই অলরাউন্ডার হারিয়েছেন কুইন্টন ডি কক ও যসপ্রীত বুমরাকে।

২৩ বছর বয়সী রবীন্দ্র বিশ্বকাপের আগে নিউজিল্যান্ডের হয়ে খেলেছেন মাত্র ১২টি ওয়ানডে। কিন্তু বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ থেকেই দারুণ ছন্দে ছিলেন তিনি। প্রথম ম্যাচে খেলেছেন অপরাজিত ১২৩ রানের অসাধারণ এক ইনিংস। আহমেদাবাদে তাঁর এই ইনিংসে ভর করেই ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপে দারুণ শুরু করে নিউজিল্যান্ড। এ ছাড়া নেদারল্যান্ডস ও ভারতের বিপক্ষে করেন অর্ধশতকের পর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পেয়েছেন শতক। ৮৯ বলে খেলেছেন ১১৬ রানের ইনিংস। সব মিলিয়ে অক্টোবর মাসে ৬ ইনিংস খেলে রবীন্দ্র ৮১.২০ গড়ে করেছেন ৪০৬ রান।

অক্টোবরের মাসসেরা নারী ক্রিকেটার হয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের হেইলি ম্যাথুস।

টাইমড আউট বিতর্ক সাকিব, ম্যাথুস দুই পক্ষেই অশ্বিন

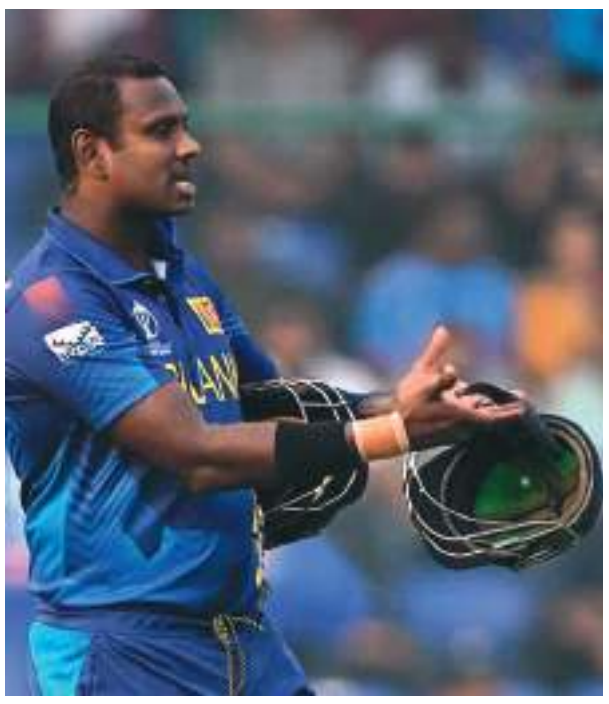

নিজস্ব প্রতিনিধি: আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে 'টাইমড আউট' হয়েছেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস। এ নিয়ে আলোচনা চলছে এখনো। কেউ এর পক্ষে আবার কেউ এর বিপক্ষে। মানকাডিং আউট নিয়ে সরব ভারতের স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন দুজনেরই পক্ষে। ম্যাথুসকে যিনি আউট করেছেন, সেই সাকিবেরও কোনো দোষ দেখছেন না অশ্বিন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বিন এই বিষয়ে মতামত দিয়েছেন।

ঘটনাটি ঘটে ৬ নভেম্বর। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিপক্ষে সেই ম্যাচে ম্যাথুস নতুন ব্যাটসম্যান হিসেবে ক্রিজে আসার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রথম বল খেলার জন্য প্রস্তুত হতে পারেননি। সুযোগ পেয়ে আম্পায়ারদের কাছে আউটের আবেদন জানিয়ে সেটারই সদ্ব্যবহার করেন বাংলাদেশ অধিনায়ক সাকিব।

ম্যাথুসের 'টাইমড আউট' ঘিরে মাঠে যেমন উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, মাঠের বাইরেও তৈরি হয় বিতর্ক। শ্রীলঙ্কার ইনিংস শেষে চতুর্থ আম্পায়ার আদ্রিয়ান হোল্ডস্টক এর ব্যাখ্যা দিলেও বিতর্কের রেশ থামেনি।

ভারতের বিশ্বকাপ দলের সদস্য অশ্বিন এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'একটা পক্ষ নিয়মের কথা বলছে আর অন্য পক্ষ ক্রিকেটীয় চেতনার কথা বলছে। যখন ম্যাথুস ব্যাট করতে আসে, তার হেলমেট ঠিক ছিল না, সে সেটা পরিবর্তন করতে চেয়েছিল। অন্য একটা ভিডিও দেখলাম শ্রীলঙ্কার বিপক্ষেই সাকিব মাঠে তার গার্ড

নিয়ে আসতে ভুলে গিয়েছিল, তাকে সেটা নিয়ে আসার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। দুই দেশের মধ্যে একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব তৈরি হয়েছিল।'

এই ঘটনার পরদিন ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফো জানায়, ব্যাট করতে ক্রিজে আসার পর ম্যাথুস জানতেন, তিনি টাইমড আউট হওয়ার ঝুঁকিতে আছেন। অশ্বিনও তাঁর কথায় সেই প্রসঙ্গে এনেছেন, 'হ্যাঁ, সাকিব আবেদন করেছে আর আম্পায়ার আউট দিয়েছে। সম্প্রতি আরেকটা তথ্য পেলাম, ম্যাথুসকে আগে থেকেই নাকি টাইমড আউটের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল। কিন্তু ম্যাথুস আউট হওয়ার পর খুবই হতাশ হয়ে পড়ে, যেটা ঠিক আছে। কারোরই এভাবে আউট হওয়া উচিত নয়। এভাবে আউট হলে সবারই মন খারাপ হবে।'

অশ্বিন যোগ করেন, 'সাকিব আর ম্যাথুস দুজনই সঠিক। একজন নিয়ম জানত, আরেকজন চেয়েছে যেহেতু এটা হেলমেটের সমস্যা, তাই এটাকে হিসাবের বাইরে রাখা যায় কি না। যে আউট হয়েছে, ঘটনার প্রভাবটা তার ওপরই পড়েছে।'

বিশ্বকাপে কে কোথায় দাঁড়িয়ে?

দল	ম্যাচ	জয়	হার	পয়েন্ট
ভারত	৮	৮	০	১৬
দঃ আফ্রিকা	৯	৭	২	১৪
অস্ট্রেলিয়া	৮	৬	২	১২
নিউ জিল্যান্ড	৯	৫	৪	১০
পাকিস্তান	৮	৪	৪	৮
আফগানিস্তান	৯	৪	৫	৮
ইংল্যান্ড	৮	২	৬	৪
বাংলাদেশ	৮	২	৬	৪
শ্রীলঙ্কা	৯	২	৭	৪
নেদারল্যান্ডস	৮	২	৬	৪

তুলুজের কাছে হেরে ক্ষুব্ধ ক্লপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইউরোপা লিগে ফরাসি ক্লাব তুলুজের কাছে ৩-২ গোলে হারল লিভারপুল। 'ই' গ্রুপের এ ম্যাচের ফলটা অন্যরকম হলেও হতে পারত, যদি যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটে জারেল কুয়ানশাহর গোল বাতিল না হতো।

এই গোল বাতিলের সিদ্ধান্তে মোটেই খুশি নন লিভারপুল কোচ ইউর্গেন ক্লপ। ইউরোপা লিগের চলতি মৌসুমে এটি লিভাপুলের প্রথম হার। এই হারের পরও পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে তারা।

ঘরের মাঠে ৩৬ মিনিটে তুলুজকে এগিয়ে দেন অ্যারন দোনুম। এরপর ৫৮ মিনিটে ডালিঙ্গা করেন দ্বিতীয় গোল। ৭৪ মিনিটে ক্রিস্তিয়ান কাসেরেসের আত্মঘাতী গোলে ব্যবধান কমায় লিভারপুল। কিন্তু ২ মিনিট পরই ৩,১ গোলে এগিয়ে যায়। ৭৬ মিনিটে গোলটি আসে ফ্রাঙ্ক মাগরির কাছ থেকে। লিভারপুল ব্যবধান কমায় ৮৯ মিনিটে দিয়াগো জোতার গোলে। যোগ করা সময়ের ১০ মিনিটে

কুয়ানশাহ তুলুজের জালে বল পাঠালে আনন্দে মেতে ওঠে লিভারপুলের সমর্থকেরা। তবে গোলটি ভিআরে বাতিল হয়।

গোল বাতিল নিয়ে বেশ ক্ষুব্ধ ক্লপ, 'আমরা তৃতীয় গোলটি করেছি। শতভাগ নিশ্চিত এটা গোল ছিল। আমি নিশ্চিত নই যে বল হাতে লেগেছিল কি না, ব্যাপারটা এমনই।'

তুলুজের সমর্থকদের উদ্‌যাপনের জন্য সাক্ষাৎকার দিতেও সমস্যা হয়েছে ক্লপের। যা নিয়ে খেপেছেন এই জার্মান কোচ, 'আমরা এই সংবাদ সম্মেলনের মতোই বিশৃঙ্খল ছিলাম। এই জায়গাতে সংবাদ সম্মেলন করার পরিকল্পনা কার ছিল?'

২০২৪ আইপিএলে খেলবেন ঋষভ পন্ত, বললেন সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত বছরের ডিসেম্বরে ভয়ংকর গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মাঠের বাইরে ছিটকে যান ঋষভ পন্ত। এরপর এ বছরের আইপিএলে ছিলেন দর্শক হয়ে। ভারতের হয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের পর খেলতে পারেননি ওয়ানডে বিশ্বকাপেও। সেই পন্ত খেলবেন ২০২৪ সালের আইপিএলে।

২৬ বছর বয়সী পন্তের দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার খবরটি দিয়েছেন আইপিএলে তাঁর দল দিল্লি ক্যাপিটালসের ক্রিকেট পরিচালক সৌরভ গাঙ্গুলী। গত কয়েক মাসে পন্ত শারীরিক ও মানসিক ধকল অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছেন বলে জানিয়েছেন বিসিসিআইয়ের সাবেক প্রধান।

পন্তকে নিয়ে সৌরভ বলেছেন, 'ঋষভ পন্ত এখন ভালো অবস্থায় আছে। সে আগামী মৌসুমে খেলবে। এখনই সে অনুশীলন করবে না। এখানে সে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত থাকবে। পন্তের এ বিষয় নিয়ে দলে আলোচনা হয়েছে। সে দলের

অধিনায়ক।'

কলকাতায় দিল্লি ক্যাপিটালসের অনুশীলন চলছে। সেখানে পন্তকে খুব একটা অস্বস্তিতে থাকতে দেখা যায়নি। তা ছাড়া হাঁটুতে কোনো কিছু প্যাঁচানো ছাড়াই হাঁটতে দেখা গেছে তাঁকে। ভারতের পত্রিকা ইন্ডিয়া টুডের খবর অনুযায়ী পন্ত আগামী বছরের শুরুর দিকে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরবেন।

আগামী বছরের জানুয়ারিতে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলবে ভারত। সবকিছু ঠিক থাকলে সেই সিরিজ দিয়েই পন্ত আবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

'সর্বকালের অন্যতম সেরা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করছে কোহলি', মনে করেন ভিভ রিচার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইসিসি ২০২৩ বিশ্বকাপ আমি ভীষণ উপভোগ করছি এবং কিছু পারফরম্যান্স আমার খুব ভালো লেগেছে। সাবেক ব্যাটসম্যান হিসেবে বিশ্বকাপটা দারুণ লাগছে। ভক্তরা এর চেয়ে ভালো কিছু চাইতে পারতেন কি না, আমি ঠিক নিশ্চিত নই। কিছু পিচ রান করার জন্য খুব ভালো এবং আমরা উঁচু মানের কিছু পারফরম্যান্সও দেখেছি। এইডেন মার্করাম, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ও কুইন্টন ডি কক রেকর্ডভাঙা শতক পেয়েছে আর তরুণ রাচিন রবীন্দ্রকে বিশেষ প্রতিভা বলেই মনে হচ্ছে।আসলে প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের অভাব নেই। তবে তাদের মধ্যে থেকে সেরা বাছতে বিরাট কোহলিকেও এড়ানোর পথ নেই। আমি অনেক আগে থেকেই বিরাট কোহলির বড় ভক্ত, সর্বকালের অন্যতম সেরাদের কাতারে কেন তাকে শচীনের পাশাপাশি রাখতে হবে, সেটা সে প্রমাণ করে চলছে। বিরাট বিশ্বকাপের আগে বাজে সময়ের মধ্য দিয়েও গিয়েছে এবং তখন কেউ কেউ সাহস দেখিয়ে তার মুণ্ডুপাতও করেছেন। সে সময় তার পাশে যারা ছিলেন এবং ড্রেসিংরুমকেও ধন্যবাদ দিতে হয়।

তার ফর্ম নিয়ে অনেক কথাই হয়েছে কিন্তু এখন সে নিজের সেরা খেলায় ফিরে এসেছে। বাজে সময় কাটিয়ে কারও সেরা ফর্মে ফিরতে দেখাটা দুর্দান্ত ব্যাপার। সবাই বলে, ফর্ম ক্ষণস্থায়ী;সে প্রমাণ করেছে মানটা চিরস্থায়ী। তার জন্য আমার খুব ভালো লাগছে। তাকে খুব মনোযোগী লাগছে এবং ক্রিকেটের জন্য সে সম্পদ। মানসিক শক্তির জায়গায় বিরাট বাকিদের চেয়ে আলাদা। তার সঙ্গে কথা বলার সময়ও এটা বুঝেছি, সামনে এগোতে নিজেই নিজেকে তাড়না দেয়। খুব কম খেলোয়াড় কিংবা মানুষ এমন হয়। অনেকেই আমাদের দুজনের মধ্যে তুলনা করেন। মাঠে আমরা দুজনই আক্রমণাত্মক। লং অন কিংবা লং অফে থাকলেও ক্রিকেটের প্রতি বিরাটের আগ্রহটা খুব ভালো লাগে। দলের বোলার ব্যাটসম্যানের প্যাডে বল লাগালেও আউটের আবেদন করে সে। মাঠে এমন খেলোয়াড় দেখতে ভালো লাগে।শুবমান গিল আরেকজন যে ব্যাটিংয়ে স্টাইলিশ এবং এমন এক গুচ্ছ খেলোয়াড়দের একজন, যাদের হাতে প্রায় সব শটই আছে। আমার প্রত্যাশা হলো, কেউ ভুলে না যায় যে তাদের মতো একজন খেলোয়াড় ছিল যে হেলমেট ছাড়াই মাঠে গিয়ে ওভাবে খেলত। এখন কিছু শট খেলা হয়, যেগুলো আমিও পারতাম, হয়তো রিভার্স সুইপ বাদে। এখনকার খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমার স্কোরিং রেট মিলে যায়, এটাও ভাবতে ভালোই লাগে। যদিও খেলাটা অনেক বদলে গেছে;তবে ভক্ত হিসেবে বলতে পারি, খেলাটা এখন যে অবস্থানে আছে, সে জন্য আমি আনন্দিত।

এবার বিশ্বকাপে ভারত এভাবে খেলেই শিরোপা জিততে চায়। চিন্তাভাবনাটা এমনই হওয়া উচিত এবং আমি ড্রেসিংরুমে থাকলে আলাদা কিছু ভাবতাম না। একদম আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলো। এই মানসিকতা এখন পর্যন্ত কাজে লেগেছে এবং এখান থেকে সরে আসাটা ভালো কিছু হবে না। আমার মনে হয়, তারা অপরাজিত চ্যাম্পিয়নও হতে পারে।

আফগানিস্তানকে এই বিশ্বকাপে অন্যতম উজ্জ্বল দল মনে হচ্ছে। তারা ২৫০,এর বেশি স্কোর করলে, যে বোলিং আক্রমণ তাতে ম্যাচ থেকে ছিটকে ফেলা খুব কঠিন। যদিও গ্লেন ম্যাক্সওয়েল সম্প্রতি তাদের হারিয়েছে, কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দলটা যেমন খেলছে, তাতে আফগানিস্তানে যারা ক্রিকেট খেলছে, তারা অনুপ্রাণিত হবে।

ঠিক উল্টোভাবে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য ব্যাপারটা লজ্জার যে তারা এই বিশ্বকাপে নেই। আমি প্রত্যাশা করি, এই অনুপস্থিতিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট জেগে উঠবে। কারণ, যে টুর্নামেন্টটি চলছে, সেটি আমাদের কাছে অনেক কিছু। ১৯৭৫ ও ১৯৭৯ সালে জেতা বিশ্বকাপই আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায়।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**